NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

দেখুন

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

কলকাতা ৮ মার্চ ২০২৬ ২৩ ফাল্গুন ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ২৬৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 08.03.2026, Vol.19, Issue No. 265, 8 Pages, Price 3.00

সত্যমেব জয়তে

ভারত সরকার

পশ্চিমবঙ্গে নারীশক্তির ক্ষমতায়ন

প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনার আওতায় **১৬ লক্ষ** মহিলাকে প্রায় **৭৪০ কোটি টাকার** আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে

প্রায় **১ কোটি** নলবাহিত জলের সংযোগ এবং **১.২ কোটিরও বেশি** উজ্জ্বলা গ্যাসের সংযোগ মর্যাদা, স্বাস্থ্য এবং ধোঁয়ামুক্ত রান্নাঘরের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনের রূপান্তর ঘটাচ্ছে

৮৫ লক্ষ শৌচালয় নির্মাণের মাধ্যমে মর্যাদা নিশ্চিত হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে **৫২ লক্ষ** বাড়ি নির্মিত হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় **৭০%** বাড়ির মালিকানা মহিলাদের

প্রায় **১২ লক্ষ** স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে প্রায় **১.২৫ কোটি** পরিবার ক্ষমতায়িত হয়েছে; **১১.৫ লক্ষ** মহিলা লাখপতি দিদি হয়েছেন

সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনার আওতায় **২২.৫ লক্ষেরও বেশি** কন্যার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হয়েছে

প্রায় ২৭.৫ লক্ষ মহিলা পরিচালিত ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ কার্যকর রয়েছে, যা রাজ্যের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে

৩,৫৫০টিরও বেশি মহিলা নেতৃত্বাধীন স্টার্টআপ উদ্ভাবন এবং নতুন সুযোগের সৃষ্টি করছে

বিকশিত বাংলা বিকশিত ভারত

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সংকল্প

“ভারত সরকারের অব্যাহত প্রয়াস পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করছে এবং রাজ্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণে সহায়তা করছে।”

— প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

CBC 46101/13/0031/2526

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি মেহেরুন্নেসা খাতুন, স্বামী-মোঃ মাসুদুর রহমান, পিতা- এস্কেন্দার সেখ, বড়ুয়ানাথপাড়া, পোঃ- বড়ুয়া, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৮৯, গত ২৫/০২/২০২৬ তারিখে ২৯৩২ বহরমপুর কোর্টের জুডিশিয়াল এফিডেভিট বলে আমার পিতা- Eskendar Seikh & Eskandar Seikh & Seikh Aeskendar & Eskender Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি ছাকিলা মন্ডল তনুজা খাতুন আমার কন্যার জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম সাকিলা বিবি আছে ২০/০৯/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে ছাকিলা মন্ডল ও সাকিলা বিবি উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি **Mamoni Malik** W/O Raju Malik D/O Jhantu Ray, ঠিকানা-গ্রাম-Dighir পোস্ট-Dasghara, থানা,-Dhaniakhali, জেলা-Hooghly, W,B PIN-712402 আমি অঙ্গীকার করিতেছি **MAMONI MALIK পিতা-JHANTU RAY ও MAMONI MALIK পিতা-JHANTU MALIK** একই ব্যক্তি যাহা 1st class Judicial Magistrate Hooghly at Chinsurah নিকট হইতে 20/01/2026 তারিখের affidavit বলে ঘোষণা করা হইয়াছে। Affidavit No-1857

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি **RAKHALI MAITRA**, W/O NEPAL MAITRA, এই নাম আধার কার্ড ও প্যান কার্ড এ রইয়াছে, ঠিকানা-গ্রাম-DIGHIRA, পোস্ট- DASGHARA, থানা-ধনিয়াখালি, জেলা-HOOGHLY, রাজ্য-W,B, PIN-712402, আমার ভোটার কার্ডের নাম্বার বর্তমানে ও 2002 সালের তালিকায় WB/27/191/138089 আছে। কিন্তু আমার নাম ও স্বামীর নাম ভুলবশত SARATHI MAITRA, W/O GOPAL MAITRA লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, 19/01/2026 তারিখে. 1st Class Judicial Magistrate Hooghly at Chinsurah, Affidavit বলে ঘোষণা করা হইয়াছে যে **RAKHALI MAITRA, W/O NEPAL MAITRA ও SARATHI MAITRA W/O GOPAL MAITRA**, এক ও অভিন্ন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। Affidavit No-1539।

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল থমাস সেখ, পিতা মৃত সেখ সামসুল আলম সাং বাসাবাড়ি, পো:- চৌরীগাছা, থানা বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। দলিল নং ৩৫৭৫/২০, আমমোক্তার সামসুজুহা আলম, পিতা মৃত আব্দুল কাহার, সাং বাউতি পাড়া, পো:- সাহাদাদপুর, থানা বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। আমমোক্তার নং IV - ৯৪/১৮ বরাবর .০১৭৫ একর বিক্রয় করিয়া নিঃস্বার্থ হন। উক্ত ব্যক্তির পক্ষে বিপক্ষে কোন আপত্তি থাকলে এক মাসের মধ্যে সদর B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন। থানা বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, মৌজা সমস্কার জে এল নং ৬০, খ:- ১৭২, দাগ ১৪৬১, পরিমাণ .০১৭৫ একর

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল **অজয় পাল** এবং তার মা **স্বর্গীয় নির্মলা পাল** যৌথভাবে ১) অলোক চক্রবর্তী ২) শোভা চক্রবর্তী ৩) পাপিয়া চক্রবর্তী ৪) মিলি ওরফে চৈতালি চক্রবর্তী ৫) জলি ব্যানার্জি ৬) অর্ণব চক্রবর্তী হইতে এবং এডিএসআর বেলঘরিয়ায়, ৯-০৭-২০১৭ তারিখে ৯৯ নং আমোক্তারনামা মূলে নিযুক্ত আমোক্তার অলোক চক্রবর্তীর মাধ্যমে ২৮.০৩.২০১৭ তারিখে এডিএসআর বেলঘরিয়ায় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২৮৫৫ নং দলিল মূলে ২ কাঠা ১২ ছটাক জমিজমা ক্রয় করেন যাহার মৌজা বাসুদেবপুর, সি.এস ও আর.এস দাগ নং- ৮২৫, সি.এস ও আর.এস খতিয়ান নং ২০০। এই বিষয়ে কারোর কোনো অভিযোগ ও দাবি থাকলে এক মাসের মধ্যে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করবেন।

যোগাযোগ
সুপ্রিতা রায় চৌধুরী
(আইনজীবী)
শক্তিপুর, পোঃ আগারপাড়া
কলকাতা-৭০০১০৯
মোঃ-৮৯৬১৪১২৮৬৬

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল প্রণতি প্রামানিক, স্বামী লক্ষণ প্রামাণিক সাং রঘুনাথ তলা, পো:- চালতিয়া, থানা বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, দলিল নং ১২৯৫৫/২১ আমমোক্তার সনাতন সাহা, পিতা বীরেশ সাহা সাং চুয়াপুর আচার্য্যপল্লী, পো:- চলতিয়া, থানা বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। আমমোক্তার নং ১৪৭৮২/১৯ সালে উন্নয়নমূলক আমমোক্তার বরাবর ০.৩৩০ একর জমি আমার মক্কেলকে বিক্রয় করিয়া নিঃস্বার্থ হন। উক্ত ব্যক্তির পক্ষে বিপক্ষে কোন আপত্তি থাকলে এক মাসের মধ্যে B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন। তপশিল:- থানা বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, মৌজা চালতিয়া জে এল ৮১, খ:- ১৩৮৬, দাগ ৮২৬, পরিমাণ .০৩৩০ একর

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল সুমিত চ্যাটার্জী, পিতা সুপ্রিয় চ্যাটার্জী, সাং - 4 নং এস এন বাগচী রোড, পো: ও থানা:- বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ। দলিল নং ৬৪৯/১২ আমমোক্তার প্রবীর রঞ্জন গাঙ্গুলী, পিতা নিত্য রঞ্জন গাঙ্গুলী, সাং ভাকুড়ি ঘোষপাড়া, পো:- চালতিয়া, থানা বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ আমমোক্তার নং IV -১৯/১২ বরাবর .০৫০০ একর আমার মক্কেলকে বিক্রয় করিয়া নিঃস্বার্থ হন। উক্ত ব্যক্তির পক্ষে বা বিপক্ষে কাহারো কোনো আপত্তি থাকলে এক মাসের মধ্যে সদর B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন। তপশীল :- থানা বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, মৌজা পাকুড়িয়া, জে এল ৮০, খ: নং ৪৯, দাগ ১৪১, পরিমাণ .০৫০০ একর।

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল সঞ্জীব দত্ত, পিতা সাক্ষী গোপাল দত্ত, সাং ১৬৪ কাঠমাপাড়া লেন, পো:- খাগড়া, থানা বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ দলিল নং ২৬৯৬/২৩ আমমোক্তার প্রলয় ব্যানার্জি পিতা সুনীল ব্যানার্জি সাং ৫২ নং সোনালী পার্ক, পো: ও থানা গড়িয়া, কোল ৭০০০৮৪, আমমোক্তার নং ৩৫৬/২৩ বরাবর .০০৫৮ একর জমি আমার মক্কেলকে কে বিক্রয় করিয়া নিঃস্বার্থ হোন। উক্ত ব্যক্তির পক্ষে-বিপক্ষে কোন আপত্তি থাকলে এক মাসের মধ্যে সদর B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন। তপশিল:- থানা বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, মৌজা সৈদাবাদ ১০০, খ: ৬২০৮, দাগ ৫২৬৮, পরিমাণ .০০৫৮ একর।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী, অতিরিক্ত সিভিল জজ,
সিনিয়ার ডিভিশন আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী
দেওয়ানী মোকর্দ্দমা নং - ১৮৯/২০২১

দশঘড়া রামকৃষ্ণ সারদা সেবা সংঘ ... বাদী
বনাম
প্রেম কিশোর বিশ্বাস দীগর .... বিবাদী

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, অত্র বাদী হুগলী জেলার ধনিয়াখালী থানার অন্তর্গত জে.এল. নং - ৩০, শ্রীকৃষ্ণপুর মৌজাস্থিত সাবেক ও হাল ২০৩৬ নং দাগে ১৩৮ শতক বাস্তু জমি যাহার খতিয়ান নং ৩৬০৯, ১৩৫৯, ১৫৪৯/২, ১৭১১, ১৭৬৪, ১৮৪৪/১, ১৮৬৬, ১৯৮৩, ১৯৮৪, ২০১৮, ২০২২/২, ২০৩৯, ২০৬৭, ২০৭৩, ২১৫৮, ৩৯২৪, ৩৯৬, ৭০৯ ও ৭৬৪ এর সম্পত্তি লইয়া একটি বিভাগ বণ্টনের মোকর্দ্দমা উপরোক্ত আদালতে দায়ের করিয়াছেন যাহা বর্তমানে বিচারাধীন এবং উক্ত মোকর্দ্দমায় আপনারা তথা ১। **সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস**, পিতা - প্রকাশ চন্দ্র বিশ্বাস, ২। **সনৎ কুমার বিশ্বাস**, পিতা - সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাস, ৩। **সলিল বিশ্বাস**, পিতা - প্রকাশ চন্দ্র বিশ্বাস, ৪। **স্বদেশ কুমার বিশ্বাস**, পিতা- সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাস, ৫। **সুধীর কুমার বিশ্বাস**, পিতা - সতীশ চন্দ্র বিশ্বাস, ও ৬। **তপন কুমার বিশ্বাস**, পিতা - প্রকাশ চন্দ্র বিশ্বাস, সর্ব সাং - শ্রীকৃষ্ণপুর, পোঃ - দশঘড়া, থানা- ধনিয়াখালী, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৪০২, নিবাসী ব্যক্তিগণ পক্ষ তথা বিবাদী রহিয়াছেন এবং আপনাদের বারংবার সমন পাঠানো সত্ত্বেও আপনাদের উপর সমন জারি করা যায় নাই এবং সেইকারন হুজুর আদালত আপনাদের উপর খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন। যদি আপনারা বা উক্ত সম্পত্তির সহিত ওয়াকিবহল কোন ব্যক্তি উক্ত মোকর্দ্দমায় মোকাবিলা করিতে ইচ্ছুক হয়েন তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারীর তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং বা উকিল দ্বারা উপস্থিত হইয়া আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন নচেৎ আইন মোতাবেক পরবর্তী শুনানী ও আদেশ হইবে। ইতি-

দরখাস্তকারীর পক্ষে
রাজেশ কুমার মণ্ডল (এ্যাডভোকেট)
আদালতের অনুমত্যানুসারে
পার্থ সারথি পাল (সেরেস্তাদার)
জেলা হুগলী, অতিরিক্ত সিভিল জজ,
সিনিয়ার ডিভিশন আদালত, চুঁচুড়া

বিজ্ঞপ্তি

জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত খড়গপুর
Probate Case No.- 05/2025

দরখাস্তকারীঃ শ্রী কমল কৃষ্ণ জানা
-বনাম-
চাউলিয়া প্রঃ সরাইবাজার মৌজার গ্রামবাসীবৃন্দ ...প্রতিপক্ষ

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাঁতন থানার অন্তর্গত চাউলিয়া প্রঃ সরাইবাজার মৌজায় বসবাসকারী সর্বসাধারনকে জানানো যায় যে, উক্ত সাকিনে শ্রী রামলাল দাস পিতা- ঁকৌলাস চন্দ্র দাস বসবাস করা অবস্থায় গত ইং ০৪.০৯.২০০৫ তারিখে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্বে নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি সম্বন্ধে দরখাস্তকারী শ্রী কমল কৃষ্ণ জানা এর বরাবর একখন্ড উইল সম্পাদন করেন এবং উনাকে Executor হিসাবে নিযুক্ত করেন। উক্ত উইল সম্বন্ধে দরখাস্তকারী প্রবেট আদির প্রার্থনায় অত্র আদালতে উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমা গত ইং ৩১/০৩/২৬ তারিখে দিন ধার্য্য রহিয়াছে।
উক্ত দরখাস্তকারীর প্রবেট আদির প্রার্থনায় কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের (৩০) ত্রিশ দিনের মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া আপনি স্বয়ং অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে আপত্তিআদি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য করা হইবে।

তপশীল সম্পত্তির বিবরন

জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- দাঁতন, জে.এল নং-৮৮,মৌজা- চাউলিয়া, খতিয়ান নং-৫৭/২, ১৫৫ দাগে বাস্তু ঘর পরিমান- ০.০৬ ডেঃ
চৌহুদ্দিঃ- উত্তর- গৌর দাস, দক্ষিন- গোপাল দত্ত। পূর্ব-ঠাকুর মন্দির, পশ্চিম- ও.টি. রোড। ১৫৬ দাগ বাস্তু ১১ ডেঃ মধ্যে উত্তর তরফ ০.০৪ ডেঃ
চৌহুদ্দিঃ- উত্তর- গৌর দাস, দক্ষিন- রামলাল দাস। পূর্ব- দাগ নং- ১৮৮/২৬৩১, পশ্চিম- ঠাকুর মন্দির, ১৮৮/২৬৩১ দাগে উদ্বাস্তু ০.০৫ ডেঃ মধ্যে উত্তর তরপ ০.০৩ ডেঃ
চৌহুদ্দিঃ- উত্তর- গৌর দাস, দক্ষিন- রামলাল দাস। পূর্ব-জানা পুকুর। পশ্চিম- ১৫৬ দাগ। সর্ব মোট- ০.১৩ ডেঃ।

আদেশানুসারে
Nur Huda Mandal.
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৮ই মার্চ। ২৩ শে ফাল্গুন, রবি বার। পনঞ্চমী তিথী। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধ র মহাদশা ও বিংশোত্তোরী রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে এক পাদ দোষ।

মেষ রাশি : এক বান্ধবের পূর্ণ সহযোগিতায় কোন আইনি বিষয় থেকে লাভ প্রাপ্তি। অর্থ বৃদ্ধি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম কেনার জন্য পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিত অতিথি দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। জয় তারা জয় তারা বলুন পথ চলুন।

বৃষ রাশি : আজ কর্মে সুনাম বৃদ্ধি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত হবেন পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। যে প্রতিবেশী কিছুদিন আগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি আজ আপনার বন্ধুর জায়গায় থাকবেন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। দেবতা গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা দিন। হলুদ পুষ্প দিন। অতীব শুভ হবে।

মিথুন রাশি : সচেতন ভাবে আজ পথ চলুন। ধৈর্য সহ আজ কথা বলুন। অন্যের কথার গুরুত্ব দিন। অর্থনৈতিক লাভ প্রাপ্তি হবে। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ বৃদ্ধি। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন বা কোন প্রতিনিধি মূলক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। এক প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলুন পথ চলুন বিপদ নাশ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মে সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। এক শিক্ষকের আচরণে সম্মান বৃদ্ধি। কোন এনজিওর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন বলে ঠিক করেছেন, তা আজ ক্রয় করুন। দেবতা ভগবান বিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন।

সিংহ রাশি : আজ দৈব আশীর্বাদ প্রয়োজন। কর্মে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মুক্তির কারণে দৈব আশীর্বাদ চাই। যে বৃদ্ধ প্রবীণ নাগরিক আপনাকে নতুন পথের সন্ধান দেখিয়েছেন। তার কথা মান্যতা দিন শুভ হবে। আপনার নামে নয়, এমন কোন সম্পদ থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। নেত্র কণ্ঠ মুখ গহবর পীড়া থেকে সতর্কতা। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : ছোট চিন্তা করবেন না। বড় ভাবুন। এগিয়ে চলুন। পরিবার আজ আপনাকে সহযোগিতা করবে না। বন্ধু-বান্ধব থেকে সতর্ক থাকুন। দুপুরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বিবাদ বিতর্ক বৃদ্ধি। কর্মে যে নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পালনে সচেষ্ট থাকলে, শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন তাদের জন্য শুভ। হরি ওম হরি ওম, বলুন পথ চলুন।

তুলা রাশি : অতি উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা। পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতা। সন্তানের বিদ্যালয়ে যে সমস্যা ছিল, সেখান থেকে মুক্তির পথ। যারা আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। দোকান বাণিজ্য ব্যবসায় অর্থ প্রাপ্তি-অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারে আমন্ত্রিত ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ১০৮ বার দেবী মহাকালী মন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : সমাজে সম্মান বৃদ্ধি। সুনাম বৃদ্ধির দিন।যারা রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করেছেন, তারা আজ প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। কালী মন্দিরে দান করুন।

ধনু রাশি : ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল ইন্টারনেট, দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। যে প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার আশা করেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন। সম্পত্তি বিক্রয় নিয়ে ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। লাল বস্ত্র কাপড় দান করুন মন্দিরে।

মকর রাশি : এমন একটি সুযোগ আজ পাওয়া যাবে যেটা আপনি বহুদিন ধরে ভেবে এসছিলেন। কোন আইনি বিবাদ মিটে যাবে। পরিবারে যদি বিচ্ছেদের কোন মামলা চলে, সেখানে শুভ ফলপ্রাপ্তি। এরপরে নতুন কিছুর বিরাট সম্ভাবনা। প্রবল সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা কর্মের আবেদন করেছেন, তাদের জন্য শুভ হবে। কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : টাকা পয়সা যা আটকে ছিল তা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শিক্ষক অধ্যাপকদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি। যারা এনজিওতে সোশ্যাল সার্ভিস দেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। যারা রাজনীতি করতে চান তারা জয়েন করতে পারেন। ১০৮ তুলসী পত্র দিন ভগবান শ্রী গনেশ কে।

মীন রাশি : বহুদিন ধরে চলে আসা লড়াইয়ে, কিছুটা স্বস্তি আপনি পাবেন। দাম্পত্য জীবনে যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে, তারাও শান্তির বাতাবরণ পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ।

(আজ শ্রীপঞ্চম দোল। শ্রী বাস আদি অঙ্গনে। আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস। বর্ধমান জেলার জৌগ্রামে প্রাচীন মেলা ও মহোৎসব।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ব্রিগেড সভার আগে সম্পন্ন হল ভূমিপুজো, ১৪ মার্চ আসছেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার ঐতিহাসিক ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বড় জনসভার প্রস্তুতি শুরু করল বিজেপি। শনিবার সকালে দলীয় নেতারা বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে সভাস্থলে ভূমিপুজো করেন। এই আচার সম্পন্ন হওয়ার পরই মঞ্চ নির্মাণ ও অন্যান্য আয়োজনের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। বিজেপির দাবি, আসন্ন এই কর্মসূচি রাজ্যের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেবে। ভূমিপুজোর সময় উপস্থিত এক নেতা বলেন, ব্রিগেডের এই সমাবেশকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছি। তাই সমস্ত কাজ নিয়ম মেনে এবং সুষ্ঠুভাবে শুরু করার জন্যই ভূমিপুজোর আয়োজন করা হয়েছে। তাঁর কথায়, বড় জনসমাগমের কথা মাথায় রেখে আগেভাগেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, আগামী ১৪ মার্চ ব্রিগেড ময়দানের এই সভায় উপস্থিত থাকার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। তাঁর ভাষণ ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ দেখা দিয়েছে। বিজেপি নেতৃত্বের আশা, ওইদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ ব্রিগেডে জমায়েত হবেন। সভাকে ঘিরে নিরাপত্তা, যাতায়াত ও সংগঠনের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে দলের বিভিন্ন শাখাকে। এক সংগঠক জানান, আমরা চাই এই সভা শান্তিপূর্ণ ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সম্পন্ন হোক। সেই লক্ষ্যেই প্রতিটি বিষয় খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ব্রিগেড ময়দানের এই কর্মসূচি ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন আলোচনা শুরু হওয়াই স্বাভাবিক।

দূষণ রুখতে নতুন যন্ত্র কিনছে পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার বায়ু ক্রমশ ভারী হয়ে উঠছে ধুলো ও দূষণে। এই পরিস্থিতিতে শহরের বাতাস পরিষ্কার রাখতে বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে কলকাতা পুরসভা। ধুলো নিয়ন্ত্রণ ও রাস্তা পরিষ্কারের কাজে ব্যবহারের জন্য প্রায় ১০০ কোটি টাকার আধুনিক যন্ত্র কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন।

পুরসভার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের উদ্যোগে প্রথম পর্যায়ে একাধিক ব্যাটারিচালিত রোড স্যুইপিং মেশিন আনা হবে। এগুলি শহরের ১৬টি বোরো এলাকায় কাজে লাগানো হবে। বিশেষত ব্যস্ত সড়ক ও জনবহুল এলাকায় নিয়মিতভাবে এই যন্ত্র দিয়ে রাস্তার ধুলো সরানোর পরিকল্পনা রয়েছে। পুরসভার পরিবেশ দপ্তরের এক কর্তা বলেন, ধুলো নিয়ন্ত্রণ এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। নতুন যন্ত্র ব্যবহারে রাস্তা পরিষ্কার রাখা সহজ হবে এবং বাতাসে ভাসমান ধূলিকণাও কমবে। শুধু রাস্তা নয়, শহরের বাজার, বাসস্টপ ও পার্ক পরিষ্কার রাখতেও আনা হচ্ছে বিশেষ 'লিটার সাকার' মেশিন। পুরসভা সূত্রের দাবি, গত কয়েক বছরে ধারাবাহিক নানা উদ্যোগে দূষণের মাত্রা অনেকটাই কমানো সম্ভব হয়েছে। ওই আধিকারিকের কথায়, আমাদের লক্ষ্য দূষণ আরও কমানো। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে শহরকে আরও স্বচ্ছ পরিবেশ দেওয়া সম্ভব হবে। পুর প্রশাসনের আশা, নতুন যন্ত্র চালু হলে শুষ্ক মরশুমে ধুলো দূষণ নিয়ন্ত্রণে স্পষ্ট ফল মিলবে।

বিজেপি সরকার এলে চাকরির পরীক্ষার বয়সে ৫ বছরের ছাড়, দাবি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ থাকা এবং একাধিক দুর্নীতির অভিযোগে ক্ষুব্ধ চাকরিপ্রার্থীদের প্রসঙ্গ তুলে নতুন প্রতিশ্রুতির কথা জানালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ করা এক পোস্টে তিনি দাবি করেন, রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে সরকারি চাকরির পরীক্ষায় বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় অতিরিক্ত পাঁচ বছরের ছাড় দেওয়া হবে। বিরোধী দলনেতার বক্তব্য অনুযায়ী, বহু বছর ধরে নিয়োগ প্রক্রিয়া কার্যত স্তব্ধ থাকায় অসংখ্য শিক্ষিত যুবক-যুবতী চাকরির সুযোগ হারিয়েছেন। তিনি লেখেন, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের কথা সামনে রেখেই ভারতবর্ষের যশস্বী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জি ঘোষণা করেছেন; পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গঠনের পর সরকারি চাকরির পরীক্ষায় প্রার্থীদের জন্যে বয়সে অতিরিক্ত ৫ বছরের ছাড় দেওয়া হবে। পোস্টে রাজ্যের শাসক সরকারের বিরুদ্ধেও তীব্র সমালোচনা শোনা যায়। তাঁর দাবি, গত দেড় দশকে দুর্নীতি, নিয়োগে অনিয়ম এবং তথাকথিত চাকরি চুরির কারণে বহু মেধাবী প্রার্থী তাদের প্রাপ্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এই প্রেক্ষিতেই সম্ভাব্য বিজেপি সরকারের সিদ্ধান্তকে তিনি বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের জন্য ন্যায্য সুযোগ ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ বলে উল্লেখ করেন।

পোস্টের শেষে রাজনৈতিক বার্তাও স্পষ্ট করেন বিরোধী দলনেতা। তিনি লেখেন, এই সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতীর কাছে নতুন আশার আলো হয়ে উঠবে। তাই পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার।

আচার্য হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরীর, ৭৯তম জন্মবার্ষিকী পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ১লা মার্চ আচার্য হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী'র ৭৯ তম জন্মবার্ষিকী, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অফ ইন্ডিয়া যথাযথ মর্যাদায় পালন করল। ইন্সাইট বুদ্ধিস্ট মেডিটেশন সেন্টার'র শ্রমণেরত্রয়ীর মঙ্গলাচরণের মাধ্যমে এবং ধর্মাঙ্কুর মহাবিহারের উপাসিকাবৃন্দ (পরিচালনায় সুষমা বড়ুয়া) দ্বারা পরিবেশিত উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। আচার্য হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী ৪র্থ স্মৃতি স্মারক স্বর্ণপদক-২০২৬, প্রদান করা হয় ভারতীয় সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা'র উপসংঘরাজ তথা দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্থিত বেনুবন বৌদ্ধ বিহার অধ্যক্ষ ড. রতনশ্রী মহাথেরকে। আচার্য হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী ৩য় স্মৃতি স্মারক বক্তৃতা-২০২৬, বক্তা ড. তাপস কুমার বড়ুয়াকে প্রদান করা হয়, যিনি বিশিষ্ট শিক্ষক তথা দেশবিদেশের বিভিন্ন সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক। তবে, শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি। তাঁর লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক তথা জগজ্জ্যোতি'র সম্পাদক ড. সুমনপাল ভিক্ষু। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন, ভারতীয় সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা মহামান্য সঙ্ঘরাজ তথা বিদর্শনাচার্য ভদন্ত দিকপাল মহাস্থবির। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন সভার সাধারণ সম্পাদক অমলেন্দু চৌধুরী।

আজ থেকেই দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা, ব্রাত্য কলকাতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আজ থেকেই রাজ্যের আবহাওয়ায় বদলের ইঙ্গিত মিলছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আজ রবিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তবে সব জায়গায় একসঙ্গে ভারী বর্ষণ হবে না বলেই জানাচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা। আজ দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম-সহ দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে কলকাতায় আপাতত উল্লেখযোগ্য বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সোমবারের দিকে দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলার পাশাপাশি পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুরের কিছু এলাকায় বৃষ্টি হতে পারে। মঙ্গলবার আবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও দুই মেদিনীপুরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। উত্তরবঙ্গেও আবহাওয়ার পরিবর্তনের ইঙ্গিত রয়েছে। রবিবার দার্জিলিং, কালিম্পং ও জলপাইগুড়ি জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল। আবহাওয়া দপ্তরের মতে, সোম ও মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচটি জেলা এবং উত্তর দিনাজপুরেও বৃষ্টি হতে পারে। আবহাওয়াবিদদের মতে, এই বৃষ্টির পেছনে মূল কারণ উত্তর ওড়িশা সংলগ্ন অঞ্চলে তৈরি হওয়া একটি ঘূর্ণাবর্ত এবং তার সঙ্গে যুক্ত অক্ষরেখা। এক আবহাওয়াবিদের কথায়, এই সিস্টেমের প্রভাবেই আগামী কয়েক দিনে রাজ্যের কিছু অংশে বৃষ্টিপাত দেখা যেতে পারে। তবে বৃষ্টি হলেও তাপমাত্রায় বড় পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বর্তমানে দিনের তাপমাত্রা প্রায় ৩১ থেকে ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। রাতে তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। শুক্রবার কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল প্রায় ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কিছু বেশি, যা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। দিনের তাপমাত্রা ছিল প্রায় ৩১ ডিগ্রি। বাতাসে আর্দ্রতার মাত্রাও ছিল বেশ উঁচু। আবহাওয়াবিদদের মতে, চৈত্রের দিকে রাজ্যে গরম আরও বাড়তে পারে এবং এপ্রিল মাসে তাপপ্রবাহের আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল, মমতাকে কটাক্ষ সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবার ধর্না মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লির সরকার ফেলে দেওয়ার বক্তব্যকে তীব্র কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, যার পশ্চিমবঙ্গ চালানোর দম নেই, সে দিল্লির কথা ভাবছে। আগে পশ্চিমবঙ্গ তো সামলাক, তারপর দিল্লির কথা ভাববে। দেশের সুরক্ষার জন্য যেটা প্রয়োজন, সেটা করা হবে। এছাড়াও গ্যাসের দাম নিয়ে তৃণমূলের আন্দোলনকে পাল্টা তোপ দাগেন সুকান্ত।

পশ্চিমবঙ্গের নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে মিঠুন চক্রবর্তীর উদ্বেগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গে ক্রমবর্ধমান আইন-শৃঙ্খলা ও সীমান্ত নিরাপত্তার বিষয়গুলো নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পদ্ম ভূষণপ্রাপ্ত অভিনেতা ও বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। রাজ্য বিজেপি সল্টলেক কার্যালয়ে সাংবাদিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, রাজ্যের সবচেয়ে বড় সংকট এখন মানুষের নিরাপত্তা। মহিলাদের রাতের পর বাইরে না বেরোতে পরামর্শ দেওয়া এমন পরিস্থিতির দৃষ্টান্ত, যা গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি অতীতের তুলনা করে উল্লেখ করেন, একসময় কলকাতায় মানুষ গভীর রাত পর্যন্ত নির্ভয়ে চলাফেরা করতেন, আজ তা আর নেই। মিঠুন চক্রবর্তী সীমান্ত নিরাপত্তার অভাবও তুলে ধরেন এবং বলেন, বেশিরভাগ সীমান্ত অরক্ষিত। বারবার জমি প্রদানের অনুরোধ করেও রাজ্য সরকার তৎপর হয়নি। এর ফলে অবৈধ অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা বেড়ে গেছে। তিনি রাজ্যের ক্রমবর্ধমান সহিংসতা ও রাজনৈতিক অস্থিরতার বিষয়ে মন্তব্য করে বলেন, খুনোখুনি, বোমাবাজি ও রাজনৈতিক হিংসা প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার প্রসঙ্গেও তিনি মন্তব্য করেন। সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিপুল ব্যয় হচ্ছে, অথচ কর্মচারীদের পাওনা পরিশোধে অজুহাত দেওয়া হচ্ছে। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। যুবসমাজের বেকারত্ব বিষয়ে তিনি বলেন, ভাতাভিত্তিক সমাধান স্থায়ী নয়। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে এবং যুবসমাজকে স্বনির্ভর করতে হবে। সমাপ্তিতে মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি পরিবর্তনের নতুন রাজনৈতিক দিশা দাবি করছে। পরিবর্তন যাত্রার মাধ্যমে জনগণের সমর্থন নিয়ে বিজেপি বিকল্প সরকার গঠনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

রাজ্য সরকারের সহযোগিতা না পাওয়ায় বহু প্রকল্প থমকে আছে: রেলমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য সরকারের সহযোগিতা না পাওয়ার কারণে রাজ্যের অধিকাংশ রেল প্রকল্প ব্যাহত হচ্ছে বলে প্রবীণ বিজেপি নেতা রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব অভিযোগ করেছেন। রেলমন্ত্রী জানান, পশ্চিমবঙ্গে রেল প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জমির মাত্র ২৭ শতাংশ অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এখনও ৭৩ শতাংশ জমি অধিগ্রহণ বাকি রয়েছে। ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ রেল প্রকল্পের কাজ এগোতে পারছে না। তাঁর অভিযোগ, জমি অধিগ্রহণে রাজ্য সরকারের প্রত্যাশিত সহযোগিতা না পাওয়ার কারণেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। হুগলির শ্রীরামপুরে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার সূচনার পূর্বে তিনি ঐতিহাসিক মহেশের জগন্নাথ মন্দির দর্শন করেন। সেখানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, রাজ্যে রেল উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রায় ১৪ হাজার ২০০ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করেছেন। পাশাপাশি প্রায় ৯৩ হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন রেল প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। কিন্তু জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের পর্যাপ্ত সহযোগিতা না পাওয়ায় বহু প্রকল্প আটকে রয়েছে বলে দাবি তাঁর। অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, তবু সব বাধা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রেল প্রকল্প এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। উদাহরণ হিসেবে তিনি কলকাতা মেট্রোর কথা উল্লেখ করেন। তাঁর দাবি, কলকাতা মেট্রো প্রায় ৪০ বছরে যেখানে মাত্র ২৭ কিলোমিটার পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছিল, সেখানে গত ১১ বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমলে আরও ৪৫ কিলোমিটার মেট্রো রেললাইন নির্মিত হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, কলকাতার চিংড়িঘাটা-সহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় কাজের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ থাকা সত্ত্বেও রাজ্য সরকারের সহযোগিতা না পাওয়ায় প্রকল্প এগোচ্ছে না। প্রয়োজনীয় অনুমতি না মেলার কারণেই কাজ আটকে রয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। রেলমন্ত্রী জানান, পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ১০১টি রেলস্টেশনের পুনর্নির্মাণ বা আধুনিকীকরণের কাজ চলছে। পাশাপাশি ডানকুনি থেকে শুরু হওয়া একটি নতুন ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডর প্রকল্পও অনুমোদন করা হয়েছে, যা ওড়িশা, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও গুজরাতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবে। এর ফলে পূর্ব ভারতের মাল পরিবহণ ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন আসবে বলে তিনি দাবি করেন। এছাড়াও উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িকে সংযোগকারী বুলেট ট্রেন প্রকল্পেরও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

রেলমন্ত্রী আরও বলেন, নন্দীগ্রাম থেকে দেশপ্রাণ এবং তারকেশ্বর থেকে বিষ্ণুপুর এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ রেললাইন প্রকল্পের কাজও জমি অধিগ্রহণ সমস্যার কারণে এগোচ্ছে না। তাঁর দাবি, এরকম অন্তত দশটিরও বেশি প্রকল্প রয়েছে, যেখানে রাজ্য সরকারের সহযোগিতা মিললে কাজ দ্রুত এগোতে পারে।

NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ কেরালা স্টোরি-২ নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা রাহুলের

উত্তরাখণ্ড ক্রমাগত অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে: শাহ ৭

কলকাতা ৮ মার্চ ২০২৬ ২৩ ফাল্গুন ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ২৬৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 08.03.2026, Vol.19, Issue No. 265, 8 Pages, Price 3.00

ক্লাবঘরে বিস্ফোরণ, আতঙ্কে পাইকপাড়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর কলকাতার পাইকপাড়ায় শনিবার ভোরে পরপর বিস্ফোরণের ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা একটি ক্লাবঘর থেকে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় বলে স্থানীয়দের দাবি। বিস্ফোরণের অভিঘাতে ক্লাবঘরের একাংশ ভেঙে পড়ে এবং টিনের ছাউনি উড়ে পাশের একটি বহুতল বাড়ির ছাদে গিয়ে পড়ে। ঘটনায় হতাহতের খবর না মিললেও এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, ভোর প্রায় ৬টা ১৫ মিনিট নাগাদ আচমকা একাধিক বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। এক বাসিন্দা জানান, 'হঠাৎ প্রবল শব্দে চারদিক কেঁপে ওঠে। বাইরে বেরিয়ে দেখি পাশের বাড়ির ছাদে আগুন জ্বলছে। তখন আমরা কয়েকজন মিলে বালতিতে জল এনে আগুন নেভানোর চেষ্টা করি।'

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় পুলিশ ও দমকল বাহিনী। দমকলকর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং এলাকা ঘিরে ফেলে তদন্ত শুরু হয়। ঘটনার প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, 'বিস্ফোরণের উৎস কী, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সব দিক থেকেই তদন্ত চলছে।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার পর বম্ব স্কোয়াডকে ডাকা হয়েছে। ক্লাবঘরের ভিতরে কিংবা আশপাশে আরও কোনও বিস্ফোরক মজুত রয়েছে কি না তা খুঁজে দেখা হচ্ছে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, ওই ক্লাবঘরটি বহুদিন ধরেই পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। তাদের সন্দেহ, সেখানে বিস্ফোরক জমা করে রাখা হয়েছিল। এদিকে ক্লাবের এক কর্তার দাবি, 'এই জায়গাটি দখল করার চেষ্টা অনেক দিন ধরেই চলছিল। যাদের এতে স্বার্থ রয়েছে, তারাই হয়তো এই ঘটনা ঘটিয়েছে।'

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে কলকাতার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বোমা সংক্রান্ত হুমকি ঘিরে সতর্কতা জারি হয়েছিল। সেই আবহের মধ্যেই পাইকপাড়ার এই বিস্ফোরণের ঘটনায় নতুন করে উদ্বেগ বাড়ল। তদন্ত চলছে।

'মমতা বোধ হয় রাগ করেছেন'

রাষ্ট্রপতির অনুযোগে জবাব মুখ্যমন্ত্রীরও

নিজস্ব প্রতিবেদন: বঙ্গে রাষ্ট্রপতির অনুষ্ঠান ঘিরে বিতর্ক। শনিবার উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে আদিবাসী সম্মেলনে আমন্ত্রিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বিধাননগরের বদলে বাগডোগরা বিমানবন্দরের অদূরে গোঁসাইপুরে সেই সভার স্থল নির্ধারিত হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে দেখা যায়, দর্শকের সংখ্যা অতি নগণ্য। আর তাতেই অসন্তুষ্ট হন রাষ্ট্রপতি। তা সত্ত্বেও সেখানকার অনুষ্ঠান সেরে ফেরার পথে বিধাননগরে আদিবাসীদের সমাবেশে যোগ দেন। সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুর্মু বার্তা দেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

রাষ্ট্রপতির কথায়, 'ওখানে (বিধাননগরে) অনুষ্ঠান হলে ভালো হতো। ওখানে অনেক জায়গা, অনেক মানুষ আসতে পারতেন। কিন্তু রাজ্য প্রশাসন কেন জানি না, এখানে সভার অনুমতি দেয়নি। এমন জায়গায় আজকের অনুষ্ঠান হচ্ছে,

এখানে মানুষের আসা কঠিন। রাজ্য সরকার হয়তো আদিবাসীদের ভালো চায় না, তাই এখানে তাঁদের আসতে বাধা দেওয়া হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার ছোট বোনের মতো। আমিও বাংলারই মেয়ে। বাংলার মানুষকে আমি ভালোবাসি। মমতা বোধহয় রাগ করেছেন, তাই আমাকে স্বাগত জানাতে তিনি নিজে আসেননি, কোনও মন্ত্রীও আসেননি। যাই হোক, এটা ব্যাপার নয় কোনও। আপনার সকলে ভালো থাকবেন।'

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বিজেপিকেই নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, শনিবার তাঁকে এবং তাঁর সরকার প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি যে যে কথা বলেছেন, তার নেপথ্যে রয়েছে বিজেপি। তাদের 'পরামর্শ' মতো রাজ্যে বিধানসভা ভোটের সময় এমন কথা বলেছেন রাষ্ট্রপতি। মমতার কথায়, 'আমার বলতে লজ্জা করছে। মাননীয়া রাষ্ট্রপতিকে আমরা সম্মান করি। তাঁকে দিয়েও পলিটিক্স বেচতে পাঠানো হয়েছে। বিজেপির এজেন্ডা বেচতে পাঠানো হয়েছে।' তিনি এ-ও অভিযোগ করেন, রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনের আগে 'গান গাওয়া হচ্ছে।'

তিনি বলেন, এবিজেপির এজেন্ডা পাঠানো হয়েছে। আমি দুঃখিত ম্যাডাম। আপনার প্রতি আমার যথেষ্ট সম্মান আছে। কিন্তু আপনি বিজেপির ট্র্যাপে পড়ে গিয়েছেন।' রাষ্ট্রপতির অভিযোগ স্মরণ করিয়ে দিয়ে মমতা বলেন, 'আমরা নাকি কাউকে যেতে দিইনি। এটা তো রাজ্য সরকার পার্টি ছিল না। রাজ্য সরকার তো জানেই না। হ্যাঁ উনি কবে আসবেন, কবে যাবেন সেই তথ্য আমরা পাই। সেই মতো আমরা চেষ্টা করি। কিন্তু প্রতিদিন যদি কেউ না কেউ আসেন, সব সময় আমাদের যেতে হবে? আমাদের কি কাজকর্ম নেই না কি! সারাক্ষণ আপনাদের লেজুড় হয়ে ঘুরতে হবে? বছরে এক বার আসুন, আপনাকে গিয়ে রিসিভ করব।

'লজ্জাজনক, দুর্ভাগ্যজনক'

■ পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসে রাজ্য প্রশাসন তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে অনুযোগ করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শনিবার শিলিগুড়ি আন্তর্জাতিক সাঁওতাল কনফারেন্সে যোগ দিতে গিয়ে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় উষ্মাপ্রকাশ করেন তিনি। এ রাজ্যে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ সরকারি সুযোগ-সুবিধা পান কি না, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন রাষ্ট্রপতি। তাঁর অনুযোগের পর প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডলের পোস্টে লেখেন, 'লজ্জাজনক এবং দুর্ভাগ্যজনক।' তিনি এ-ও লেখেন, 'রাষ্ট্রপতির প্রতি এই অসম্মানের জন্য তাদের সরকারই দায়ী। সব সীমা লঙ্ঘন করেছে তৃণমূল সরকার।'

বাড়াবাড়ি করলে দিল্লির সরকারও ফেলে দেব: মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলের ধরনামঞ্চ থেকেই কেন্দ্র ও বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার তিনি অভিযোগ করেন, ভোটার তালিকা থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষের নাম বাদ দিয়ে বাংলাকে বিভক্ত করার নতুন ষড়যন্ত্র চলছে। তাঁর দাবি, বিজেপি পরিকল্পিতভাবে বাংলাকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভোটার তালিকা থেকে নাম কেটে আবারও বঙ্গভঙ্গের চক্রান্ত করা হচ্ছে। বাংলা আর বিহারকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু বাংলা লড়াই করতে জানে। একবার বাংলায় হাত দিয়ে দেখুক।' একইসঙ্গে তিনি কড়া হুঁশিয়ারিও দেন। তাঁর কথায়, 'অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করলে দিল্লির সরকারও আমরা ফেলে দিতে পারি।'

ধরনার দ্বিতীয় দিনেই তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাকেও টেনে আনেন। সদ্য প্রাক্তন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় এবং বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের প্রসঙ্গ তুলে মমতার দাবি, বিজেপি নিজেদের স্বার্থে রাজনৈতিক পদ ব্যবহার করছে। তিনি বলেন, 'আনন্দবাবুকে সরিয়ে দেওয়া হল। কারণটা আমি জানি, কিন্তু বলব না। অনেকেই চান না রাজভবন বিজেপির পার্টি অফিস হয়ে উঠুক।'

বিজেপির নৈতিকতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য, 'যারা এখন দিল্লিতে বসে আছে তাদের কোনও নৈতিকতা নেই। এরা মহম্মদ বিন তুঘলকের জ্যাঠার জ্যাঠামশাই।' পাশাপাশি তাঁর দাবি, বর্তমানে কেন্দ্রের সরকারও অনিশ্চয়তার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাঁর বক্তব্য, 'চন্দ্রবাবু নায়ডুর জন্যই বিজেপি টিকে আছে। তাই এত

অহংকারের কিছু নেই।'

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে ভোটার তালিকা থেকে মহিলাদের নাম বাদ যাওয়ার অভিযোগও তোলেন তিনি। মমতা বলেন, 'এরা নারী বিদ্বেষী। বহু মহিলার নাম বাদ গিয়েছে। লক্ষ্মীর ভান্ডারকে ভয় পায় বলেই এই কাজ করছে।'

প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিক সংশোধনের পর প্রকাশিত ভোটার তালিকা অনুযায়ী বর্তমানে রাজ্যে ভোটারের সংখ্যা ৭ কোটি ৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ২৮৪। তবে প্রায় ৬০ লক্ষ নাম এখনও পর্যালোচনার পর্যায়ে রয়েছে বলে নির্বাচন কমিশনের তথ্য।

প্রতিবেশীদের আর হামলা নয় ইরানের

তেহরান, ৭ মার্চ: ইরানের প্রত্যাঘাতে লন্ডভন্ড গোটা মধ্যপ্রাচ্য। এই পরিস্থিতিতে আচমকা সুর নরম করল তেহরান। শনিবার ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান জানিয়ে দিলেন, প্রতিবেশীগুলির উপর আর নতুন করে হামলা চালানো হবে না। বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, এর নেপথ্যে রয়েছে কূটনৈতিক চাল।

ইরান প্রধানত 'শিয়া রাষ্ট্র'। কিন্তু বেশিরভাগ আরব দেশই আবার সুন্নি প্রধান। এর জেরে ইরানের সঙ্গে আরব দেশগুলির সাম্প্রদায়িক বিভাজন রয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, এই যুদ্ধ পরিস্থিতিতে 'একঘরে' ইরান চাইছে মুসলিম বিশ্বকে পাশে পেতে। এই জন্যই আচমকা তারা সুর নরম করল।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা এবং ইজরায়েলের যৌথ হামলার পর প্রত্যাঘাত শুরু করে ইরান। প্রাথমিকভাবে মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মার্কিন ঘাঁটিগুলি লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছিল ইরান। কিন্তু তারপর গোটা মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে বেপরোয়া আক্রমণ শুরু করেছে তেহরান। ইরাকের পাশাপাশি প্রতিবেশী কুয়েত, সৌদি আরব, আরব আমিরশাহী, বাহরিন, ওমান, জর্ডনে নির্বিচারে হামলা চালাচ্ছিল তেহরান। এসবের মাঝেই আবার সৌদি আরব পালটা হামলার হুঁশিয়ারি দেয়।

বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে মুসলিম বিশ্বে 'একঘরে' হয়ে পড়েছে ইরান। আরব এবং মুসলিম দেশগুলি থেকে

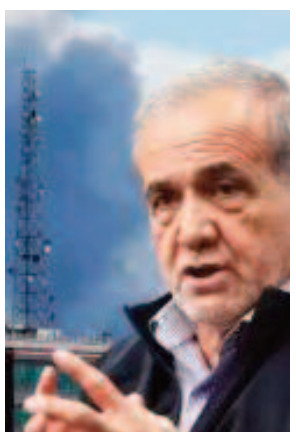

প্রত্যাশিত সমর্থন পাচ্ছে না তেহরান। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, কাতার, বাহরিন-সহ অনেক বহু মুসলিম দেশই চায় না ইরান-আমেরিকা-ইজরায়েলের যুদ্ধের আঁচ তাদের রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ুক। তাই তারা কৌশলগতভাবে দূরত্ব বজায় রাখছে।

সংবাদমাধ্যমে জাতির উদ্দেশে ভাষণে পেজেশকিয়ান বলেন, 'দেশের অস্থায়ী নেতৃত্ব পরিষদ প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির উপর নতুন করে হামলা না চালানোর সিদ্ধান্তে অনুমোদন দিয়েছে। যদি ইরান সরাসরি তাদের দ্বারা আক্রান্ত না হয়, তাহলে তেহরানও আর হামলা চালাবে না।' এরপরই প্রতিবেশীদেশগুলির কাছে তিনি ক্ষমা চান। বলেন, 'অন্য দেশগুলিকে আক্রমণ করার আমাদের কোনও ইচ্ছা নেই। সাম্প্রতিক হামলার জন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির কাছে আমি

মার্কিন 'অনুমতি'র দাবি ওড়াল ভারত

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ: মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে বিশ্বজুড়ে শুরু হয়েছে জ্বালানি তেলের সংকট। গুরুতর এই পরিস্থিতিতে আমেরিকা নাকি ভারতকে রাশিয়ার থেকে ৩০ দিনের জন্য তেল কেনার 'অনুমতি' দিয়েছে। এই ঘটনায় বিতর্ক মাথাচাড়া দিতেই এই ইস্যুতে মুখ খুলল নয়াদিল্লি। নিজেদের পুরনো অবস্থান আবারও স্পষ্ট করে ভারতের তরফে জানানো হয়েছে, 'দেশের স্বার্থে যেখানে সস্তায় তেল পাওয়া যাবে, সেখান থেকেই তেল কিনবে ভারত। উৎস বদলালেও সাপ্লাইয়ে কোনও প্রভাব পড়বে না।'

উল্লেখ্য, ৩০ দিনের জন্য রাশিয়া থেকে তেল কিনতে পারবে ভারত। সম্প্রতি নাকি এই 'অনুমতি' দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরপর থেকেই বিরোধীদের খোঁচার মুখে পড়তে হয়েছে মোদী সরকারকে। প্রশ্ন উঠেছে, আমেরিকা কী করে রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য ভারতকে 'অনুমতি' দিতে পারে? কিন্তু সত্যিই কি এমন 'অনুমতি' দিয়েছে ওয়াশিংটন? নাকি এই ধারণাটায় রয়ে যাচ্ছে এক ধরনের ভ্রান্তি?

মার্কিন দাবি নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্কের মাঝেই শনিবার সকালে 'প্রেস ইনফর্মেশন ব্যুরো' বা 'পিআইবি'র তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় এক বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে। যেখানে জানানো হয়েছে, 'হরমুজ দেশগুলিতে উত্তেজনা চললেও তার প্রভাব ভারতের উপর কোনওভাবেই পড়বে না। কারণ, ভারতের কাছে পর্যাপ্ত তেল মজুত রয়েছে। তাছাড়া, ভারত কারও উপর নির্ভরশীল না থেকে নিজের তৈল আমদানির ক্ষেত্রকে অনেক বেশি বাড়িয়েছে। আগে যা ২৭ দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা বেড়ে এখন ৪০ হয়েছে। ভারত সেখান থেকেই তেল কেনে যেখানে সস্তায় পাওয়া যায়।'

এর পাশাপাশি রুশ তেল প্রসঙ্গে পিআইবির তরফে জানানো হয়েছে, 'আগামী ৩০ দিনে রুশ থেকে তেলের আমদানি ৪০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হতে পারে। যার অর্থ, ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশ আমদানি এখন হরমুজ ক্ষেত্রের বাইরে থেকে আসবে।' সরকারি বয়ান অনুযায়ী, 'ভারতের উন্নত রিফাইনারি বা তেল পরিশোধন ব্যবস্থা বিশ্বের নানা ক্ষেত্র থেকে আসা কাঁচা তেলকে সহজেই জ্বালানি তেলে রূপান্তরিত করতে সক্ষম। অর্থাৎ উৎস বদল হলেও সাপ্লাইয়ে কোনও প্রভাব পড়বে না। যার অর্থ ভারতকে আর কারও উপর নির্ভর করতে হবে না।'

রিপোর্ট বলছে, ভারত তাদের মোট তেলের প্রয়োজনের ৮৫ শতাংশই মেটায় আমদানি মারফত। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির হিসেব বলছে, রাশিয়া এখনও ভারতের সবচেয়ে বড় অপরিশোধিত তেলের সরবরাহকারী। দৈনিক ১০ লক্ষ ব্যারেল মস্কো থেকে আমদানি করে নয়াদিল্লি। অর্থাৎ দেশের তেল আমদানির ২৫ থেকে ৩০ শতাংশই আসছে রাশিয়া থেকে। এই ফেব্রুয়ারিতেও। কেবল এই পরিসংখ্যানই 'অনুমতি'র ধারণাকে নস্যাৎ করে দিতে পারে।

শনিবার থেকেই ভাতা চালু 'যুবসাথী'র

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার ধরনামঞ্চ থেকেই 'যুবসাথী'-র টাকা নিয়ে বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলের ধরনামঞ্চ থেকেই রাজ্যের কর্মহীন যুবক-যুবতীদের জন্য বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার সকালেই তিনি জানান, আগে নির্ধারিত সময়ের আগেই শুরু হচ্ছে 'বাংলার যুবসাথী' প্রকল্পের আর্থিক সহায়তা। ফলে ১ এপ্রিল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না, ৭ মার্চ থেকেই উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠানো শুরু হবে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে সামনে রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, 'আগামীকাল নারী দিবস। তার আগেই বাংলার ছেলে-মেয়েদের জন্য ছোট্ট উপহার দিতে চাই। তাই আজ থেকেই যুবসাথীর টাকা দেওয়া শুরু হবে।' এই ঘোষণার পর স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বাস দেখা যায় রাজ্যের বহু বেকার তরুণ-তরুণীর মধ্যে।

এদিন ছিল ধর্মতলায় মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থান কর্মসূচির দ্বিতীয় দিন। ভোটার তালিকা থেকে বিপুল সংখ্যক নাম বাদ যাওয়ার অভিযোগ তুলে শুক্রবার দুপুর ২টা থেকে ধরনায় বসেছেন তিনি। রাতও কাটিয়েছেন সেই মঞ্চেই। শনিবার সকালেই ওই মঞ্চ থেকে বেকার যুবকদের আর্থিক সহায়তার এই সিদ্ধান্ত জানান তিনি।

রাজ্য সরকারের নতুন এই প্রকল্পে যোগ্য আবেদনকারীরা প্রতি মাসে ১,৫০০ টাকা করে ভাতা পাবেন। এই আর্থিক সহায়তা সর্বাধিক পাঁচ বছর পর্যন্ত চালু থাকবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, ইতিমধ্যেই প্রায় এক কোটি তরুণ-তরুণী এই প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করেছেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বিশেষ শিবির করে আবেদন জমা নেওয়া শুরু হয়েছিল, যা ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলেছে।

যুদ্ধের আঁচে রান্নাঘরে আগুন

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধিতে আজ পথে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন: যুদ্ধের সরাসরি আঁচ এসে পড়ল ভারতে। এক ধাক্কায় ৬০ টাকা বাড়ানো হল ঘরোয়া গ্যাসের দাম। আজ থেকে কলকাতায় রান্নার গাসের দাম বেড়ে হল ৯৩৯ টাকা। আর, বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ানো হল সিলিন্ডার প্রতি ১১৪ টাকা ৫০ পয়সা।

শনিবার থেকে ঘরোয়া এবং বাণিজ্যিক দুই রান্নার গ্যাসের দামই বাড়ানো হল। ঘরোয়া রান্নার গ্যাসের দাম একলাফে বাড়ানো হল সিলিন্ডার প্রতি ৬০ টাকা করে। অর্থাৎ কলকাতায় রান্নার গাসের দাম বেড়ে হল ৯৩৯ টাকা। ১৯ কেজির বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ানো হল সিলিন্ডার প্রতি ১১৪ টাকা ৫০ পয়সা। অর্থাৎ দাম বেড়ে হল ১ হাজার ৯৯০ টাকা। এক কথায় বড়সড় চাপ বাড়ল সাধারণ মানুষের। যুদ্ধ অবিলম্বে না থামলে, আর কোন কোন ক্ষেত্রে চাপ আরও বাড়বে, তা নিয়ে আশঙ্কায় সাধারণ মানুষ।

এদিকে, রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে আন্দোলনের পথে নামার ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার ধর্মতলার ধরনামঞ্চ থেকে তিনি জানান, এলপিজির দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রবিবার আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস উপলক্ষে তৃণমূলের মহিলা সংগঠন রাজপথে বিক্ষোভ দেখাবে। কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া মহিলাদের কালো শাড়ি পরে, হাতে রান্নাঘরের হাতা-খুন্তি নিয়ে মিছিলে নামার আহ্বানও জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তে সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের খরচ আরও বাড়বে। তাঁর কথায়, 'গতকাল এলপিজির দাম ৬০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। তার পর আবার গ্যাস বুকিংয়ের জন্য ২১ দিনের লক-ইন পিরিয়ড করা হয়েছে। এই সময়ে যদি কারও সিলিন্ডার শেষ হয়ে যায়, মানুষ রান্না করবে কীভাবে?' তিনি আরও প্রশ্ন তোলেন, '২১ দিন মানুষ কী খাবে? কেন্দ্রীয় সরকার কি এসে রান্না করে দেবে?'

একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, গৃহস্থের উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ তৈরি করা হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, 'মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনের কথা ভেবে পরিকল্পনা করা উচিত ছিল। জোর করে দাম বাড়িয়ে দেওয়া সমাধান নয়।'

সবরমতীর তীরে তাজ রক্ষার লড়াই

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইতিহাসের সামনে দাঁড়িয়ে ভারতীয় ক্রিকেট দল। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে আর একটি জয়ের অপেক্ষা। রবিবার নিউ জিল্যান্ডকে হারাতে পারলেই বিশ্বচ্যাম্পিয়নের মুকুট ধরে রাখবেন সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল। এক বছরের মধ্যেই আবারও বড় আন্তর্জাতিক ট্রফি জয়ের সুযোগ ভারতের সামনে। গত বছর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালেও নিউ জিল্যান্ডকেই হারিয়ে শিরোপা জিতেছিল ভারত। ফলে প্রতিপক্ষ পরিচিত হলেও, এবারের ফাইনালকে মোটেই সহজ লড়াই বলে মনে করছে না ভারতীয় শিবির।

বিশ্বকাপের আগে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারত নিউ জিল্যান্ডকে ৪-১ ব্যবধানে হারিয়েছিল। সেই ফলাফল আত্মবিশ্বাস বাড়ালেও ফাইনাল ম্যাচের বাস্তবতা আলাদা। টুর্নামেন্টের ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের বিচারে ভারত এগিয়ে থাকলেও কিউই দলের কয়েকজন ক্রিকেটার বিশেষভাবে চিন্তায় রাখছে ভারতকে। বিশেষ করে নিউ জিল্যান্ডের ওপেনিং জুটি ফিন অ্যালেন ও টিম সেইফার্ট এখন বড় মাথাব্যথা হয়ে উঠেছেন।

ইডেন গার্ডেন্সে অনুষ্ঠিত প্রথম সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ম্যাচের শুরুতেই ঝড় তোলেন এই দুই ওপেনার। দ্রুত রান তুলে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন তাঁরা। ফলে ফাইনালে ভারতীয় বোলারদের প্রথম লক্ষ্যই হবে এই জুটিকে যত দ্রুত সম্ভব ভেঙে দেওয়া। কারণ শুরুতেই যদি এই দু'জনের মধ্যে একজনও দীর্ঘ সময় ক্রিজে থেকে যান, তবে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ সহজেই নিউ জিল্যান্ডের দিকে চলে যেতে পারে।

বিশ্বকাপ জুড়েই দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন টিম সেইফার্ট। টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই তিনি ধারাবাহিকভাবে রান করে চলেছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাও তাঁকে প্রতিযোগিতার সেরা ক্রিকেটার হওয়ার সম্ভাব্য তালিকায় রেখেছে। আটটি ম্যাচে তিনি ২৭৪ রান করেছেন, গড় ৪৫.৬৬। তাঁর স্ট্রাইক রেটও অত্যন্ত আক্রমণাত্মক-১৬১.১৭। ইতিমধ্যেই তিনটি অর্ধশতরান করেছেন সেইফার্ট। এমন ফর্মে থাকা একজন ব্যাটার ফাইনালের মতো বড় ম্যাচে যে কোনও সময় ম্যাচের গতিপথ পাল্টে দিতে পারেন।

ফিন অ্যালেনও সমানভাবে বিপজ্জনক। শুরু থেকেই বোলারদের ওপর চড়াও হওয়ার জন্য পরিচিত তিনি। পাওয়ারপ্লের মধ্যে দ্রুত রান তুলে প্রতিপক্ষের ওপর চাপ তৈরি করাই তাঁর মূল শক্তি। ফলে জসপ্রীত বুমরাহ এবং অর্শদীপ সিংদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে। নতুন বলে সঠিক লাইন ও লেংথ বজায় রেখে তাঁদের উইকেট তুলে নেওয়াই হবে ভারতের প্রথম লক্ষ্য।

তবে শুধু এই দুই ওপেনারই নয়, নিউ জিল্যান্ডের দলে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম রাচিন রবীন্দ্র। ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই অলরাউন্ডারও দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন। ব্যাট হাতে আগ্রাসী ভঙ্গিতে খেলতে পারেন তিনি, আবার বল হাতেও দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন।

এবারের বিশ্বকাপে স্পিনার হিসেবে তিনি ইতিমধ্যেই ১১টি উইকেট নিয়েছেন। ফলে টুর্নামেন্টের সেরা ক্রিকেটার হওয়ার দৌড়েও রয়েছেন রাচিন।

ফাইনাল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে, যেখানে লক্ষাধিক দর্শকের উপস্থিতি থাকার সম্ভাবনা। সেই চাপের মধ্যেই নিজেদের সেরাটা দিতে হবে সূর্যকুমার যাদবদের। বড় ম্যাচে অভিজ্ঞতা, পরিকল্পনা এবং স্নায়ুর লড়াই,সবকিছুর পরীক্ষাই হবে এই ফাইনালে।

আজ শহরে কমিশনের ফুল বেঞ্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে আসন্ন ভোটের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে তিন দিনের সফরে কলকাতায় আসছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে তাঁর এই সফর ঘিরে প্রশাসনিক মহলে ইতিমধ্যেই তৎপরতা শুরু হয়েছে। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ৮ মার্চ, আজকে রাত ৮টা ১৫ মিনিটে কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছবেন তিনি। ওইদিনই সফরের প্রথম পর্ব সম্পন্ন হবে।

তিন দিনের সফরে রবিবার রাতেই রাজ্যে পৌঁছে যাচ্ছে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। জ্ঞানেশের সঙ্গে এই দলে থাকছেন দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু এবং বিবেক জোশীও। রবিবার রাতের বিমানে কলকাতায় পৌঁছে যাচ্ছেন তাঁরা।

সম্পাদকীয়

আজব দ্বিচারিতা! যুবসাথী নিয়ে যাদের এত তাড়া, ডিএ নিয়ে তারাই উদাসীন

বাজেটেই রাজ্যবাসীকে চমকে দিয়ে ভোটের বাংলায় ঘোষণা হয়েছিল যুবসাথী প্রকল্পের। ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ১ এপ্রিল থেকে টাকা দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু আবেদন করা কয়েক লক্ষ যুবক, যুবতীকে আর এইটুকুও অপেক্ষা করাতে নারাজ রাজ্য সরকার। তাঁদের আর ১ এপ্রিল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না, শনিবার ৭ মার্চ থেকেই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে যুবসাথীর ১৫০০ টাকা মাসিক ভাতা। ধর্মতলার ধরনা মঞ্চ থেকে এই ঘোষণা করে দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর এই ঘোষণা ও বেকার যুবসমাজকে নিয়ে তাঁর ‘তৎপরতা’-য় স্বাভাবিক ভাবেই খুশি বাংলার যুবক, যুবতীরা। ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের মুখে তাঁর এই ঘোষণা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রকল্প ঘোষণার সময় বলা হয়েছিল, এপ্রিল থেকেই মিলবে এই প্রকল্পের সুবিধা। তবে ধরনার দ্বিতীয় দিনেই ‘তৎপর’ মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিলেন, এপ্রিল নয়, ৭ মার্চ শনিবার থেকেই অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে ভাতার টাকা। কিন্তু মজার কথা, যুবসাথীর মতো জনমুখী একটা প্রকল্প নিয়ে যে সরকার এতটা তৎপর, যে সরকার এতটাই মানুষের কথা ভাবে, সেই সরকারই আবার রাজ্য সরকারি কর্মচারিদের ডিএ নিয়ে চরম উদাসীন। বছরের পর বছর ডিএ বকেয়া। হাইকোর্টে থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে আইনি লড়াই। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, অবিলম্বে বকেয়া ডিএ-এর ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দিতে হবে। সেও তো প্রায় চার মাস হয়ে গেল। এখনও পর্যন্ত ডিএ-র এক টাকাও পাওয়া গিয়েছে, এমন কোনও খবর নেই। সদ্য বাজেটে সামান্য কিছু দেওয়া হলেও তা যে নেহাতই মুখরক্ষার চেষ্টা সেটা একটা বাচ্চাও জানে। এই আবহে ফের সুপ্রিম কোর্টে ডিএ দেওয়ার জন্য সময় সীমা বাড়ানের আবেদন জানাল রাজ্য সরকার। আর্জিতে রাজ্য নাকি বলেছে, আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ডিএ দেওয়া সম্ভব নয়। এতেই উঠছে প্রশ্ন। একটাই সরকার, দুটোই মানুষের প্রয়োজন। কিন্তু তারপরও দুটো ক্ষেত্রে সরকারের দুই মুখ। আজব দ্বিচারিতা!

শব্দছক ৯৩

রবি দাস

১		২	■	৩		৪	■
	■	৫			■	৬	৭
৮	৯		■	১০	১১	■	
■		■	১২			১৩	
১৪		১৫			■		■
	■	১৬		■	১৭		১৮
১৯	২০	■	২১			■	
■	২২			■	২৩		

পাশাপাশি: ১. হোম ৩. প্রচুর ৫. বর্তমান কালের বিগত ভাইরাসঘটিত মারণরোগ ৬. লক্ষ্য ৮. উন্মাদ ১০. মৃতদেহ ১২. যার দ্বারা বিকাশ ঘটে ১৪. ফেলে আসা কাল ১৬. রক্তের রঙ ১৭. যার চল নেই ১৯. লক্ষ্মীদেবী ২১. সঙ্গীতের এক রাগিনী ২২. জোটিলার দোসর মন্দনারী ২৩. অন্ধকার

ওপর-নিচ: ১. শান্ত নদীতে হঠাৎ বান ২. কৃত্রিম ৩. অন্তিম সময় ৪. যা লতিয়ে চলে ৭. খোঁপা ৯. উত্তরপ্রদেশের এক নামী নদী ১১. আজ্ঞাধীনতা ১২. অপরাহ্ন ১৩. কালো রঙের বিষাক্ত সাপ ১৪. অভ্যন্তর ১৫. বাড়ির তল ১৭. যাতে গতি নাই ১৮. অতি নিকৃষ্ট মানের ২০. হস্তচালিত তাঁত যন্ত্রের বুনন যন্ত্র

সমাধান ৯২ — পাশাপাশি: ১. উর্ধ্ব ২. নমন ৫. বিহন ৬. অলি ৭. হাবা ৯. বনভোজন ১১. সহমত ১৩. পিরামিড ১৬. অপদার্থতা ১৮. নাগ ১৯. দল ২০. পুত ২১. অন্যত্র ২২. রাগ

ওপর-নিচ : ১. উপহাস ২. নহবত ৩. মনন ৪. মিলন ৬. অজ ৮. বাহ ১০. ভোমরা ১২. ময়দা ১৩. পিতাপুত্র ১৪. মিনা ১৫. ডগমগ ১৬. অদম্য ১৭. পল

আজকের দিন

■ **১৯১৪** — লন্ডনে নারীদের ভোটাধিকারের জন্য একটি মিছিলে প্যাঙ্কহার্স্টকে গ্রেপ্তার করা হয়।

■ **২০১৪** — মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ৩৭০ ২৩৯ জন আরোহী নিয়ে নিখোঁজ হয়।

■ **২০১৭** — মাল্টার অ্যাজুর উইন্ডো ভেঙে কাবুল ও তিকরিতে পৃথক বোমা হামলা হয়।

জন্মদিন

১৯২১ *বিশিষ্ট গীতিকার ও কবি সাহির লুধিয়ানভির জন্মদিন।*

১৯৫৩ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বসুন্ধরা রাজের জন্মদিন।*

১৯৭৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ফারদিন খানের জন্মদিন।*

সাহির লুধিয়ানভি

‘বিজয়িনী তব ভয় নাই’

শান্তনু রায়

এবছরের আন্তর্জাতিক নারীদিবসের থিম রাইটস জাস্টিস, অ্যাকশন ফর অল উওমেন এণ্ড গার্লস । আজ তাই মনে পড়ে গেল এক মহিয়সী নারীর কথা যিনি মেয়েবেলা থেকেই গতানুগতিকতার পথে না হেঁটে তাঁর ব্যতিক্রমী পদক্ষেপে প্রমান করেছেন নারীর ব্যক্তিত্বকে চোখে নিয়ে উড়ানের স্বপ্ন। অভিজাত পরিবারের শিক্ষিতা, মেধাবী, সুদর্শনা এবং আকর্ষনীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্না তিনি ইচ্ছে করলেই আর পাঁচজন বাঙ্গালী মহিলার মত সুখে স্বচ্ছন্দে নিরাপদ আরামে জীবন কাটাতে পারতেন। কিন্তু শিক্ষা জীবনের প্রারম্ভ থেকেই সম্ভবত পারিবারিক পরিবেশ দেশাত্মবোধ এবং বিপ্লবী চেতনার স্ফুরন ঘটায় তিনি সব হেলায় সরিয়ে জীবনের কুসুমাস্তীর্ন পথ পরিত্যাগ করে স্বেচ্ছায় দুর্গমের পথযাত্রী হলেন।

সপ্তদশী কিশোরী তিনি জন্মদিনে এক পত্রে এস ডি ও বাবাকে জানিয়েছিলেন — আমার উদ্দেশ্য নয় এই পৃথিবীতে লোকের প্রিয় হওয়া। কিন্তু এই পৃথিবীতে খাঁটি হওয়া। খাঁটি হয়েও যদি প্রিয় হতে পারি তবে তো কথাই নেই।

কলেজে সহপাঠী ,বন্ধু এবং শিক্ষক -সকলের প্রিয় বিদুষী তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারিনী ছিলেন। কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্র সংগীত।ছবি আঁকা বা খেলাধুলা সব কিছুতেই তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সেতারের পাঠও তিনি নিয়েছিলেন। নেতৃত্ব দেওয়ার সহজাত ক্ষমতা ও সাহস ছিল অনেক বিষয়েই প্রথম সেই কিশোরী লীলা নাগের-পরবর্তীকালে অভিধাপ্রাপ্ত দেশনেত্রী লীলা রায়।কলেজ জীবনেই বড়লাটের পত্নীকে নতজানু হয়ে অভিবাদন জানানোর প্রথা বাতিলের দাবিতে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। মেয়েদের ভোটাধিকারের দাবিতে আন্দোলনে কুমুদিনী বসুর নেতৃত্বে ‘সারা বাংলা নারী ভোটাধিকার সমিতি’ গঠিত হলে সহ-সম্পাদিকা হন লীলা নাগ- ১৯২২ এ সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে গঠিত উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রান- কমিটির অধীন ঢাকা মহিলা ত্রান কমিটির সহ সম্পাদিকা। কলেজে মেয়েদের জন্য ছাত্রী সংসদ গঠনেও তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। বেথুন কলেজ থেকে ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে পদ্মাবতী স্বর্নপদক পেয়ে প্রথম শ্রেনীতে পাস করার পর তখন পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষার প্রচলন না থাকলেও অনমনীয় দৃঢ়চেতনায় বিশেষ অনুমতি আদায় করে এম এ ক্লাসে ভর্তি হন। ১৯২৩ এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম মহিলা হিসাবে এম এ পাস করেন লীলা নাগ, যে জন্য আজও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আজও সগর্বে স্মরণ করে লীলা নাগকে।

মেয়েদের উপর সামাজিক নিষ্পেষণে ব্যথিত লীলা নাগ এম এ পাস করার পরপরই তাঁর বারো জন বন্ধুবান্ধব কে নিয়ে ঢাকায় ‘দীপালি সংঘ’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন অত্যাচার শোষণ থেকে মেয়েদের মুক্তির লক্ষ্যে। সমাজ সেবার কাজের মধ্যে তিনি উপলব্ধি করলেন সমাজে এক ব্যাপক পরিবর্তন বিনা নারীমুক্তি সম্ভব নয়। নারীদের হতে হবে আত্মনির্ভরশীল ।গড়ে উঠল নারী শিক্ষা মন্দির। ক্রমে ক্রমে দীপালীসঙ্ঘের শাখা গড়ে উঠল ঢাকার পাড়ায় পাড়ায় এবং তাদের পরিচালনায় বারটি প্রাথমিক বিদ্যালয়,বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র এবং শিল্প শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠে। ঢাকায় প্রথম বেসরকারি ইংরাজী বিদ্যালয় ‘দীপালি স্কুল’ স্থাপন করেন লীলা নাগ এবং তিনি নিজে এর অবৈতনিক অধ্যক্ষের দায়িত্বভার নেন। পরবর্তী কালে কামরুন্নেসা গার্লস হাইস্কুল নামে তা আজও বিদ্যমান। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ‘নারীশিক্ষা মন্দির’ আজ শেরে-বাংলা-বালিকা মহাবিদ্যালয়।ঢাকার আর্মানিটোলা বালিকা বিদ্যালয়েরও প্রতিষ্ঠাতা তিনি। দীপালি সংঘ যেমন সকল স্তরের নারীদের মধ্যে এক অনাস্বাদিত আনন্দ প্রানচাঞ্চল্য সৃষ্টির সাথে স্বাবলম্বনের আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করল এর নিরলস কর্নধার রূপে লীলা নাগও সারা বাংলাদেশে সুপরিচিত হয়ে উঠলেন।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লীলা নাগের এক ক্লাস উপরের ছাত্র এবং বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সনজীদা খাতুনের পিতা সাহিত্যিক কাজী মোতাহের হোসেন তাঁর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন- ‘এঁর (লীলা নাগ) মত সমাজসেবিকা ও মর্যাদাসম্পন্ন নারী আর দেখি নাই। এঁর থিয়োরি হল, নারীদেরও উপার্জনশীল হতে হবে,নইলে কখন তারা পুরুষের কাছে মর্যাদা পাবেনা’।

কবিগুরুর আদর্শে প্রাণিত দীপালি সংঘের পক্ষ থেকে ১৯২৫ এ ঢাকায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে প্রদত্ত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের অভিনবত্ব এবং অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যার বিশালত্ব দেখে কবি বলেছিলেন ‘সমস্ত এশিয়াতে মেয়েদের এত বড় সভা দেখিনি কথাও…’। ডাক এসেছিল কবির কাছ থেকে শান্তিনিকেতনে মেয়েদের কাজের ভার নিতে। কিন্তু জীবন দেবতা যে তাঁর জন্য ইতিমধ্যেই ভিন্ন পথ নির্দিষ্ট করে ফেলেছেন তবু গেলেন দেখা করতে শান্তিনিকেতন। তাঁর অনুক্ত বক্তব্য অনুধাবন করেছিলেন কবি সহজ মাধুর্যে।

দীপালি সংঘের কার্যক্রমের মধ্যে ছিল সমাজসেবা ও কর্মশিক্ষা তেমনই ঘরেবন্দী নারীদের জন্য সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থাও। এইভাবে সমাজসেবা নারীশিক্ষা লোকশিক্ষার পথে চলতে চলতে সবার অলক্ষ্যে দীপালি সংঘের মাধ্যমে বিপ্লবের দুর্গম দুঃসাহসিক পথে পা বাড়িয়েছিলেন লীলানাগ। তাঁর গড়া মহিলা ‘আত্মরক্ষাকেন্দ্র’-এ অস্ত্রচালনা ও লাঠি খেলা শেখানো হত। জাতীয় মুক্তির প্রশ্নে গান্ধীজীর অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনে আস্থাহীন লীলা নাগ সুভাষচন্দ্রের বক্তব্যের মধ্যে পথের নির্দেশ পেয়ে যোগ দিলেন বিপ্লবী দল শ্রীসঙ্ঘে। ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়ের কথায় ,ত বিত্তশালী পিতার একমাত্র বিদুষী কন্যার পদতলে যখন ভবিষয়ত সুখের সংসার গড়াগড়ি যাচ্ছিল তখন তিনি সব ছেড়ে দিয়ে বিপ্লবীনী হবার প্রতিজ্ঞা করলেন। তৎকালে ঢাকা শহরের আঁধার পরিবেশে একটি দীপশিখার মত তিনি সঞ্চারিত হচ্ছিলেন, কিন্তু বিপ্লবী সংস্থার সংস্পর্শে এসে সারা বাংলার গগনে তিনি সঞ্চারিত হতে থাকলেন বিদ্যুৎশিখার মতদ।

১৯২৮ সালে কোলকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রের পাশে দাঁড়াতে বাংলার অন্যান্য বিপ্লবীদের সাথে নারী আন্দোলনের অবিসংবাদী নেত্রীরূপে লীলা নাগও যোগ দিলে সেখানে নিখিল ভারত

তাঁর প্রতিষ্ঠিত ‘নারীশিক্ষা মন্দির’ আজ শেরে-বাংলা-বালিকা মহাবিদ্যালয়। ঢাকার আর্মানিটোলা বালিকা বিদ্যালয়েরও প্রতিষ্ঠাতা তিনি। দীপালি সংঘ যেমন সকল স্তরের নারীদের মধ্যে এক অনাস্বাদিত আনন্দ প্রানচাঞ্চল্য সৃষ্টির সাথে স্বাবলম্বনের আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করল এর নিরলস কর্নধার রূপে লীলা নাগও সারা বাংলাদেশে সুপরিচিত হয়ে উঠলেন ।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লীলা নাগের এক ক্লাস উপরের ছাত্র এবং বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সনজীদা খাতুনের পিতা সাহিত্যিক কাজী মোতাহের হোসেন তাঁর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন- ‘এঁর (লীলা নাগ) মত সমাজসেবিকা ও মর্যাদাসম্পন্ন নারী আর দেখি নাই। এঁর থিয়োরি হল, নারীদেরও উপার্জনশীল হতে হবে,নইলে কখন তারা পুরুষের কাছে মর্যাদা পাবেনা’।

মহিলা সম্মেলনে বাংলার নারী আন্দোলনের ইতিহাস উপস্থাপনার দায়িত্ব লীলা নাগের উপর ন্যস্ত হলে জাতীয় আন্দোলনের আঙ্গিনায় তাঁর প্রবেশ। অন্যদিকে সেতারের তার ঝংকৃত করা হস্তাঙ্গুলি বিপ্লবী গুপ্ত আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কহেতু বোমা বারুদের স্পর্শেও ছিল অচঞ্চল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাঁরই পরিকল্পনায় এবং উদ্যোগে কোলকাতার গোয়াবাগান অঞ্চলে এক ছাত্রী আবাসিক স্থাপিত হয় ছাত্রী ও করমরতা মহিলাদের বাসস্থান হিসেবে, যা পরে পরিনত হয় অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিতাদের অস্ত্র আদানপ্রদানের গোপন ডেরা হিসেবে।

১৯৩১-এর এপ্রিলে ‘মেয়েদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও শংকাহীন দেশসেবার ভাব জগ্রত করবার’ উদ্দেশ্যে তাঁর উদ্যোগে এবং সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে নারী আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে এক সাহিত্য- সংস্কৃতি বিষয়ক রুচিশীল পত্রিকা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের নামকরনকৃত ‘জয়শ্রী’ যার যাত্রা শুরু কবিগুরুর এই আশীর্বাণীকে দিশা করে —

বিজয়িনী নাই তব ভয়,/ দুঃখেও বাধায় তব জয়।
অন্যায়ের অপমান / সম্মান করিবে দান,
জয়শ্রীর এই পরিচয়।।

পরবর্তীকালে পুরুষ লেখকদের জন্যও জয়শ্রীর দরজা উন্মুক্ত হয়। একটা সময় বাংলার প্রথিতযশা প্রায় সকল কবিসাহিত্যিক বিদগ্ধজনদের সৃজন প্রকাশিত হয়েছে এই রুচিশীল পত্রিকাটিতে এবং সম্পাদিকার সতর্ক নজর থাকত পত্রিকার মান বজায়রাখা সম্বন্ধে।

যাহোক ১৯৩১-এর ডিসেম্বরে বিপ্লবীদের কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার লীলা নাগ দীর্ঘদিন বন্দীছিলেন ঢাকা,রাজসাহী,সিউড়ি মেদিনীপুর এবং হিজলী জেলে-ভারতবর্ষে বিনা বিচারে আটক প্রথম মহিলা রাজবন্দী হিসেবে। ১৯৩৭ এ মুক্তির পর তাঁকে আশীর্বাদ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ‘কারাবাস থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে তুমি বেরিয়ে এসেছ শূনে আরাম বোধ করলুম। মানুষের হিংস্র বর্বতার অভিজ্ঞতা তুমি পেয়েছ-আশা করি এর একটা মূল্য আছে, এতে তোমার কল্যান সাধনাকে আরও বেশি বল দেবেদ। ১৯৩৮এ সুভাষচন্দ্র কর্তৃক জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হলে সেই কমিটিতে বাংলা থেকে মহিলা সাবকমিটির সভ্য মনোনীত হন লীলা নাগ। ১৯৩৯-এর ১৩ই মে দেশব্রতে উৎসর্গিকৃত বিপ্লবী অনিল রায় জীবনসাথী হলে লীলা নাগ হলেন লীলা রায়। সে বছরই জুনেই সুভাষচন্দ্র ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করলে নবদম্পতি সেইদলে যোগদান করেন। আপন আদর্শনিষ্ঠা, নিরলস পরিশ্রম এবং কর্মদক্ষতায় সুভাষচন্দ্রের আস্থা নির্ভরতা অর্জন করায় অচিরেই লীলা রায়ের উপর দলের অনেক গুরুদায়িত্ব এসে বর্তাল। সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হওয়ায় দলের ইংরাজী সাপ্তাহিক ‘ফরোয়ার্ড ব্লক’ সম্পাদনার ভার পড়ল।

১৯৪১ সালে গৃহবন্দী সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান এবং বার্লিন থেকে তাঁর বেতার ভাষনে বৈদেশিক সাহায্যে স্বাধীনতা যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা প্রকাশ পেলে ক্ষিপ্ত ব্রিটিশ সরকার ফরোয়ার্ড ব্লক সদস্যদের গ্রেপ্তার করতে আরম্ভ করল। ১৯৪২ সালের ১৩ই মার্চ ব্রিটিশ সরকারের সমর্থক ইংরাজী দ্য স্টেটসম্যান সম্পাদকীয়তে সুভাষ অনুগামীদের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা জানিয়ে সরকারকে যথোচিত পদক্ষেপ গ্রহণের নিদান দিল। যা দেশের অগনিত সুভাষ-অনুগামীদের মধ্যে এক ত্রাসের সঞ্চার করল। ইতিমধ্যে জার্মানি সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমন করে বসায় ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের কাছে রাতারাতি ‘সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ জনযুদ্ধে’ রূপান্তরিত হওয়ায় ব্রিটিশ সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে অত্যুৎসাহী তাঁদের প্রচণ্ড আক্রোশ গিয়ে পড়ল নেতাজী অনুগামীদের উপর। কলকাতার রাস্তার দেওয়ালে দেওয়ালে তারা নেতাজী অনুগামীদের বিরুদ্ধে পোস্টার সেঁটে দিলেন ‘shoot them’. এ রকম এক ভয়াবহ পরিস্থিতিতে অনুগামীদের মনে সাহস যোগাতে বলিষ্ঠ উচ্চারনে প্রতিবাদ করেছিলেন বিপ্লবী নায়িকা লীলা রায়। জবাব দিয়েছিলেন বিনিদ্র রজনীতে রচিত শানিত লেখনীতে-We shall not stand it. ১৯৪২ এর ১৯শে মার্চ থেকে পর পর তিনদিনে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এই প্রবন্ধটি। এরপর ব্রিটিশ সরকার লীলা রায় এবং অনিল রায়কে গারদের বাইরে রাখার সাহস করল না।

সিমলা কনফারেন্স এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আটক কংগ্রেস নেতা ও কর্মীরা ছাড়া পেলেও এই দু’জনকে মুক্তি দিতে নারাজ সরকার সামরিক বাহিনীকে জেলের পাহারাদারিতে আনল, জেল ভেঙ্গে পালানোর গোপন পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে গেলে । পরে অবশ্য অসুস্থ লীলা রায়কে ছাড়তে বাধ্য হয় সরকার ১৯৪৬ এ।

জেল থেকে ছাড়া পেয়েই দু’জনে আবার ত্রান ও পুনর্বাসনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সেবছরের লক্ষ্মীপুজোর দিন শুরু নোয়াখালির ঘটনা প্রায় এক সপ্তাহ পরে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে ১৪ই অক্টোবর লীলা রায় তাঁর ‘ন্যাশনাল সার্ভিস ইনস্টিস্ট্যুট’-এর কয়েকজন কর্মীদের নিয়ে ছুটেছিলেন নোয়াখালিতে। কিন্তু অবস্থা এমনই ছিল যে ৯ই নভেম্বর প্রথম ত্রানশিবির খুলতে পারা যায় সর্বাপেক্ষা উপদ্রুত রামগঞ্জে। গান্ধীজী নোয়াখালী পৌঁছনোর পূর্বেই লীলারায় উপদ্রুত এলাকায় গিয়ে সাহস করে প্রতিদিন মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে ভীত সন্ত্রস্থ গ্রামগুলিতে ঘরেঘুরে চারশোর বেশি মহিলাকে উদ্ধার করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি মহাত্মাজির অনুগামী না হলেও তাঁর কাজের প্রশংসা করেছিলেন গান্ধীজিও যার সাথে এক শ্রদ্ধার ব্যক্তিগত সম্পর্ক।

দেশবিভাগের পর ঢাকায় থেকে যাওয়ার মনস্থ করে লীলা রায় গঠন করলেন National Women Solidarity Council. কিন্তু ক্রমে তিনি পাকিস্তান সরকারের চক্ষুশূল হয়ে পড়লেন এবং সন্দেহভাজনের তালিকায় চলে গেলেন। আঘাত এল জয়শ্রীর উপরও। বাধ্য হয়ে কোলকাতায় চলে আসেন যুগলে। উভয়ের কর্মকান্ডের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠল কলকাতা। লীলা রায় উদ্বাস্তু এবং দুস্থ মহিলাদের পুনর্বাসনের কর্মকান্ডে নিজেকে সঁপে দিলেন। স্বাধীন ভারতেও পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য তাঁকে কারাবরন করতে হয়েছে একাধিক বার- প্রথমবার ১৯৫১ সালে ভারত সরকারে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিলের বিরোধিতা করলে। ১৯৫২ সালে কর্কট রোগে মাত্র একান্ন বছরয়সে সহযোদ্ধা অনিল রায়ের মৃত্যুতে তের বছরের বিবাহিত জীবনের,যার মধ্যে প্রায় পাঁচ বছর কারাবাস, আকস্মিক পরিসমাপ্তিতে সাময়িক বিধ্বস্ততা কাটিয়ে অচিরেই আবার বেরিয়ে পড়লেন সমাজসেবার কাজে নিজের সুখ দুঃখের প্রতি নির্লিপ্ত উদাসীন এই মানুষটি। সে বছরেরই ডিসেম্বরে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত UNESCO আয়োজিত ‘On the Status of women in South East Asia’ সেমিনারে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন উপমহাদেশের নারীজাগরণের এই পথিকৃৎ ।

১৯৫২-৫৩ সালেই তাঁর উদ্যোগেই ভারতের তিনটি রাজনৈতিক দল-সমাজতন্ত্রী দল ,কৃষক মজদুর দল ও সুভাষবাদী ফরোয়ার্ড ব্লকের মিলনের মধ্য দিয়ে গঠিত প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার চেয়ারম্যান হন ১৯৬০ সালে কিন্তু রাজনীতিতে বিরক্ত হয়ে দু’বছরের মধ্যেই পদত্যাগ এবং সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর,প্রায় আটত্রিশ বছর সক্রিয় রাজনীতির উদ্যাম ঢেউ এ উথাল পাথাল জীবনের ভেলায় ভেসে অনেক অনিশ্চয়তার মধ্যে নিজের আদর্শ ও কর্মের লক্ষ্যে দৃঢ় থেকে।

প্রধানত ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করে তাঁর কর্মকান্ডের সূচনা ও আবর্তিত হলেও ক্রমে তা সমগ্র বাংলায় বিস্তৃত হয়েছিল এবং সমগ্র দেশের কথাই তাঁর ভাবনায় যে ছিল তা পরিস্ফুট হয় জয়শ্রী’র সম্পাসকীয় স্তম্ভে ও অন্যত্র তাঁর বিবিধ রচনায় এবং তাঁর রাজনৈতিক ভাবনার প্রেক্ষিত থেকে। চল্লিশের দশকের গোড়া থেকেই বরাবর পন্ডিত নেহরুর এবং কংগ্রেসের নীতির কঠিন সমালোচক যদি নীতির প্রশ্নে একটু আপোষ করতেন, তৎকালীন ক্ষমতাধরদের কাছে একটু মাথা নত করতেন তবে হয়ত তিনি রাষ্ট্রিয় ক্ষমতার অলিন্দের কাছে পৌঁছতে পারতেন; রাজনৈতিক প্রাপ্তিযোগও হয়ত অলভ্য ছিলনা ।কিন্তু তাঁর আদর্শনিষ্ঠা শুভ্র আত্মসম্মান বোধ ,পারিবারিক সুত্রে প্রাপ্ত নির্লভ দেশাত্মবোধ আত্মোৎসর্গের প্রেরনা তাঁকে সঠিক দিশা দিয়েছে। অন্যায়কে মেনে নেওয়া বা এরসাথে মানিয়ে নেওয়া তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। আপন স্বার্থসিদ্ধি এবং নিজস্ব সম্পদ বৃদ্ধির মাধ্যমে ভবিষ্যত সুনিশ্চিত করার বর্তমান রাজনীতির আবহে তাঁর এই আদর্শবাদিতা , অতুলনীয় নির্লোভ আত্মত্যাগ হয়ত রূপকথা সদৃশ মনে হতে পারে । কিন্তু দেশের স্বাধীনতারজন্য উৎসর্গিত সমকালীন আরও অনেক মহাপ্রানের মধ্যে অগ্নিকন্যা বিপ্লবী লীলা রায় নিঃসন্দেহে অনন্যসাধারণ ব্যতিক্রমী এবং অননুকরণীয় ব্যক্তিত্ব।

সাহিত্যিক বানী রায়ের লেখনী বলে ‘রাজনীতি, সমাজসেবা ও সাহিত্য ,ত্রিধারায় লীলারায়ের ব্যক্তিত্ব বহমান। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁর অতুলনীয় অবদান, তাঁর খ্যাতি তাঁকে করে তুলেছিল রূপকথার রাজকন্যা।

তাঁর ব্যক্তিত্বে একই সঙ্গে জননীর স্নেহপরায়নতা কিন্ত আদর্শের প্রতি আপোষহীন অবিচল আস্থা আর অন্যায়ের প্রতিরোধের কর্তব্যবোধের কাঠিন্য।তাঁর সুশীতল স্নেহচ্ছায়ায় দুর্গত পেয়েছে নিরাপত্তা ও আশ্রয় , আবার তাঁর সংস্পর্শ অনুপ্রাণিত করেছে জ্বলন্ত দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত হতে। এ যেন স্নেহবলে তিনি মাতা/বাহুবলে তিনি ত্রাতা।

নিজের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এই ব্যক্তিত্বময়ী একদা লিখেছেন-ত আমি দশজন লোকের মত চলি না। সেটা ভাল কি খারাপ সেটা প্রশ্ন নয়, আমি চলি না এটাইব্রথত্বষ্ঠ জীবনে অতি অল্প বয়স থেকেই কতকগুলো নীতিকে স্বীকার করে নিয়ে নিজের জীবনে সেগুলো আচরণ করবার চেষ্টা করে থাকি। তা বিভিন্ন লোকের দৃষ্টিতে ভাল বা খারাপ হতে পারে তাতে আমার এসে যায় না।নিজের নীতিতে অবিচলিত থাকার মত দৃঢ়তা আমার আছে এবং সে দৃঢ়তা শেষ দিন পর্যন্ত থাকবে।

রাজনৈতিক কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও সাংসারিক জীবনের কোন কাজেই ত্রুটি ছিলনা।তিনি জীবনের সামগ্রিক বিকাশে বিশ্বাস করতেন এবং নিজেকেও সেই সামগ্রিক পরিপূর্নতায় গড়ে তুলেছিলেন, তাঁর যেন কোন দিকেই অসম্পূর্নতা নেই। ১৯৫৫য় প্রথমবার স্ট্রোকের পরও ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতেন ৪৭/এ রাসবিহারী এভিন্যুয়ে দলীয় অফিসে। দলীয় রাজনীতি ছাড়লেও দুর্গত মানুষের পাশে সবসময় ছিলেন লীলা রায়। ১৯৬৪ সালে পূর্ব বাংলা বাস্তুহারা বাঁচাও কমিটির আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে আবার গ্রেফতার। আবার বন্দী জীবন। এর ফলে শরীর ক্রমশ ভেঙ্গে পড়ছিল ১৯৬৭ সালে পা ভেঙ্গে হলেন শয্যাশায়ী। সে বছরই হল আরেকবার স্ট্রোক। নেতাজীর ঘনিষ্ট সহযোগীদের অন্যতম তিনি তাইহোকুতে তথাকথিত বিমান দূর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু ‘কাহিনী’ বিশ্বাস করতেন না এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এলাহাবাদের কাছে ফৈজাবাদের গুমনামী বাবা’ই (ভগবনজী) নেতাজী। সেই ভগবানজীর সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল।

১৯৬৮এর৪ঠা ফেব্রুয়ারী হঠাৎ মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ এর ফলে বাকশক্তিহীন হয়ে গেলেন, চলাফেরার ক্ষমতাও রইল না। ১৯৬৮ এর ২৩শে জানুয়ারী তার লেখা শেষ সম্পাদকীয়। যেখানে তিনি লিখেছিলেন-‘আদর্শ আজ নিয়তির পরিহাস মাত্র’। অবশেষে এল চরম দুঃখের দিন।

১৯৭০ এর ১২ই জুন দীর্ঘদিন রোগভোগের পর এই মহীয়সী নারী, উপমহাদেশের নারীজাগরণের পথিকৃৎ চির প্রনম্য বিপ্লবী দেশনেত্রীর জীবন দীপ নির্বাপিত হল । সেই আত্মনিবেদিত বিপ্লবী সব পিছুটান ছিন্ন করে চলে গেলেন, — দেশমাতৃকার চরণে একটি নিবেদিত প্রাণ হল নিঃশেষিত। এক মহাজীবনের অনন্তের পথে যাত্রা মহাকালের রথে অগনিত স্নেহধন্য প্রিয়জনকে চোখের জলে ভাসিয়ে। এক মহীরুহের মত তাঁর বিস্তৃত পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়েছিলেন যে সম রাজনৈতিক মনষ্কদের এবং দলমত নির্বিশেষে অসংখ্য দুর্গত দুস্থ সাধারন মানুষের (বিশেষত মহিলাদের) তারা হয়ে গেলেন যেন অভিভাবকহীন।

তবে তাঁর নিজের কথায়-‘ জয় পরাজয়,সাংসারিক সার্থকতা ব্যর্থতায় এসবে কি মানুষের পরিচয় আছে? আছে তার চিন্তায়,ব্যবহারে সংগ্রামে। achievement কি? কোন কিছু পাওয়া? ভেবে ভেবে দেখেছি অনেক তাতে আমার কোন আকর্ষন নেই।অনন্তের হাতছানিতে পথচলা,রক্তাক্ত এ পথ, কত লাঞ্ছনা কত বঞ্চনা কত আত্মত্যাগ, আত্মনিগ্রহ কিন্তু পথ আর শেষ হয় না, হয়ত এবার হয়ে এসেছে ‘। সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন ‘শ্রীযুক্তা রায়ের জীবন যদি পার্থিব সুখ,পার্থিব লাভ প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত হত তাহলে বহুজনেরমত তিনি একটি সহজ, পরিতৃপ্ত জীবনকে অনায়াসেই পেতে পারতেন। কিন্তু যে দুর্গমের আহ্বানের দ্বারা তাঁর সমগ্র জীবন ও কর্মপ্রয়াস চিহ্নিত ও মহিমান্বিত সেই দুর্গমের আহ্বানই তার জীবনকে প্রথম থেকেই ভিন্নতর মূর্তিতে রূপ দিয়েছেদ। এমন এক মহতী জীবনের স্মরনে চর্চায় প্রানিত হলে আধুনিক প্রজন্ম এবং এদেশের বর্তমান নারীবাদীরা, এক অত্যাশ্চার্য ঐতিহ্যের উজ্জ্বল উদ্ধার হয়ত সম্ভব।

চর্চাবাসর ৫৫

‘রাত্রি’ (রাত্রি) একটি তৎসম শব্দ, যার অর্থ এটি সরাসরি সংস্কৃত থেকে ধার করা হয়েছে। এটি সংস্কৃত মূল rā (‘দেওয়া’) থেকে উদ্ভূত। এর প্রতীকী অর্থ ‘দাতা’ (শান্তি, আনন্দ, বা বিশ্রামের)। রাতের নীরবতাকে বোঝায়, প্রায়শই একই নামের বৈদিক দেবীর সাথে যুক্ত, যা রাতের রূপকে প্রতিনিধিত্ব করে।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সিএএতে আবেদন করুন, প্রধানমন্ত্রী আছেন: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: ‘চক্রান্ত করে হিন্দুদের নাম বাদ দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকজন এসডিও, বিডিও। ভয় নেই হিন্দুরা ছিল, আছে, থাকবে। সিএএ-তে আবেদন করুন, প্রধানমন্ত্রী আছেন।’ বনগাঁয় বিজেপির পরিবর্তন যাত্রায় উপস্থিত থেকে এমনই মন্তব্য করলেন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। শনিবার বনগাঁ উত্তরের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া, অর্জুন সিং, কৌস্তভ বাগচীর উপস্থিতিতে উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ থেকে শুরু হয় পরিবর্তন যাত্রা। বনগাঁ থেকে বাগদার বিধানসভার হেলেঞ্চা হয়ে বনগাঁ দক্ষিণ বিধানসভার ঘুরে হরিণঘাটা বিধানসভা এলাকায় পৌঁছায় পরিবর্তন যাত্রার রথ। এদিন শুরুতে সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু হয় এই পরিবর্তন যাত্রা। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ সংগঠনিক জেলার বিজেপির সভাপতি বিকাশ ঘোষ, প্রাক্তন সভাপতি দেবদাস মণ্ডল এছাড়াও ব্যারাকপুর লোকসভার প্রাক্তন সাংসদ তথা বর্তমান বিজেপি নেতা অর্জুন সিং, বনগাঁ উত্তর বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া, বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচী-সহ একাধিক বিজেপি নেতৃত্ব-সহ বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। এদিন পরিবর্তন যাত্রার মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী ধরনায় বসে আছেন। কেন ডবল ভোটারের নাম বাদ হয়েছে? কেন রোহিঙ্গাদের নাম বাদ হয়েছে? প্রশ্ন তুলছেন। মমতা ব্যানার্জি উনি তো মুখ্যমন্ত্রী, উনি রাস্তায় বসে পরিবর্তন সংকল্প যাত্রার বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করছেন। সঙ্গে ভাইপোও গলা মেলাচ্ছেন। দিদিমণি আপনি হয়তো ভুলে গেছেন, এই রথযাত্রা করে দু থেকে তিনশো আর তিন বারের সরকার হয়েছে। বাংলার মানুষ অপেক্ষা করছেন পশ্চিম বাংলায় নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টিকে নিয়ে আসার জন্য।’ বনগাঁবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি আরও বলেন, ‘পাশেই বাংলাদেশ। ওপারে আমাদের হিন্দুদের কি হচ্ছে আপনারা দেখছেন। বাংলাদেশের বর্ডারে জেহাদি শক্তি, বর্ডার এলাকা তারা জিতেছে। আর মমতা ব্যানার্জি পশ্চিমবাংলাকে বাংলাদেশ বানানোর জন্য পুলিশ, গুন্ডা, মাফিয়া, চোর, পাচারকারবারী দিয়ে সরকার চালাচ্ছে।’ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে মন্তব্য করেছেন তা নিয়েও সরব হন অর্জুন সিং। তিনি বলেন, ‘তারপরেও যদি হিন্দুদের ঘুম না ভাঙে তাহলে আর কিছু বলা যাবে না আগামী দিন। মমতা ব্যানার্জির যারা এসডিও বিডিও আছেন, তারা চক্রান্ত করে কিছু হিন্দুর নাম বাদ দিয়েছেন। যারা এই চক্রান্ত করেছেন তারা পার পাবেন না নিশ্চিত থাকবেন। মোদিজীর নেতৃত্বে আগামী দিনে ভারতবর্ষের সকল সনাতনীরা রক্ষা পাবেন।’

পোস্টার বিতর্ক

‘সমস্ত ষড়যন্ত্র শেষ, শ্রীরামপুরে পুনরায় তৃণমূল প্রার্থী ডা. সুদীপ্ত রায়’

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শ্রীরামপুর স্টেশনের লাগোয়া এলাকায় পোস্টার নজরে পড়তেই তৃণমূলের অন্দরেই গুঞ্জন শুরু হয়েছে। সুদীপ্ত রায় ফ্যানস ক্লাব নামে এই পোস্টার মারা হয়েছে। রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দিন এখনও ঘোষণা হয়নি। তৃণমূলের প্রার্থী তালিকাও প্রকাশিত হয়নি। তার আগেই শ্রীরামপুরে পুনরায় প্রার্থী হচ্ছেন সুদীপ্ত রায়, এই খবর জানিয়ে পোস্টার পড়ল।

ওই পোস্টারে লেখা রয়েছে, ‘সমস্ত ষড়যন্ত্র শেষ। শ্রীরামপুরে পুনরায় তৃণমূল প্রার্থী ডাক্তার সুদীপ্ত রায়।’ পোস্টারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিও দেওয়া রয়েছে। সুদীপ্ত রায়ের অনুগামীরা অবশ্য দাবি করেছেন, সুদীপ্ত রায় ফ্যানস ক্লাব বলে কোনও সংগঠন নেই। কেউ কেউ আবার এর পিছনে বিজেপির হাত দেখতে পাচ্ছেন। শ্রীরামপুর শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সন্তোষ কুমার সিংহ বলেন, ‘বাইরের কেউ এই ধরনের পোস্টার মেরে তৃণমূলকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে। দল যাঁকে টিকিট দেবেন, তিনিই আমাদের প্রার্থী।’ সুদীপ্ত রায়ের ঘনিষ্ঠ শ্রীরামপুর পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলার গৌর মোহন দে জানিয়েছেন, ‘দলের অতি উৎসাহী কর্মীরা হয়তো পোস্টার মেরেছে।’ বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য ভাস্কর ভট্টাচার্যের কটাক্ষ, ‘ওদের দলে একজনই প্রার্থী, বাকিরা সব ল্যাম্পপোস্ট।’ এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে সুদীপ্ত রায় বলেন, ‘আমি এ ব্যাপারে কিছু জানি না। আমি এখন ধর্মতলায় নেত্রীর ধরনা মঞ্চে আছি।’

শিশু চোর সন্দেহে মালদায় গণপিটুনি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: শিশু চোর সন্দেহে এক মহিলাকে খুঁটিতে বেঁধে গণপিটুনি দিল উত্তেজিত একদল জনতা। এরপর ওই মহিলাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের আমতলা এলাকায়। রীতিমতো ছেলেধরা সন্দেহে ওই এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে বাসিন্দাদের মধ্যেই। তাঁদের অভিযোগ, কখনো ভিক্ষুকের বেশে, আবার কখনো পাগল সেজেই একদল মানুষ বাচ্চা চুরি করে বেড়াচ্ছে। এর আগেও এই এলাকায় এমন ঘটনা ঘটেছে। যার জন্য এমন আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এই গণপিটুনির খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। কিন্তু পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে ওই মহিলা তার নিজের সঠিক নাম ও পরিচয় জানায় নি। পরে জনতার রোষের হাত থেকেই ওই মহিলাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকার বাসিন্দা ভরত মণ্ডলের চার বছরের কন্যা শিশু বাড়ির কাছেই একটি মন্দিরের সামনে খেলাধুলা করছিল। অভিযোগ, সেই সময় এক অজ্ঞাত পরিচয় মহিলা হঠাৎ করে শিশুটির কাছে গিয়ে তাকে চকলেট খাওয়ার কথা বলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। বিষয়টি নজরে পড়তেই দ্রুত ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা এবং মহিলাটিকে আটক করে। এলাকাবাসীদের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন জায়গায় ছেলে ধরা নিয়ে নানা খবর ও গুজব ছড়িয়ে পড়ায় তারা আগেই সতর্ক ছিলেন। তাই সন্দেহজনকভাবে শিশুটির কাছে যাওয়ায় মহিলাকে আটক করে একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দা ভরত মণ্ডল বলেন, ‘আমার মেয়েকে চুরি করার পরিকল্পনা নিয়েছিল ওই যুবতী । তার নাম সঠিকভাবে বলতে পারে নি। কখনও সে বলেছে কালিয়াচকের বাড়ি আবার কখনও সে বলেছে মালদার ইংরেজবাজারে বাড়ি। এরকম ভাবেই পাগল ও ভিক্ষুকের বেশ ধরে একদল মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারাই বাচ্চা চুরির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। কিছুদিন আগে এই এলাকাতেও এরকম ঘটনা ঘটেছে। ফলে আতঙ্কের জেরে আমাদের এলাকাতে এখন ছোট ছোট শিশুদের স্কুলও পাঠানোর সাহস পাচ্ছেন না অভিভাবকেরা। এব্যাপারে পুলিশকে অভিযোগ জানানো হয়েছে।’

বাগদায় পরিবর্তন যাত্রায় মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা লকেটের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নামেই বড়বড় কথা বলেন, এদিকে আদিবাসী সম্প্রদায় মানুষকে সম্মান করেন না। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর নামে কুরুচিকর মন্তব্য করেন।’ বলে অভিযোগ তুললেন বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। বাগদার মনোহর পুরে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার জনসভা থেকে তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ করলেন বিজেপি নেতৃত্ব। শনিবার সকালে উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ থেকে শুরু হয়েছে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা। হেলেঞ্চা হয়ে পরিবর্তন যাত্রা এসে পৌঁছায় বাগদার মনোহরপুরে। সেখানে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। জনসভার মঞ্চ থেকে নাগরিকত্ব নিয়ে মতুয়াদের আশ্বস্ত করার পাশাপাশি তৃণমূলকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে বলেন, ‘২০২৬ এর নির্বাচনের পর শান্তিনিকেতনের গেটের সামনে বেরোতে পারবে না। মানুষ যেখানেই দেখবে তাড়াবে। একই সঙ্গে তিনি বলেন, ‘বিধানসভায় রাজ্যে পরিবর্তনের পর পিসি-ভাইপো এবং তার কোম্পানির সকলকে জেলে পাঠানো হবে। যারা জেলে যাবে না তাদের দেশের বাইরে যেতে হবে। আর যারা জেলে এবং দেশের বাইরে যাবে না তাদের পাঠাতে হবে উপরে।’ লকেট চ্যাটার্জি বলেন, ‘একজন মতুয়াকেও দেশ ছেড়ে যেতে হবে না। সিএএ-র মাধ্যমে নাগরিকত্ব পাবে তারা। দ্রুত নাগরিকত্ব দেওয়া হবে তাদের। রাষ্ট্রপতি ও রাজ্য সরকার এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে মন্তব্য প্রসঙ্গে বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নামেই বড়বড় কথা, আদিবাসী সম্প্রদায় মানুষকে সম্মান করে না। মানুষ আগামী নির্বাচনে সঠিক জবাব দিয়ে দেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।’

ভোটের মুখে আরামবাগে পোস্টার যুদ্ধে রাজনৈতিক উত্তাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সামনেই ভোট। তার আগেই আরামবাগ শহরে দেওয়ালে দেওয়ালে বিতর্কিত পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল শনিবার সকালে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে হঠাৎ করে দেখা যায় একাধিক পোস্টার, যা ঘিরে সকাল থেকেই শুরু হয় জোর রাজনৈতিক আলোচনা ও জল্পনা। শনিবার ভোরের দিকে আরামবাগ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকা এবং বিডিও অফিসের সামনে রাস্তার ধারে একাধিক জায়গায় ওই পোস্টার চোখে পড়ে সাধারণ মানুষের। সকালে অফিসগামী মানুষ, পথচলতি বাসিন্দা এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীরা পোস্টারগুলি দেখতে পেয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন। মুহূর্তের মধ্যেই বিষয়টি নিয়ে শহর জুড়ে আলোচনা শুরু হয়ে যায়।পোস্টারগুলির উপরের দিকে বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে ‘এমএলএ অফিস, আরামবাগ’। পোস্টারের ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটি চেয়ারে বসে থাকা এক নেতার প্রতিচ্ছবি। তাঁর সামনে টেবিলের উপর রাখা রয়েছে টাকার বান্ডিলের স্তূপ এবং পাশে মদের গ্লাসের মতো একটি বস্তু। অন্যদিকে কয়েকজন সাধারণ মানুষকে ‘উন্নয়ন চাই’ দাবি তুলতে দেখা যাচ্ছে। পোস্টারের নিচে লেখা রয়েছে, ‘উন্নয়ন চাইতে গেলে ধমক আর মারধর’। তবে পোস্টারে কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম বা স্পষ্ট পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি। ফলে এই পোস্টারের লক্ষ্যবস্তু কে, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। পাশাপাশি কে বা কারা রাতের অন্ধকারে এই পোস্টার লাগিয়েছে, তা নিয়েও রহস্য দানা বেঁধেছে।ঘটনাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর তরজা। স্থানীয় রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, ভোটের আগে এই ধরনের পোস্টার ঘিরে উত্তেজনা তৈরি হওয়া স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক আবহকে আরও উত্তপ্ত করে তুলতে পারে। এ বিষয়ে আরামবাগের বিধায়ক মধুসূদন বাগকে প্রশ্ন করা হলে তিনি অভিযোগ করেন, এই ধরনের পোস্টারের পেছনে শাসক দল তৃণমূল-এর হাত থাকতে পারে। তাঁর দাবি, রাজনৈতিকভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতেই এই ধরনের পোস্টার লাগানো হয়েছে।অন্যদিকে শাসক শিবিরের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে বলে রাজনৈতিক সূত্রের খবর। এই বিষয়ে তৃণমূল নেতা স্বপন নন্দী বলেন, বিজেপির গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব। এর সাথে তৃণমূল কোনও ভাবেই জড়িত নয়। ফলে ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয়েছে পাল্টা অভিযোগ ও চাপানউতোর।এখনও পর্যন্ত কে বা কারা এই পোস্টার লাগিয়েছে তা স্পষ্ট নয়। তবে সামনে ভোটের প্রেক্ষাপটে আরামবাগ শহরের এই পোস্টার-কাণ্ড ঘিরে রাজনৈতিক মহলে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। বিষয়টি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যেও নানা প্রশ্ন ও কৌতূহল তৈরি হয়েছে।প্রশাসনের তরফে বিষয়টি নজরে রাখা হচ্ছে বলেও সূত্রের খবর।

বিমান ঘোষের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ, অস্বস্তিতে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রাজ্যের বিধানসভা ভোট ঘোষনা সময়ের অপেক্ষা। এই রকম পরিস্থিতিতে পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন কামারপুকুরের এক বাসিন্দা। জানা গেছে, কামারপুকুর এলাকার বাসিন্দা সুশান্ত সরকার পুড়শুড়া থানায় বিমানবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ বিমানবাবু নাকি ২০২০ সালে তিন লক্ষ টাকা ধার নিয়েছিলেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই টাকা তিনি পরিশোধ করেননি। তাই পুরশুড়া বিধায়কের বিরুদ্ধে পুরশুড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। যদিও এ অভিযোগ মানতে নারাজ বিমান ঘোষ। তিনি মানহানি মামলার পথে যাচ্ছেন বলে এমনটাই জানা গেছে। ভোটের মুখে এই ধরনের অভিযোগে বেশামাল বিজেপি নেতা বিমান ঘোষ। কেননা, সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনে পুরশুড়া থেকে তিনি আবারও টিকিট পেতে পারেন। কিন্তু প্রতারনার মতো অভিযোগ সামনে আসায় জন সমাজে ব্যাপক প্রভাব পড়বে। একজন জনপ্রতিনিধি যদি প্রতারকের মতো কাজ করেন তাহলে জনগণ কাকে বিশ্বাস করবে। টাকা ধার নিয়ে যদি বিধায়ক তা ফেরত না দেন তাহলে সাধারণ মানুষ কাকে বিশ্বাস করবে। যদিও থানায় অভিযোগ হওয়ায় এটি তদন্ত সাপেক্ষ বিষয় হয়ে গেছে। কিন্তু এটা সত্য এই অভিযোগের পর বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষের ব্যক্তিগত ইমেজ তলানিতে চলে গেল। তিনি যে বুক চাপড়ে বলতেন, পুরশুড়া থেকে বিজেপির হয়ে টিকিট পাবেন। সেই বিষয়ে দল অনেক টাই অস্বস্তিতে পড়লো। বিমানবাবু টিকিট পেলেও কড়া বিরোধীতার মধ্যে তৃণমূলের সঙ্গে রাজনৈতিক লড়াই করতে হবে। প্রসঙ্গত, অভিযোগকারী সুশান্ত সরকারের আর একটা পরিচয় আছে। তিনি স্বামী অসীমানন্দের ভাই।

দেওয়াল দখলকে কেন্দ্র করে সিপিএম নেতাকে মারধর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডানকুনি: ভোটের আগে দেওয়াল দখলকে কেন্দ্র করে এক সিপিএম নেতাকে মারধরের অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি ঘটেছে, হুগলির ডানকুনি থানার রঘুনাথপুরে। অভিযোগের তির তৃণমূলের বিরুদ্ধে। আক্রান্ত সিপিএম নেতার নাম প্রদীপ দাস। বামেদের দাবি, মারধরের জেরে তাঁর চোখে আঘাত লেগেছে। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে চণ্ডীতলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে শ্রীরামপুর ওয়ালশ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। খবর পেয়ে ডানকুনি থানায় হাজির হন সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ও প্রাক্তন বিধায়ক শ্রুতিনাথ প্রহরাজ। পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করার পাশাপাশি অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এ দিন সকালে রঘুনাথপুর এলাকায় কয়েকজন তৃণমূলকর্মী বাড়িতে এসে প্রদীপকে বাইরে ডেকে নিয়ে যায়। বাড়ি থেকে বেরোতেই তারা প্রদীপের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা। প্রদীপের মুখে ও চোখে ঘুসি মারা হয় বলে অভিযোগ। প্রদীপের চিৎকার শুনে আশেপাশের লোকেরা ছুটে আসেন। তখনই অভিযুক্তরা এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয়। সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বিরোধীদের মারধর, খুন, জখম শুরু করেছে। আমরা পুলিশকে জানিয়েছি। পুলিশকে বলেছি, আপনারা জনগণের সঙ্গে থাকবেন, না তৃণমূলের গুন্ডাদের সঙ্গে থাকবেন, সেটা ঠিক করুন।’

এনএইচআইটি ইস্টার্ন প্রোজেক্টস (প্রা) লি.
(ন্যাশনাল হাইওয়েজ ইনফ্রা ট্রাস্ট এর সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সংস্থা)
(পূর্বতন ন্যাশনাল হাইওয়েজ ইনফ্রা প্রোজেক্টস (প্রা) লি.)

বালিভাসা টোল প্লাজায় সংশোধিত ব্যবহারকারী ফি(টোল) এর হার সম্পর্কিত সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
কার্যকর ০১.০৪.২০২৬ তারিখ সময় ০০:০০ থেকে

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, উল্লেখ্য পত্র নং 12040/Toll/NHAI/PIU(KGP)/2025-26/991 তারিখ ০৭.০৩.২০২৬-এনএইচআই এর অনুযায়ী সংশোধিত ব্যবহার ফি হাল এর অনুমোদন, পশ্চিমবঙ্গে বালিভাসা টোল প্লাজা কিমি ১৬-১৩০ থেকে কিমি ৭২-২৫০ পর্যন্ত এনএইচ-৪৯ (পুরানো এনএইচ-৬) চিচাড়া-খড়গপুর সেকশনে চার লেনের ব্যবহারের জন্য নিম্নোক্ত ফি **০১.০৪.২০২৬ তারিখ সময় ০০.০০ ঘ.** হিসেবে প্রযোজ্য হবে:-

ক্রম নং	ভেহিকেল ক্যাটাগরি	একক ভ্রমণের জন্য ফি (টা.)	একই দিনে ফেরত ভ্রমণের জন্য(টা.)	মাসিক ৫০ একক ভ্রমণের জন্য ফি (টা.)	বাণিজ্যিক ভেহিকেল প্লাজা জেলায় নথিভুক্ত (ন্যাশনাল পারমিট অধীনে যাতায়াতকারী ভেহিকেল ব্যতীত) (টা.)
১.	কার, জিপ, ভ্যান বা এলএমভি	৯৫	১৪৫	৩২০০	৫০
২.	এলসিভি, এলজিভি, বা মিনি বাস	১৫৫	২৩০	৫১৬৫	৭৫
৩.	বাস বা ট্রাক (দুই অ্যাক্সেল)	৩২৫	৪৮৫	১০৮২৫	১৬০
৪.	তিন অ্যাক্সেল বাণিজ্যিক ভেহিকেল	৩৫৫	৫৩০	১১৮১০	১৭৫
৫.	এইচসিএম বা ইএমই বা এমএভি (চার থেকে ছয় অ্যাক্সেল)	৫১০	৭৬৫	১৬৯৭৫	২৫৫
৬.	বড় মাপের ভেহিকেল (সাত বা অধিক অ্যাক্সেল)	৬২০	৯৩০	২০৬৬৫	৩১০

দ্রষ্টব্য : যেকোনও ব্যক্তির মালিকানাধীন মেকানিক্যাল ভেহিকেল অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নথিভুক্ত এবং টোল প্লাজা থেকে ২০ কিমি দূরত্বের মধ্যে বসবাসকারী ক্ষেত্রে ফি এর হার **৩৬০ টাকা** ২০২৬-২৭ সালের জন্য এবং ন্যাশনাল হাইওয়েজ (হার এবং সংগ্রহ এর নির্ধারণ) রুলস ২০০৮ সংস্থান অধীনে বার্ষিক ফি সংশোধন অধীন সাপেক্ষ।

যোগাযোগের জন্য ঠিকানা :
এনএইচআইটি ইস্টার্ন প্রোজেক্টস (প্রা) লি.,
রেজি. অফিস : ইউনিট নং ৩২৫, চতুর্থ তল, ডি-২১, কর্পোরেট পার্ক, দ্বারকা, নিউ দিল্লি -১১০০৭৭
টেলি : ০১১-৪৫১২০৩৯৭, ইমেল : neppl@nhit.co.in

জাতি গঠন, কেবল সড়কই নয়

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ
Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life

এআরবি শাখা
৫৯বি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা - ৭০০০২০,
ফোন- ৯৯৫৩৩ ১২১৮৫, ই-মেল- c0719@psb.bank.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

(সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট -২০০২-এর শর্তাবলী অনুসারে)

যেহেতু সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত আধিকারিক ১৩(১২) ধারা সহ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলীর দ্বারা ক্ষমতা প্রয়োগ করে, যা তাঁকে দেওয়া হয়েছে, অ্যাকাউন্টগুলির পাশে উল্লিখিত তারিখে ১৩(২) ধারা অনুসারে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যেখানে ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাদেরকে বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল। যেহেতু ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এতদ্বারা নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) এবং সাধারণ জনগণকে জানানো হচ্ছে যে, অনুমোদিত আধিকারিক উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা সহ প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলীর দ্বারা তাঁকে দেওয়া ক্ষমতা প্রয়োগ করে সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক-এর সুরক্ষিত ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ অনুসারে অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক দখল নেওয়ার পর, ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর পাশে উল্লিখিত বকেয়া অর্থ এবং সেখানে উল্লিখিত তারিখ থেকে এর উপর সুদ ও খরচ ও চার্জ সহ, নিচে সংক্ষিপ্ত বিবরণে দেওয়া **“যেখানে যেমন আছে”, “যেখানে যা আছে” এবং “সেখানে যা-কিছু আছে” এবং ‘রিকোর্স ব্যতীত’** শর্তে নিম্নোক্ত সম্পত্তিটি কেনার জন্য অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক সীলমোহর করা খামে প্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে :

ই-অকশনের তারিখ- ২৫.০৩.২০২৬, অকশনের সময়- দুপুর ১২ টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত
ইএমডি এর শেষ তারিখ- ২৪.০৩.২০২৬, সময় বিকাল ০৪.০০ টা পর্যন্ত
বিক্রয়ের স্থান- https: // www.baanknet.com

ক্র. নং.	ক) শাখার নাম খ) ঠিকানাসহ ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ / স্বত্বাধিকারীর নাম	সম্পত্তির ছবি এবং বিস্তারিতর জন্য কিউআর কোড	ক) ১৩(২) বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) ১৩(৪) বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তির পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
অনুমোদিত অফিসারের নাম- শ্রী নাফে সিং, ফোন নং ৯৯৫৩৩ ১২১৮৫, ইএমডি এর জন্য এনইএফটি /আরটিজিএস -এর বিবরণ - আইএফএসসি - PSIB0000719, অ্যাকা. নং ০৭১৯৫০৪০০৭০০০৩					
১.	**ক) এআরবি, কলকাতা** **খ) শ্রী অসীম কুমার কুন্ডু** পিতা প্রয়াত শশী ভূষণ কুন্ডু **জামিনদাতা : শ্রী রতন দাস**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক কাঠা প্লট বাস্তু জমি কমবেশি ১ কাঠা বাস্তু জমি জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা এবং এডিএসআর বেহালা, পরগনা-বালিয়া কেএমসি অধীন তৌজি নং ৩৪৫, আরএস নং ৮৩, জেএল নং ২, মৌজা- বেহালা, আরএস খতিয়ান নং ৫৭৫০, আরএস দাগ নং ১২০৯৯, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা এবং এডিএসআর বেহালা, পরগনা-বালিয়া, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন প্রেমিসেস নং ১৯০সি, নেতাজি সুভাষ রোড, (ডিএইচ রোড থেকে দ্বারিক মুখার্জি রোড), তৌজি নং ৩৪৫, আরএস নং ৮৩, জেলে নং ২, মৌজা -বেহালা, আরএস ৫৭৫০, আরএস ১২০৯৯, কমবেশি ৩৫০ বর্গফুট মোজাইক মেঝে একতলা , দুই বেড রুম, এক কিচেন, এক টয়লেট, এক ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ যা সাইট প্ল্যানে চিহ্নিত মতে এবং উল্লিখিত মথে উক্ত জমিস্থিত লাল কালিতে সংশ্লিষ্ট দলিলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে। চৌহদ্দি : উত্তরে ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি চওড়া সাধারণ চলার পথ। দক্ষিণে : কলকাতা পৌর সংস্থার নিকাশি এবং বসবাসের ভবন। পূর্বে : দেবাশিস মুখার্জির জমি। পশ্চিমে : রঞ্জিত দাসের জমি এবং ভবন। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)**		ক) ০৭.০৫.২০১৬ খ) ০৮.০৮.২০২২ গ) ২৪,১৯,৯১১.৬০ টাকা, (চব্বিশ লাখ উনিশ হাজার নশো এগার টাকা এবং ষাট পয়সা) সেকশন ১৩(২) নোটিশ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ	ক) ২০.৫০ লক্ষ টাকা খ) ২.০৫ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা

পরিদর্শনের তারিখ ও সময়- ১৯.০৩.২০২৬ থেকে ২০.০৩.২০২৬ (সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত)

১। নিয়ম ও শর্তাবলী

১। ই-নিলাম **‘যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে’ এবং ‘যা আছে তা আছে ভিত্তিতে’** -এ অনুষ্ঠিত হবে।

২। অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বোত্তম জ্ঞান ও তথ্য অনুসারে, উপরে উল্লিখিত ব্যতীত অন্য কোনো সম্পত্তির উপর কোনো দায়ভার নেই। তবে, আগ্রহী দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে দায়ভার, নিলামে দেওয়া সম্পত্তির স্বত্ব এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/বকেয়া সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করে নেওয়া উচিত। ই-নিলামের বিজ্ঞাপনটি ব্যাঙ্কের কোনো প্রতিশ্রুতি বা কোনো প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং এটি এমন বলে বিবেচিত হবে না। সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের কাছে জানা বা অজানা সমস্ত বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দায়ভার সহ বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত আধিকারিক/সিকিওর্ড ঋণদাতা কোনোভাবেই তৃতীয় পক্ষের কোনো দাবি/অধিকার/বকেয়ার জন্য দায়ী থাকবেন না।

৩। বিড জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তির পরিদর্শন করা এবং সম্পদ ও স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে নিজেদের সন্তুষ্ট করা দরদাতাদের দায়িত্ব হবে।

৪। শুধুমাত্র সেই ক্রেতারা ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন, যাদের ইউজার আইডি/পাসওয়ার্ড আছে এবং এনইএফটি/আরটিজিএস এর মাধ্যমে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) নিশ্চিত করা হয়েছে।

৫। আগ্রহী দরদাতারা, যারা ২৪.০৩.২০২৬ তারিখের মধ্যে সংরক্ষিত মূল্যের ১০ % -এর কম নয় এমন ইএমডি অনলাইনে জমা দিয়েছেন, তারা বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন। উপরোক্ত সম্পত্তিগুলির ই-নিলাম প্রতিটি সম্পত্তির পাশে উল্লিখিত নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে দরদাতাদের মধ্যে আন্তঃ-বিডিংয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। দরদাতা ‘বিড বৃদ্ধির পরিমাণ’ কলামে প্রতিটি সম্পত্তির বিপরীতে উল্লিখিত পরিমাণের গুণিতকে তাদের অফার উন্নত করবেন। ই-নিলামের সমাপ্তির সময়ের শেষ ৫ মিনিটের মধ্যে যদি কোনো বিড জমা দেওয়া হয়, তাহলে সমাপ্তির সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৫ মিনিটের জন্য বৃদ্ধি পাবে (প্রতিবার ৫ মিনিটের জন্য সীমাহীন সংখ্যক এক্সটেনশনের সাপেক্ষে)। ই-নিলাম বন্ধ হওয়ার পর সর্বোচ্চ দর জমা দেওয়া দরদাতাকে (সংরক্ষিত মূল্যের নিচে নয়) সফল দরদাতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে এবং এটি অনুমোদিত আধিকারিক/সিকিওর্ড ঋণদাতার অনুমোদন সাপেক্ষে ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে জানানো হবে।

৬। সম্ভাব্য যোগ্য দরদাতারা ই-নিলামের তারিখের আগে https://www.baanknet.com থেকে ই-নিলামের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। অনুমোদিত আধিকারিক/ব্যাঙ্ক বা https://www.baanknet.com কেউই কোনো ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক সমস্যার জন্য দায়ী থাকবে না এবং আগ্রহী দরদাতাদের নিশ্চিত করতে হবে যে তারা ই-নিলাম ইভেন্টে অংশগ্রহণের জন্য প্রযুক্তিগতভাবে প্রস্তুত।

৭। ক্রেতাকে প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি/অতিরিক্ত স্ট্যাম্প ডিউটি/স্থানান্তর চার্জ, ফি ইত্যাদি এবং সেইসাথে পূর্বের ও ভবিষ্যতের সমস্ত বিধিবদ্ধ/অ-বিধিবদ্ধ বকেয়া, কর, রেট, অ্যাসেসমেন্ট চার্জ, ফি ইত্যাদি বহন করতে হবে।

৮। অনুমোদিত আধিকারিক সর্বোচ্চ অফার গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যেকোনো বা সমস্ত অফার গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা ই-নিলাম স্থগিত/বাতিল করার সম্পূর্ণ অধিকার রাখেন।

৯। দরদাতাদের বিড জমা দেওয়ার এবং ই-নিলামে অংশ নেওয়ার আগে ওয়েবসাইট- https//www.baanknet.com-এ উপলব্ধ ই-নিলামের বিস্তারিত শর্তাবলী ভালোভাবে দেখে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

১০। বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ অবিলম্বে, অর্থাৎ একই দিনে বা পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে, অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক বিড মূল্য গৃহীত হওয়ার পর ইতিমধ্যে জমা দেওয়া আর্নেস্ট মানি সহ পরিশোধ করতে হবে। যদি তা না করা হয়, তবে সম্পত্তিটি আবার বিক্রি করা হবে।

১১। উক্ত মূল্যের বাকি ৭৫ শতাংশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে বা তার আগে পরিশোধ করতে হবে। উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে, জমা দেওয়া অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সম্পত্তিটি পুনর্বিক্রয় করা হবে। ডিফল্টকারী ক্রেতা সম্পত্তির উপর বা পরবর্তীতে এটি যে দামে বিক্রি হবে তার কোনো অংশের উপর সমস্ত দাবি হারাবেন।

তারিখ- ০৮.০৩.২০২৬
স্থান- কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

বিস্তারিত বিবরণের জন্য আমাদের ওয়েবসাইট http://www.punjabandsindbank.co.in দেখুন

বেকারত্ব ইস্যুতে সরব হয়ে রাজ্য সরকারকে তীব্র আক্রমণ সুকান্তের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আসন্ন রাজনৈতিক সমীকরণকে সামনে রেখে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় কোমর বেঁধে নামল ভারতীয় জনতা পার্টি। শনিবার গঙ্গারামপুর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো বিজেপির জেলাভিত্তিক 'পরিবর্তন যাত্রা'। এই কর্মসূচিতে অংশ নিতে এদিন জেলাজুড়ে হাজির ছিলেন দলের একাধিক শীর্ষস্থানীয় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব। এদিন সকালে গঙ্গারামপুর থেকে বর্ণাঢ্য এই যাত্রার সূচনা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিক্রমা করে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। এরপর ফুলবাড়িতে একটি বিশাল সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন নেতৃত্বরা। ফুলবাড়ির এই সভা শেষে যাত্রাটি পতিরাম হয়ে বালুরঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

এই মেগা কর্মসূচিতে প্রধান আকর্ষণ ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী মন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ ডঃ সুকান্ত মজুমদার। তাঁর পাশাপাশি উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু এবং রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিক পালও এই মিছিলে পা মেলান। তিন সাংসদকে একমঞ্চে দেখে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উন্মাদনা লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও স্থানীয় বিধায়কদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গঙ্গারামপুরের বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায় এবং তপনের বিধায়ক বুধরাই টুডু। পুরো কর্মসূচিটির তদারকিতে ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী-সহ অন্যান্য জেলা ও ব্লক স্তরের পদাধিকারীরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য রাজনীতির বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কড়া ভাষায় রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করেন সুকান্ত মজুমদার। পরিযায়ী শ্রমিক এবং বেকারত্ব ইস্যুতে সরব হয়ে তিনি বলেন, 'রাজ্যে কাজ নেই বলে আমাদের যুবকদের অন্য রাজ্যে চলে যেতে হচ্ছে। বিজেপি ঠিক করেছে শুধু দক্ষিণ দিনাজপুর নয়, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বেকার যুবকদের আমরা কাজের সুযোগ করে দেব। আর তার জন্যই রাজ্যে পরিবর্তন দরকার। এই পরিবর্তনের লক্ষ্যেই আমাদের এই পরিবর্তন যাত্রা।' মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ধরনা কর্মসূচিকে কটাক্ষ করে তিনি আরও যোগ করেন, 'মুখ্যমন্ত্রী ভয় পেয়ে কলকাতায় ধরনার নাটক শুরু করেছেন। আপনি ধরনা চালিয়ে যান, কারণ এরপর রাজ্যে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী হবে আর আপনাকে বিরোধী আসনে বসতে হবে। তখন আপনাকে রোজ ধরনাতেই বসে থাকতে হবে এবং আপনার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে বদলে 'ধরনা দিদি' হয়ে যাবে।' বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এই যাত্রার মূল লক্ষ্য হল একদম তৃণমূল স্তরে গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি জনসংযোগ স্থাপন করা। জেলার প্রতিটি বুথে দলের রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছে দেওয়া এবং সংগঠনকে আরও মজবুত করতেই এই 'পরিবর্তন যাত্রা'র পরিকল্পনা করা হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, বালুরঘাটে পৌঁছানোর আগে এই যাত্রার মাধ্যমে জেলাজুড়ে নিজেদের শক্তির মহড়া দিল গেরুয়া শিবির।

'রানি আছেন টেনশনে', আউশগ্রামে ছড়া কেটে তৃণমূলকে কটাক্ষ রুদ্রনীল, সৌমিত্রর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ল এবার। আউশগ্রাম বিধানসভার ছোড়া কলোনিতে অনুষ্ঠিত রিসেপশন সভা থেকে রাজ্যের শাসক দলকে কটাক্ষ করে ছড়া কাটলেন বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব তথা অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ। সভামঞ্চ থেকে ছড়ার ছন্দে তিনি বলেন,'পশ্চিমবঙ্গের মানুষ টেনশনে নেই, রানি আছেন টেনশনে। রানি আছেন টেনশনে, কখন কী হয় কে জানে। ভেজাল দিয়ে আর চলে না, তাল কেটে যায় সব গানে, তাই রানি আছেন টেনশনে।' এরপর তিনি আরও বলেন, 'রাজ্যজুড়ে এসআইআর চলছে, ভূতুড়ে ভোট পগার পাড়। রানির রাতে আর ঘুম হয় না, বুকটা ধড়ফড় করে, রানি আছেন টেনশনে। তাই জোট বাঁধো ভাই, একসাথে লড়তে হবে দিনরাতে। চোর তাড়াতে লড়াই হবে দিনরাতে, লড়তে হবে একসাথে।'

উল্লেখ্য, আউশগ্রাম টাউন থেকে গুসকরা অটো গ্যালারি পর্যন্ত বিজেপির উদ্যোগে 'পরিবর্তন যাত্রা' র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন, বিজেপি নেত্রী কেয়া চ্যাটার্জী, সাংসদ সৌমিত্র খাঁ-সহ দলের একাধিক নেতা-কর্মী। পরে আউশগ্রাম বিধানসভার ছোড়া কলোনিতে একটি রিসেপশন সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে সৌমিত্র খাঁ বলেন, 'আউশগ্রামের বিধায়ক ও দু নম্বর ব্লকের সভাপতি শেখ আব্দুল লালনকে মানুষ জামা প্যান্ট খুলে উলঙ্গ করে তাড়াবে ভোটের পর। কারণ আব্দুল লালন তার এলাকার মানুষকে পরাধীনতার জালে বন্দি করে রেখেছেন।' সৌমিত্র খাঁ আরও বলেন, 'সন্ত্রাসকারীদের বাবা আমি। তাই সন্ত্রাস নিয়ে ভয় খাবেন না।' তিনি বলেন, 'আমি চারটি লোকসভা কেন্দ্রের দায়িত্বে আছি। আপনারা ভয় খাবেন না। কি করে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করতে হয় আমি জানি।' তিনি বলেন, 'ধরনা মঞ্চ দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষমতা শুরু হয়েছিল। এবার ধরনা দিয়েই মমতার ক্ষমতা শেষ হবে। ৬০ লক্ষ ভোটার বিবেচনাধীন এসব মমতার কারসাজি। তিনি বিডিওদের নাম কাটাতে বলেছিলেন। ওরা নাম কেটে দিয়েছে। এখন মমতা ধরনা করে নাটক করছে। তবে যতই নাটক করুণ তার বিদায় এবার হবেই।' যদিও বিজেপির এই কটাক্ষের জবাবে আউশগ্রাম ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি শেখ আব্দুল লালন ফোনে জানিয়েছে, 'বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের দিন বোঝা যাবে কে কাদের জামাকাপড় খুলিয়ে বাংলা থেকে তাড়ায়।' সৌমিত্র খাঁকে উদ্দেশ্যে করে তিনি আরও বলেন, 'যে নিজের ঘর সামলাতে পারে না সে আবার অন্যের এলাকায় গিয়ে বিচার করে।'

কাঁকসার ১৮টি স্কুলে শীতল পানীয় জলের মেশিন উপহার মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসায় প্রতি বছর চরম গরম পড়ে। গ্রীষ্মকাল শুরু হলেই সবাই একটু ঠান্ডা জল খোঁজে পান করার জন্য। বহু মানুষ আসেন কাঁকসার আমলাজোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে নিজেদের জরুরি কাজের জন্য। তাই জনসাধারণের পিপাসা মেটাতে শীতল পানীয় জলের একটি মেশিন বসানো হয় পঞ্চায়েতে। পঞ্চায়েতের পাশেই রয়েছে একটি উচ্চ বিদ্যালয় ও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সেই বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা টিফিনের সময় বা স্কুল ছুটি হলে ঠান্ডা জল নিতে পঞ্চায়েত অফিসে ছুটে আসে। বিষয়টি লক্ষ্য করেন পঞ্চায়েতের প্রধান কণিকা বাগদি ও উপ-প্রধান নাসিম আলি মীর। তাঁরা ঠিক করেন ওই দুটি স্কুলে দুটি ঠাণ্ডা পানীয় জলের মেশিন বসিয়ে দেবেন। কিন্তু শুধু দুটি স্কুলের মধ্যে মেশিন বসালে বাকিরা কি দোষ করলো? সেই চিন্তাভাবনা নিয়েই পঞ্চায়েত সিদ্ধান্ত নেয় পঞ্চায়েতের অধীনে থাকা ১৮টি বিদ্যালয়ে তারা একই মেশিন বসিয়ে দেবেন যাতে বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা প্রখর গরমের সময় কিছুটা হলেও স্বস্তি পায়। সেই চিন্তা ভাবনা নিয়েই শনিবার কাঁকসার আমলাজোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে একটি ছোট্ট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১৮টি বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের হাতে মেশিনগুলি তুলে দেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার।

দুর্গাপুরে কেনা খাবারে পোকা, অসুস্থ ক্রেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরের একটি আভিজাত মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানের খাবার নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়াল শহর জুড়ে। অভিযোগ, অনলাইনে অর্ডার করা ধোকলার মধ্যে পোকা পাওয়া গেছে। জানা গেছে, দুর্গাপুরের এক ব্যক্তি পরিবারের জন্য অনলাইনের মাধ্যমে সাহা সুইটসের গুরুদুয়ারা ব্রাঞ্চ থেকে ধোকলা অর্ডার করেন। খাবার খাওয়ার পরই তিনি অসুস্থ বোধ করতে থাকেন। পরে ধোকলার প্যাকেট খুলে দেখতেই চক্ষু চড়কগাছ ধোকলার মধ্যে সাদা রঙের লম্বা লম্বা পোকা দেখা যায় বলে অভিযোগ। ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন ওই ক্রেতা। তাঁর দাবি, নিম্নমানের ও নোংরা খাবার সরবরাহের কারণেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তার সঙ্গে সেই খাবার খেয়ে অসুস্থ তার মেয়েও। বিষয়টি নিয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগও দায়ের করেছেন। তবে এ বিষয়ে মিষ্টির দোকানের তরফে জানানো হয় সম্পূর্ণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখেই মিষ্টি তৈরি হয়, তবে কোনও কারণে এধরনের ঘটনা ঘটে যেতে পারে তার জন্য তারা দুঃখিত। তবে এ বিষয়ে অভিযোগকারী দুর্গাপুর দয়ানন্দের বাসিন্দা জয় সরকার জানান, 'আমরা দুর্গাপুরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এবং ভালো মিষ্টির দোকান হিসাবে এই দোকানটাকেই জানি। আর সেই কারণেই ভালো জিনিস পাওয়ার আশায় বাড়তি টাকা দিয়েও ওই দোকান থেকেই মিষ্টি কিনি।

পাণ্ডবেশ্বরে ছেলেধরা সন্দেহে গ্রেপ্তার ৭ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন,পাণ্ডবেশ্বর: গ্রামে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছিল ৭ ব্যক্তি, যাদের মধ্যে ৪ জন ছিল মহিলা, ৩ জন পুরুষ। তবে তাদের চলাফেরা এবং আচরণবিধিতে সন্দেহ হওয়ায় গ্রামবাসীরা তাদের আটক করে ও এলাকায় ছেলেধরার গুজব ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পাওয়ার পরই ঘটনাস্থলে পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে পাণ্ডবেশ্বর থানার অন্তর্গত শ্যামলা অঞ্চলের ছত্রিশ গন্ডা গ্রামের মসজিদ মোড় সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয়রা জানান, অভিযুক্তরা সকলে টোটোয় চেপে প্রবেশ করে ছত্রিশ গণ্ডা গ্রামে। তাদের আচরণবিধি এবং চালচলনে অসংগতি ধরা পড়ায় গ্রামবাসীরা তাদের আটক করে। পরে গ্রামবাসীরা তাদের পরিচয় জানতে চাইলে, তারা বলে গাজীপুর জেলা থেকে এসেছে। গ্রামবাসীরা তাদের পরিচয়পত্র দেখতে চাইলে প্রত্যেকের পরিচয়পত্রে অসঙ্গতি ধরা পড়ে। এ প্রসঙ্গে ৩৬ গন্ডা গ্রামের বাসিন্দা তথা শ্যামলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান দেবজ্যোতি গড়ি জানান, 'এমন ঘটনাই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শুধুমাত্র সন্দেহের বসে প্রশাসনে দারস্থ হয়ে প্রশাসনের হাতেই তুলে দিয়েছি।' অন্যদিকে, ছেলেধরা সন্দেহে চিহ্নিত ব্যক্তিরা জানান, তারা গ্রামে এসেছে আদায়ের জন্য, প্রতি বছরই আসে, কিন্তু গ্রামবাসী অন্যথায় তাদের ছেলেধরা সন্দেহে আটক করেছে।

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
জীবনদীপ বিল্ডিং, ১২তম তল, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১,
শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : মুকেশ কুমার সিনহা, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯

পরিশিষ্ট ৪-এ
দ্রষ্টব্য রুল ৬(২)
অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
অস্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) অধীনে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৬.০৩.২০২৬
নিলামের সময় : বেলা ১২টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১.	ঋণগ্রহীতা : **শ্রী গৌরাঙ্গ রায়,** প্রযত্নে শ্রী রঞ্জিত রায়, দত্তপাড়া বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪৩২৩৫	অস্থাবর সম্পদ অবস্থিত ঋণগ্রহীতা শ্রী গৌরাঙ্গ রায় এর ভবনে অবস্থিত পঞ্চনামা এবং তালিকা তারিখ ১৫.১০.২০২৫ অনুযায়ী শ্রী গৌরাঙ্গ রায় এর বন্ধকদত্ত সম্পত্তি। **সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত।**	ক) ৪৭,০০০.০০ টাকা খ) ৪,৭০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা

পর্যবেক্ষণের তারিখ - ০৮.০৩.২০২৬ এবং ০৯.০৩.২০২৬
যোগাযোগের ব্যক্তি - ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯/৮৭৭৭৬৯২৮৪৬

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https:// BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@ psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ ঃ ০৮.০৩.২০২৬
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
CIN : L65190MH2004GOI148838
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং - (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫, ওয়েবসাইট : www.idbibank.in
পরিশিষ্ট IV-A
[রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন সহিত পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)কে অবগত করা হচ্ছে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে, যার স্বত্ব/প্রতীকী দখল অনুমোদিত অফিসার নিয়েছেন। আইডিবিআই ব্যাঙ্কের অফিসার, সুরক্ষিত পাওনাদার, ২৩.০৩.২০২৬ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর কাছ থেকে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.-এর পাওনা পুনরুদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা (ইএমডি) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিস্তারিতয় দর্শিত হল।
২৩.০৩.২০২৬ (১৫ দিনের নোটিশ) তারিখে নিলামকৃত সম্পত্তির বিবরণ :

শাখার নাম	ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদাতা (গণ)/ বন্ধকদাতা (গণ) এর নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখল নোটিশের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না জমা (ইএমডি) গ) ডাক/ টেন্ডার বর্ধিতকরণ পরিমাণ
দুর্গাপুর	শ্রী অমিত শাউ এবং শ্রীমতি অর্পনা শাউ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ৮, ৪র্থতলে, উত্তর দিকে পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮০০ বর্গফুট কমবেশি, ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং, ১ কিচেন, ২ টয়লেট, ১ ব্যালকনি, নির্মিত বাস্তু জমি পরিমাপ এরিয়া ৩ কাঠা ১০ ছটাক এবং তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত মৌজা- বরানগর, থানা -বরানগর, খতিয়ান নং ৩৪১, দাগ নং ১৪৫৩, খতিয়ান নং ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫,দাগ নং ১৪৫৪ এবং ১৪৫৫, বরানগর পুরসভা অধীন, প্রেমিসেস নং ৫৩, রাজ মুখার্জি রোড, কলকাতা- ৭০০০৩৫, ওয়ার্ড নং ১০, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস কাশীপুর দমদম, জেলা এবং রেজিস্ট্রেখন জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। **উক্ত ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে :** পুরসভা সড়ক। **দক্ষিণে :** পুরসভা সড়ক। **পূর্বে :** বিশ্বনাথ দের এর ভবন (লট-বি)। **পশ্চিমে :** হাবুল অধিকারীর ভবন।	ক) ২৪.০১.২০২২ খ) ১৪.০১.২০২৫ গ) ২৯,৯৭,২৮৮.৫৪ টাকা (উনত্রিশ লাখ সাতানব্বই হাজার দুশো অষ্টআশি টাকা এবং চুয়ান্ন পয়সা) ১০.০৯.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ	ক) ১৮,২৪,০০০ টাকা খ) ১,৮২,৪০০ টাকা গ) ১০,০০০ টাকা

দরপত্রের নথিতে উল্লেখিত নিয়ম এবং শর্তাবলীর সারাংশ
১. নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-ইউনিট ১, ৪র্থ তল, ভিআইওএস টাওয়ার, অনিক নগর, ওয়াডালা পূর্ব, মুম্বাই - ৪০০০৩৭-এ অবস্থিতএর মাধ্যমে https//baanknet.com/ ওয়েবসাইটে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে বিক্রয় করা হবে।
২. দরপত্রের নথি কলকাতা জোনাল অফিস, ৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭, আঞ্চলিক অফিস দুর্গাপুর, ইউসিপি-০১, আম্বেদকর সরণি, উর্বশী ফেজ-বেঙ্গল অম্বুজা, সিটি সেন্টার দুর্গাপুর - ৭১৩২১৬ কর্মদিবসে (সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা) ওয়েবসাইট www.idbibank.in এবং https//baanknet.com/ থেকে ২২ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত পাওয়া যাবে।
৩. সর্বোত্তম জ্ঞান এবং তথ্য অনুসারে, উপরোক্ত সম্পত্তির উপর কোনও দায়বদ্ধতা নেই।
৪. এই প্রকাশনাটি সংশোধিত সারফেসি আইন ২০০২ অনুসারে ৮(৬) বিধি অনুসারে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাদের কাছে বিক্রয়ের জন্য একটি বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
৫. আরও বিশদ বিবরণ ব্যাংকের ওয়েবসাইট [www.idbibank.in] এ রয়েছে এবং অথবা উপরে উল্লিখিত ব্যাংক কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং সেখানে হোস্ট করা বিড ডকুমেন্টটিও দেখুন।
৬. অনুমোদিত কর্মকর্তা কারণ (গুলি) উল্লেখ না করে যেকোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার বা নিলাম প্রক্রিয়া বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

কেওয়াইসি নথি এবং ইএমডি সহ টেন্ডার নথি দাখিলের শেষ তারিখ	২২ মার্চ ২০২৬ বিকেল ৪টা পর্যন্ত
পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় :	১২ মার্চ ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় :	২৩ মার্চ ২০২৫ বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে https://baanknet.com/ এবং https://www.idbibank.in প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।
তারিখ : ০৮.০৩.২০২৬ স্থান : কলকাতা — স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল,
কলকাতা-৭০০০০১
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লস্করপুর শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **''যেখানে যেমন অছে'', ''যেখানে যা আছে'', এবং ''যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে'' ২৫.০৩.২০২৬ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, লস্করপুর শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৩৫,২১,২২০.০০ টাকা** (পঁয়ত্রিশ লাখ একুশ হাজার দুশো কুড়ি টাকা) ০৭.০৯.২০১৮ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় আদায় করা হবে **মেসার্স মিলটন ল্যাবরেটরিস (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী : সুদীপ ভৌমিক,** ১৬৩, এলাচি চক্রবর্তী পাড়া রোড, পো. ওয়েস্ট জগদ্দল, থানা - সোনারপুর, ওয়ার্ড নং ২৮, কলকাতা - ৭০০১৫১। **আরও ঠিকানা :** ১৫/২, কেঁদুয়া মেন রোড, গড়িয়া, কলকাতা - ৭০০০৮৪ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) ১. মেসার্স মিল্টন ল্যাবরেটরিজ (ঋণগ্রহীতা) **স্বত্বাধিকারী : সুদীপ ভৌমিক** ১৬৩, এলাচি চক্রবর্তী পাড়া রোড, পো : পশ্চিম জগদ্দল, থানা : সোনারপুর, ওয়ার্ড নং ২৮, কলকাতা : ৭০০১৫১। **আরও ঠিকানা :** ১৫/২, কেন্দুয়া মেন রোড, গড়িয়া, কলকাতা : ৭০০০৮৪। ২. শ্রী সুদীপ ভৌমিক (স্বত্বাধিকারী/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা) পিতা প্রয়াত শশীকান্ত ভোমিক, ১৫/২, কেন্দুয়া মেন রোড, গড়িয়া, কলকাতা : ৭০০০৮৪। **আরও ঠিকানা :** ১৬৩, এলাচি চক্রবর্তী পাড়া রোড, পো : পশ্চিম জগদ্দল, থানা : সোনারপুর, ওয়ার্ড নং ২৮, কলকাতা : ৭০০১৫১। খ) লস্করপুর শাখা	**সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন - শ্রী সুদীপ ভৌমিক,** মৌজা : এলাচি, দাগ নং ১৭৯৮, খতিয়ান নং ৪৯২, জেএল নং ৭০, আরএস নং ২২৩, তৌজি নং ৬৩, ৬৪, হোল্ডিং নং ১৬৩, এলাচি চক্রবর্তী পাড়া রোড, পো : পশ্চিম জগদ্দল, থানা : সোনারপুর, ওয়ার্ডনং ২৮, কলকাতা : ৭০০১৫১। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : অন্যান্যর সম্পত্তি দাগ নং ১৭৯৯, দক্ষিণ : অন্যান্যর সম্পত্তি দাগ নং ১৭৯৮, পূর্বে : অন্যান্যর সম্পত্তি দাগ নং ১৭৯৮, পশ্চিমে : সাধারণ চলার পথ।	৩৫,২১,২২০.০০ টাকা (পঁয়ত্রিশ লাখ একুশ হাজার দুশো কুড়ি টাকা) ০৭.০৯.২০১৮ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, মূল্য, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ৪৪,০০,০০০.০০ টাকা (*) (চুয়াল্লিশ লাখ টাকা) খ) ৪,৪০,০০০.০০ টাকা (চার লাখ চল্লিশ হাজার টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB50014475966 ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) প্রতীকী দখলীকৃত

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩
(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।
পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৯.০৩.২০২৬ থেকে ২৪.০৩.২০২৬ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৫.০৩.২০২৬, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com
দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং** ৮২৯১২২০২২০-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও
তারিখ - ০৪.০৩.২০২৬/স্থান- কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল,
কলকাতা-৭০০০০১
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক দরিয়াহাট শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **''যেখানে যেমন অছে'', ''যেখানে যা আছে'', এবং ''যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে'' ০৯.০৪.২০২৬ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, দরিয়াহাট শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ১১,৪৭,৩০০.৩৭ টাকা** (এগার লাখ সাতচল্লিশ হাজার তিনশ টাকা এবং সাঁয়ত্রিশ পয়সা) ০৮.০৮.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় আদায় করা হবে **শ্রী স্বপন নাথ (দেবনাথ) (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** পিতা যাদব নাথ (দেবনাথ) গ্রাম - পূর্ব দিঘিরপাড় মাজার পাড়া, পো - দিঘিরপাড়, থানা - ক্যানিং ১, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩২৯ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা : **শ্রী স্বপন নাথ (দেবনাথ),** পিতা যাদব নাথ (দেবনাথ) গ্রাম - পূর্ব দিঘিরপাড় মাজার পাড়া, পো -দিঘিরপাড়, থানা -ক্যানিং-১, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৩২৯, খ) দরিয়াহাট শাখা।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এবং ভবন নির্মাণ তদস্থিত পরিমাপ আনুমানিক কমবেশি ৮.৪৭ শতক (ডেসিমেল) অবস্থিত মৌজা- দিঘিরপাড়, থানা -ক্যানিং, সাব রেজিস্ট্রি অফিস -মাতলা, পরগনা- সুন্দরবন, লট নং ৫০, জেএল নং ১২১, তৌজি নং ২৬৯২/২৮৩৪, এলআর দাগ নং ৩৩৯, আরএস খতিয়ান নং ৩৯৩, এলআর খতিয়ান নং ১৪৯২, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ৫৪৯৯, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দলিল নং ০০৪৪১-২০১০ সালের রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর মাতলা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ২, পৃষ্ঠা ৮৬০ থেকে ৮৭৫, **সম্পত্তি শ্রী স্বপন দেবনাথ এর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : রবীন বেরা। দক্ষিণে : মাধব দাস। পূর্বে : রেখা সরকারা। পশ্চিমে : ৩ ফুট সাধারণ চলার পথ।	১১,৪৭,৩০০.৩৭ টাকা (এগার লাখ সাতচল্লিশ হাজার তিনশ টাকা এবং সাঁয়ত্রিশ পয়সা) ০৮.০৮.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ১৯,০৬,০০০.০০ টাকা (*) (উনিশ লাখ ছয় হাজার টাকা) খ) ১,৯০,৬০০.০০ টাকা (এক লাখ নব্বই হাজার ছশো টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB50428809537 ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) প্রতীকী দখলীকৃত

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩
(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।
পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১০.০৩.২০২৬ থেকে ০৮.০৪.২০২৬ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৯.০৪.২০২৬, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com
দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং** ৮২৯১২২০২২০-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও
তারিখ - ০৫.০৩.২০২৬
স্থান- কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

কেরালা স্টোরি-২ নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা রাহুলের, প্রতিক্রিয়া বিনোদ বনশলের

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ: কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি শুক্রবার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে 'কেরল স্টোরি-২' ছবিটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ছবিটি খুব বেশি দেখা যাচ্ছে না, যা ভালো খবর। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী কুট্টিকনমের মারিয়ান কলেজে শিক্ষার্থীদের সাথে আলাপচারিতা করেন। একজন শিক্ষার্থী চলচ্চিত্রের ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। জবাবে রাহুল গান্ধি 'কেরল স্টোরি-২' নিয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'সুখবর হল কেরল স্টোরি-২ শূন্য মনে হচ্ছে এবং কেউ এটি দেখছে না। এটি দেখায় যে, এমন কিছু মানুষ আছে, যাদের বেশিরভাগই কেরল কী, এর ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি বোঝে না।'

রাহুল গান্ধি বলেন, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন এবং গণমাধ্যম ক্রমবর্ধমানভাবে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তিনি বলেন, এগুলিকে ঠিক এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা হচ্ছে মানুষকে অপমান করা, ধ্বংস করা এবং সমাজে বিভাজন তৈরি করা, যাতে কেউ কেউ লাভবান হয় এবং অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভারত এখন অনেকটা এরকম হয়ে গিয়েছে। তিনি বলেন, এমন ধরন দেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং এই উদ্দেশ্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে।

রাহুলের এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জাতীয় মুখপাত্র বিনোদ বনশল এক্স মাধ্যমে জানান,

দেখুন, যারা আগে দ্য কেরল স্টোরি ২-তে ক্ষুব্ধ ছিলেন, তাঁরা হঠাৎ করে এর দর্শক সংখ্যা নিয়ে চিন্তিত! রাহুল গান্ধিকে ট্যাগ করে তিনি লেখেন, রাহুল গান্ধি দর্শক সংখ্যা নিয়ে চিন্তা করা বন্ধ করে প্রিয়াঙ্কার পরিবারের সঙ্গে ছবিটি দেখতে যান, যাতে আপনি দেশের অন্যান্য মেয়েদের জিহাদিদের নৃশংস থাবা থেকে বাঁচাতে পারেন এবং লাভ জিহাদের ভয়াবহতা বুঝতে পারেন।

রাহুল নিজের শখ সম্পর্কে বলেন, নিজের ব্যক্তিগত আগ্রহ সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাহুল গান্ধি বলেন, তিনি যেসব বিষয় সম্পর্কে জানতে চান সেগুলি নিয়ে তিনি প্রচুর পড়াশোনা করেন, কিন্তু খুব বেশি সিনেমা দেখেন না। তিনি বলেন, 'শখ হিসেবে, আমি দাবা এবং মার্শাল আর্ট উপভোগ করি। আমি ফিট থাকার জন্য সাঁতার কাটি, দৌড়াই এবং ব্যায়াম করি।' রাহুল বলেন, তিনি পাঁচ বছর ধরে সংসদে কেরলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, কিন্তু রাজ্যটিকে পুরোপুরি বুঝতে পারেননি, তবুও তিনি ওয়ানাডের মানুষের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছেন।

রাহুল গান্ধি বলেন, 'আমি যখন প্রথম সেখানে পৌঁছই, তখন আমি খুব অবাক হয়েছিলাম। সেখানে একটি বড় ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছিল, যার ফলে অনেক মানুষ মারা গিয়েছিল, কিন্তু মানুষের প্রতিক্রিয়া দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। এত বড় দুর্ঘটনার পরেও, তারা একে অপরকে সাহায্য করছিল। এতে সম্প্রদায় বা অর্থনৈতিক পটভূমির কোনও গুরুত্ব ছিল না।' তিনি বলেন, কেরলের অনেক পুরনো এবং মূল্যবান ঐতিহ্য রয়েছে। তিনি শিক্ষার্থীদের রাজ্যের সংস্কৃতিতে প্রোথিত থাকার পরামর্শ দেন।

কেরলে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে এখন সে রাজ্যে রয়েছে নির্বাচন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ। শনিবার সকালে কোচিতে সাধারণ মানুষ ও ভোটারদের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। জ্ঞানেশকে কাছে নিজেদের নানা মতামত তুলে ধরেন সাধারণ মানুষজন। কেরলে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে সে রাজ্যের নির্বাচনী প্রস্তুতি পর্যালোচনা পরিদর্শনের সময়, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার কোচির চেরাই সমুদ্র সৈকতে ভোটারদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। কথা বলেন সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে কাশী বিশ্বনাথে মহিলাদের জন্য বিশেষ দর্শনের ব্যবস্থা

বারাণসী, ৭ মার্চ: আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে মহিলাদের জন্য বিশেষ দর্শনের ব্যবস্থা করেছে শ্রী কাশী বিশ্বনাথ মন্দির কর্তৃপক্ষ। মন্দির ট্রাস্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৮ মার্চ মহিলারা গেট নম্বর ৪(বি) দিয়ে সহজে দর্শনের সুযোগ পাবেন।

মন্দির ট্রাস্টের প্রধান কার্যনির্বাহী আধিকারিক বিশ্বভূষণ মিশ্র শনিবার এই বিষয়ে জানিয়েছেন। শ্রী কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ট্রাস্ট এবং শ্রী কাশী বিশ্বনাথ বিশেষ এলাকা উন্নয়ন পরিষদ যৌথ ভাবে এই উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি জানান, নারী দিবস উপলক্ষে মন্দিরে মহিলাদের জন্য আলাদা লাইনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মহিলারা এবং তাঁদের সন্তানরা গেট নম্বর ৪(বি) দিয়ে প্রবেশ করে দর্শন করতে পারবেন। এছাড়া কাশীবাসীদের জন্য নির্ধারিত সময় অনুযায়ী সকাল ও বিকেলে ৪টা থেকে ৫টা পর্যন্ত দর্শনের ব্যবস্থা আগের মতোই চালু থাকবে। বাবা বিশ্বনাথের দর্শনের পর মহিলারা একই গেট দিয়ে বাইরে বেরোতে পারবেন।

উত্তরাখণ্ড ক্রমাগত অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে: শাহ

হরিদ্বার, ৭ মার্চ: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ শনিবার উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে এক হাজার ১২৯ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। এই উপলক্ষে, জন-জন কি সরকার, ৪ সাল বেমিসাল শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উত্তরাখণ্ড সরকারের চার বছর পূর্তি উপলক্ষে, অনুষ্ঠানে একটি রাজ্য-স্তরের প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য এবং প্রধান নীতিগত সিদ্ধান্তগুলি তুলে ধরা হয়েছে।

রাজ্য সরকারের চার বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, 'ধামিজি রাজ্যের একের পর এক সমস্যা সমাধান ও দূরীকরণের জন্য গঠনমূলক সংকল্প নিয়েছেন। ফলস্বরূপ, উত্তরাখণ্ড ক্রমাগত অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে।' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, '২০২৬ সালে বিজেপি-এনডিএ পশ্চিমবঙ্গ এবং তামিলনাড়ুতে সরকার গঠন করবে।

নেপালে ৯৮টি আসনে এগিয়ে আরএসপি, আনন্দে বলেন্দ্র

কাঠমান্ডু, ৭ মার্চ: নেপালের সাধারণ নির্বাচন ভোটগণনার পূর্বাভাস বলছে, সে দেশে জেন জির বড় অংশই পছন্দ করছেন প্রাক্তন র্যাপার তথা রাজধানী কাঠমান্ডুর প্রাক্তন মেয়র বলেন্দ্র শাহ ও তাঁর দলকে। নির্বাচনে লড়াইয়ের জন্য একা না হেঁটে রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টিতে নাম লেখান বলেন্দ্র। নেপালের নির্বাচন কমিশন সে দেশের সাধারণ নির্বাচনের প্রাথমিক প্রবণতা প্রকাশ করেছে।

শনিবার সকাল পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, জাতীয় স্বতন্ত্র পার্টি (আরএসপি) ৯৮টি আসনে এগিয়ে, নেপালি কংগ্রেস ১১টি আসনে এবং সিপিএন-ইউএমএল (কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল- ইউনিফাইড মার্কসবাদী লেনিনবাদী) ১১টি আসনে এগিয়ে। গত সেপ্টেম্বরে তরুণ প্রজন্মের (জেন জি) বিক্ষোভের জেরে নেপালে পতন হয়েছিল কে পি শর্মা ওলির সরকারের। অস্থির সময়ে বিক্ষোভ, অবস্থান, প্রতিবাদের আবহে নেপালি জনগণের মুখ হয়ে উঠছেন বলেন্দ্র শাহ বা বলেন্দ্র। ৫ মার্চ নেপালের সাধারণ নির্বাচন হওয়ার পর গণনা চলছে।

২০১৩ সাল পর্যন্ত নেপালের রাজনীতিতে খুব একটা পরিচিত ও প্রভাবশালী মুখ ছিলেন না বলেন্দ্র। পরে তিনি রাতারাতি 'র‍্যাপ সেনসেশন' হয়ে ওঠেন। হঠাৎ করেই তরুণদের মধ্যে তাঁকে নিয়ে উন্মাদনা তৈরি হয়। ২০২২ সালে বলেন্দ্র কাঠমান্ডুর মেয়র পদে নির্দল প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সকলকে অবাক করে দিয়েছিলেন।

টি-২০ ফাইনালে দিল্লি-সবরমতী স্পেশ্যাল ট্রেন

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ: আমদাবাদে রবিবার অনুষ্ঠিত হতে চলা টি-২০ বিশ্বকাপ ফাইনালকে সামনে রেখে দর্শকদের সুবিধার জন্য ভারতীয় রেলওয়ে বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই ট্রেনটি নয়াদিল্লি এবং সবরমতীর পর্যন্ত চলবে। বিমানের ভাড়া বেড়ে যাওয়া এবং টিকিটের সীমিত প্রাপ্যতার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শনিবার রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, বিশেষ ট্রেন নম্বর ০৪০৬২ শনিবার রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে নয়াদিল্লি রেলস্টেশন থেকে ছাড়বে। ট্রেনটি দিল্লি দিল্লি ক্যান্ট, গুরুগ্রাম এবং জয়পুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ

স্টেশনে থামবে এবং রবিবার দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে সাবরমতীতে পৌঁছবে। এই স্পেশাল ট্রেনে মোট ১৯টি কোচ থাকবে। যাত্রীদের আরামদায়ক যাত্রার জন্য এতে এসি-৩ এবং এসি-২ শ্রেণির কোচ রাখা হয়েছে। রেল আধিকারিকদের মতে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬ ফাইনালে ভারত বনাম নিউ জিলে মুখোমুখি হওয়াকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা গিয়েছে। অনেকেই আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে গিয়ে ম্যাচ দেখার পরিকল্পনা করছেন। সেই অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতেই এই বিশেষ ট্রেন চালানো হচ্ছে। রেল কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের যাত্রার আগে টিকিটের প্রাপ্যতা ও সময়সূচি সম্পর্কে তথ্য রেলের সরকারি ওয়েবসাইট বা অনুমোদিত প্ল্যাটফর্ম থেকে জেনে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে।

মৃদু ভূমিকম্প

সিকার, ৭ মার্চ: মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল রাজস্থানের সিকার। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল মাত্র ৩.৫। শনিবার সকাল ৬.৩২ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্প অনুভূত হয় বলে জানিয়েছে ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম ছিল, ফলে স্বাভাবিকেই ক্ষয়ক্ষতির কোনও ঘটনা ঘটেনি।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, শনিবার সকাল ৬.৩২ মিনিট নাগাদ ৩.৫ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় রাজস্থানের সিকারে। জেলার মানুষজন মৃদু টের পান ভূমিকম্পের।

নেপালের নতুন সংসদে থাকবেন না ওলি, নির্বাচনে দলের সব পদাধিকারী পরাজিত

কাঠমান্ডু, ৭ মার্চ: নেপালের প্রতিনিধি সভার নির্বাচনে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি সহ নেপালি কমিউনিস্ট পার্টি (এমালে)-র ১০ জনেরও বেশি হেভিওয়েট নেতা পরাজিত হয়েছেন।

দলের মোট ১৯ জন পদাধিকারীর মধ্যে ১১ জন নেতা সরাসরি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, তাঁদের মধ্যে নেকপা এমালে-র সভাপতি কে পি শর্মা ওলি, তাঁর তিন সহ-সভাপতি বিষ্ণু পৌডেল, পৃথিবী সুব্বা গুরুং এবং গোকর্ণ বিষ্ট নির্বাচনে হেরে গেছেন। একইভাবে দলের সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর পোখরেল, উপ-সাধারণ সম্পাদক রঘুবীর মহাশেঠ এবং লেখরাজ ভট্টও নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকা থেকে পরাজিত হয়েছেন।

BONGAON MUNICIPALITY

1. APAS Work
Tender reference: 354/B.M./2025-26/APAS/A to K Date: 07-03-2026.
1. Last date and time receiving application- **10.03.2026 at 14.00**. 2. Last date and time of purchasing for tender documents- **12.03.2026 at 14.00.** 3. Date & time and place for dropping of tender documents- **16.03.2026 at 14.00.** 4. Date & time and place for Opening of tender document- **16.03.2026 at 17.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

TENDER
E- Tenders are invited by the Prodhan, **Karimpur- I Gram Panchayat** (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. **NIET No. E-24/15th CFC/ KGP-I/2025-26 (Tied),** Last date of submission **13.03.2026 up to 1p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Karimpur- I Gram Panchayat.

BONGAON MUNICIPALITY
1. Various Nature of work under APAS Project
Tender reference: WBMAD/NIeT/355/BM/2025-26/APAS/A TO I Date: 07.03.2026
Tender ID: 2026_MAD_5013439_1 to 9
1. Bid Submission Start date- **07.03.2026.** 2. Prebid meeting date- **10.03.2026.** 3. End date- **16.03.2026** 4. Bid opening date- **18.03.2026.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

E-TENDER NOTICE
Digitally signed and encrypted E-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no: [2026_ZPHD_1017198_1 & 2, KGP/NIT/19/2026 Dt. 24.02.2026], [2026_ZPHD_1017205_1 to 3 KGP/NIT/97/2026 Dt. 26.02.2026] [2026_ZPHD_1017211_1 KGP/NIT/98/2026 Dt. 26.02.2026] At different place within at KAMRA Gram Panchayat. Last date of online submission is 09/03/2025 & open date 11/03/2025. Details will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Kamra Gram Panchayat
B/Budge II, South 24 Parganas

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No. **-WBMAD/UM/986/APAS/e-Tender/2025-26(2nd Call) Dated: 06.03.2026, WBMAD/UM/443/APAS/e-Tender/2025-26 (2nd Call)** Dated: **06.03.2026** (Construction of cement concrete road, Drain, B/T road, Drain & Bullah Pilling in different ward under Uluberia Municipality of 176 Uluberia Purba A.C. Under APAS 2025.). Details are available in the **www.wbtender.gov.in**
Sd/- Executive Officer,
Uluberia Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work : Construction of Boundary wall for proposed OHR at Gopalmath (Gamon Colony), Ward No.-34 under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-211/25-26
Tender ID : 2026_MAD_1019070_1 • Est. Amt: 19,20,843.00
2) Name of the Work : Construction of Boundary wall for proposed OHR at Pardai, Ward No.-25 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-210/25-26
Tender ID : 2026_MAD_1019079_1 • Est. Amt: 14,91,946.00
3) Name of the Work : Construction of Boundary wall for proposed OHR at Golfnagar, Ward No.-11 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-209/25-26
Tender ID : 2026_MAD_1019088_1 • Est. Amt: 14,91,946.00
4) Name of the Work : Alternative source of drinking water by installation of Submersible pump through Rig Boring System at Panchpara near Bauri Para Subhapur, Ward No.-2 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-206/25-26
Tender ID : 2026_MAD_1019097_1 • Est. Amt: 10,89,707.00
5) Name of the Work : Construction of Concrete Road in Piyala Gram within Ward No.-32 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-335/25-26
Tender ID : 2026_MAD_1019455_1 • Est. Amt: 37,61,343.00
6) Name of the Work : Construction of Concrete Roads at Daspara Bastee and from Kali Mandir to Basanta Sikdars House, Ritu Singh to Babu Singh House, Renu Bauri House to Jaba Bauri House, Dubey House to babi Kar House at Panjabipara, Ward No.-30 under D.M.C. area
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-369/25-26
Tender ID : 2026_MAD_1019483_1 • Est. Amt: 32,05,708.00
Last Date : **23.03.2026 upto 03.00 PM**
7) Name of the Work : Rejuvenation of pond at Natunpally, G-Block, Ward No.-14 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-207/25-26
Tender ID : 2026_MAD_1019263_1 • Est. Amt: 9,63,956.00
Last Date : **16.03.2026 upto 03.00 PM**
For details : **wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, DMC

ময়দান

'টসের সময় দেখে নিন'; ফাইনালের আগে প্রথম একাদশ নিয়ে রহস্য রাখলেন সূর্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল মানেই চাপ, প্রত্যাশা আর উত্তেজনার মিশেল। কিন্তু এত বড় ম্যাচের আগে ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে দেখে তা বোঝার উপায় ছিল না। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি ছিলেন একেবারে নির্ভার মেজাজে। হাসি-মজা করেই তিনি জানিয়ে দিলেন, ফাইনালের আগে দলের পরিবেশ যথেষ্ট ইতিবাচক এবং যে কোনও চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত ভারতীয় দল।

অধিনায়ক হিসেবে প্রথম বার বিশ্বকাপের ফাইনালে দলকে নেতৃত্ব দিতে নামবেন সূর্যকুমার। সেই অভিজ্ঞতা যে তাঁর কাছে বিশেষ, তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, দেশের মাটিতে এত বড় মঞ্চে দলকে নেতৃত্ব দেওয়া সত্যিই গর্বের বিষয়। এমন এক ঐতিহাসিক স্টেডিয়ামে ফাইনাল খেলতে নামা যে তাঁর কাছে বড় সম্মান, সেটাও তিনি স্পষ্ট করে দেন। তবে সেই উত্তেজনার মাঝেও তাঁর আচরণে কোথাও বাড়তি চাপের ছাপ দেখা যায়নি।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নেই উঠে আসে প্রতিপক্ষ অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনারের মন্তব্য। তিনি বলেছিলেন, ফাইনালে জিতে অহমদাবাদের দর্শকদের চুপ করিয়ে দিতে চান।

'চুপ নয়, হৃদয় ভাঙতে চাই'

ফাইনালের আগে ভারতকে কড়া বার্তা স্যান্টনারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল শুরু হতে আর খুব বেশি সময় বাকি নেই। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ক্রিকেট বিশ্বের নজর গিয়ে পড়বে আমদাবাদের বিশাল স্টেডিয়ামে, যেখানে শিরোপার লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে ভারত ও নিউজিল্যান্ড। ম্যাচের আগেই মনস্তাত্ত্বিক লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে দুই শিবিরের মধ্যে। সেই লড়াইয়েই এবার ভিন্ন সুর শোনা গেল নিউ জিল্যান্ড অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনারের কথায়। ভারতীয় দর্শকদের চুপ করিয়ে দেওয়ার কথা না বলে তিনি জানিয়ে দিলেন, তাঁদের লক্ষ্য ভারতীয় সমর্থকদের হৃদয় ভেঙে দিয়ে বিশ্বকাপের ট্রফি নিজেদের হাতে তুলে নেওয়া।

ফাইনালের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে স্যান্টনার স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ট্রফি জিততে গেলে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং প্রতিপক্ষকে মানসিক ভাবে আঘাত করাও কখনও কখনও সেই পথেরই অংশ। তাঁর কথায়, 'বিশ্বকাপ জেতার জন্য যত ছোট ছোট সুযোগ পাওয়া যায়, সবকটাই কাজে লাগাতে হয়। যদি সেই পথে কিছু মানুষের হৃদয় ভাঙতে হয়, তবুও লক্ষ্য থেকে সরে আসার উপায় নেই।' তাঁর এই মন্তব্য ঘিরেই ইতিমধ্যেই আলোচনার ঝড় উঠেছে ক্রিকেট মহলে।

ক্রিকেটপ্রেমীদের অনেকেই মনে করছেন, এই মন্তব্য যেন ২০২৩ সালের এক স্মৃতি ফিরিয়ে আনছে। সেই সময় ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালের আগে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স বলেছিলেন, নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামের হাজার হাজার দর্শককে তিনি চুপ করিয়ে দিতে চান। শেষ পর্যন্ত সেই কথাই সত্যি হয়েছিল। ভারতকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া শিরোপা জিতেছিল এবং গোটা স্টেডিয়াম নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। এরপর থেকে বহু প্রতিপক্ষ দল ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে এমন ধরনের মন্তব্য করেছে। তবে স্যান্টনারের বক্তব্যে যেন আরও কঠোর বার্তা ফুটে উঠল।

ফাইনালের আগে পিচ নিয়ে খুব বেশি মন্তব্য করতে চাননি কিউয়ি অধিনায়ক। তিনি জানান, এখনও উইকেট ভালো করে দেখেননি। তবে তাঁর অনুমান, রান ওঠার জন্য অনুকূল পিচই পাওয়া যেতে পারে। বিশ্বকাপের আগে আহমেদাবাদে যে কয়েকটি ম্যাচ খেলেছেন, সেখানেও ব্যাটারদের জন্য সুবিধাজনক উইকেট ছিল বলে জানিয়েছেন তিনি। ফলে ফাইনালেও বড় স্কোর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলেই মনে করছেন স্যান্টনার।

পুরো টুর্নামেন্টে নিজেদের যাত্রাপথ নিয়েও সন্তুষ্ট নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক। তাঁর মতে, দল ধাপে ধাপে নিজেদের লক্ষ্য পূরণ করেছে। প্রথমে গ্রুপ পর্ব পার হওয়া, তারপর পরবর্তী ধাপে ওঠা এবং শেষ পর্যন্ত সেমিফাইনাল জিতে ফাইনালে জায়গা করে নেওয়া, এই পুরো পথটাই দলের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। বিশেষ করে সেমিফাইনালে যেভাবে জয় এসেছে, তা খেলোয়াড়দের মনোবল অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে বলে মনে করছেন তিনি।

ভারতীয় দলের প্রশংসাও করতে ভোলেননি স্যান্টনার। তাঁর মতে, গোটা প্রতিযোগিতায় ভারত অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ ক্রিকেট খেলেছে। ব্যাটিং ও বোলিং, দুই বিভাগেই প্রয়োজনের সময় খেলোয়াড়রা দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি বলেন, কোনও একজন খেলোয়াড়ের ফর্ম খারাপ থাকলেই যে প্রতিপক্ষ দল সুবিধা পাবে, এমন ভাবা ভুল। কারণ ভারতের মতো শক্তিশালী দলে অন্য কেউ সেই জায়গা পূরণ করে দিতে পারে।

গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে আইসিসির বড় প্রতিযোগিতায় নিয়মিত ফাইনালে উঠছে নিউজিল্যান্ড। শেষ ১১ বছরে পাঁচবার তারা আইসিসি টুর্নামেন্টের ফাইনালে পৌঁছেছে। তবে এতবার সুযোগ পেয়েও মাত্র একবারই চ্যাম্পিয়ন হতে পেরেছে কিউয়িরা। সেই আক্ষেপ ঘোচাতেই এবার মরিয়া স্যান্টনারের দল। তবে নিজেদের ফেভারিট বলতে নারাজ নিউ জিল্যান্ড অধিনায়ক।

ঘরের মাঠে সুনীলদের কাছে হার মহামেডানের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইএসএলে ঘরের মাঠ কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আবারও পরাজয়ের মুখোমুখি মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। এই নিয়ে আইএসএলে টানা চতুর্থ পরাজয় সাদা-কালো ব্রিগেডের। সুনীল ছেত্রী, রায়ান উইলিয়ামসের বেঙ্গালুরু এফসির কাছে ১-২ গোলের ব্যবধানে পরাজিত মহামেডান স্পোর্টিং। বেঙ্গালুরুর হয়ে গোল করেন রায়ান উইলিয়ামস ও প্রাক্তন মোহনবাগানী আশিক কুরুনিয়ান। দ্বিতীয়ার্ধে মহীতোষ রায়ের গোলে কিছুটা মানরক্ষা হল মহামেডানের।

প্রথমার্ধ জুড়ে বেঙ্গালুরু দাপট দেখিয়ে খেললেও দ্বিতীয়ার্ধে ভালো লড়াই দেয় মেহরাজুদ্দিন ওয়াডুর ছেলেরা। ৫ মিনিটের মধ্যে বক্সের ভিতর চোট পান অমরজিৎ সিং কিয়াম। পর মুহূর্তে কর্ণার পেয়েও সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ। ১৭

মিনিটে আক্রমণে বেঙ্গালুরু এফসি। রায়ান উইলিয়ামস ক্রস বাড়িয়ে দেন ফারুখকে সেখান থেকে বেঙ্গালুরুর ফরোয়ার্ড ফানাই গোল করতে ব্যর্থ। সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া বেঙ্গালুরু এফসির। ১৯ মিনিটে সুনীল ছেত্রীর কাছে গোল করার সুযোগ আসে, শট গোললাইন সেভ দিলেন মহামেডান ডিফেন্ডার সাজ্জাদ হোসেন পেয়ারে। ২২ মিনিটে রায়ান উইলিয়ামসের গোলে এগিয়ে যায় বেঙ্গালুরু। সিরোজের কর্ণার সেখান সুনীল বল পেয়ে হেড করেন রায়ান উইলিয়ামসে পায়ে। তিনি বল পেয়ে কোনও ভুল না করে জালে জড়িয়ে দেন। একের পর এক আক্রমণ শানিয়ে যাচ্ছিল বেঙ্গালুরু। ৪২ মিনিটে আশিক কুরুনিয়ানের দূরপাল্লার শটে গোল করে ব্যবধান ২-০ বাড়িয়ে নেয় তারা। দ্বিতীয়ার্ধে সাজ্জাদ হোসেন পেয়ারেকে তুলে হীরা মন্ডল এবং টাংভা রঘুইয়ের জায়গায় সাকাকে নামায় মহামেডান। ৫১ মিনিটে সুযোগ পায় মহামেডান। অ্যাডিসনের ক্রস ক্লিয়ার করে দেন রাহুল ভেকে, ফিরতি বল পেয়ে বক্সের ভিতর থেকে মহীতোষ রায় গোল করেন। ৬৫ মিনিটে স্কোর ২-২ করার সুযোগ এসেছিল মহামেডানের কাছে, তবে আর গোল হয়নি। অ্যাডিসনের ক্রস লালথানকিমার পেয়ে জোরলো শট নেন তিনি, যদিও বারপোস্টে লাগে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন নবপ্রভাত

মোবাইলের দাপটে এখন সকাল-সন্ধে হারিয়ে যাচ্ছে বই পড়ার আওয়াজ

মহম্মদ মফিজুল ইসলাম

এক সময় গ্রামে সন্ধ্যা নামলে চারদিক থেকে ভেসে আসত বই পড়ার আওয়াজ। কারও গলায় গণিতের সূত্র, কারও মুখে ইতিহাসের অধ্যায়, আবার কেউ হয়তো উচ্চারণ করত কবিতার লাইন। দূর থেকে সেই মৃদু স্বর যেন মিশে যেত ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকের সঙ্গে। তখন প্রতিটি বাড়িতেই ছিল শেখার এক পবিত্র আসর। বাবা-মা বলতেন, তঅমুক পড়ছে, তুইও বই খুলে বস।দ এক শিশুর অধ্যবসায় অন্যজনের জন্য হয়ে উঠত প্রেরণা। পড়ার টেবিলে অ্যালার্ম ঘড়ি, খাতার পাশে সাজেশন বই, বোর্ড পরীক্ষার আগে রাত জেগে পড়ার অদম্য চেষ্টা; এসবই ছিল গ্রামের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

কিন্তু হায়রে! মাত্র এক দশকের ব্যবধানে সবকিছু যেন উবে গেল। এখন সন্ধ্যার পর গ্রামজুড়ে শুধু মোবাইলের আলো, পর্দার ঝলকানি আর গেমের সাউন্ড। পড়ার আওয়াজ হারিয়ে গেছে। প্রতিযোগিতা নিঃশেষ হয়েছে। অনুপ্রেরণার বাতাস থেমে গেছে। যে পরিবার একসময় সন্তানের পাশে বসে পড়াশোনা তদারক করত, আজ তারা নিজেরাই ব্যস্ত ফেসবুক স্ক্রলিংয়ে। স্কুলের শিক্ষকরা ক্রমে একা হয়ে পড়ছেন। শিক্ষার্থীরা পড়ছে না। তাদের মনোযোগ গেমস, রিলস, টিকটক আর শর্ট ভিডিওতে বন্দি হয়ে গেছে।

গোটা দেশে শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ প্রতিবেদনে দেখা যায়, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী সংখ্যায় ক্রমশ পতন ঘটছে। প্রাথমিক স্তরেও পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে; বিশেষ করে ছেলেদের ক্ষেত্রে প্রায় ১৯ শতাংশ। একইসঙ্গে নানা সমীক্ষায় উঠে এসেছে উদ্বেগজনক তথ্য তৃতীয় শ্রেণির প্রায় ৬০ শতাংশ শিশু ন্যূনতম গণিত জ্ঞান অর্জনে ব্যর্থ। পঞ্চম শ্রেণিতে সেই হার আরও বেশি। এই সংখ্যাগুলো শুধু পরিসংখ্যান নয়, এগুলো গ্রামের ঘরে ঘরে নীরবে নিভে যাওয়া শিক্ষার প্রদীপের প্রতিচ্ছবি। কেন এমন হল? কেন পড়াশোনার সেই সংস্কৃতি একেবারে বিলুপ্তপ্রায়?

প্রথমত, পরিবারিক মূল্যবোধের অবক্ষয় আজ এক প্রধান কারণ। একসময় শিক্ষা ছিল গৌরবের প্রতীক;একজনের পড়া অন্যজনের অনুপ্রেরণা। এখন মা-বাবা সন্তানকে বলেন না, তবই খোলো।দ অনেক পরিবারে পড়াশোনার চেয়ে টিউশন ফি মিটিয়ে দেওয়াই যেন দায়সারা কর্তব্য। বাবা সন্তানের ফলাফলের চেয়ে মোবাইল বা বাইকের মডেল নিয়ে বেশি উৎসাহী। এর ফলেই ঘরে ঘরে বই পড়ার পরিবেশ হারিয়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত, প্রযুক্তির আক্রমণ অনিয়ন্ত্রিত। স্মার্টফোন ও ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা আজ গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু সঙ্গে এসেছে অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার। পড়ার সময় গেমস খেলা, টিকটক বানানো, সারারাত চ্যাট করা এখন নিত্যদিনের অভ্যাস। মনোযোগের বিকল্প হিসেবে এসেছে তাৎক্ষণিক বিনোদন। এক গবেষণায় দেখা গেছে, দেশে ১০ থেকে ১৮ বছর বয়সী কিশোরদের প্রায় ৭২ শতাংশ দিনে গড়ে তিন ঘণ্টার বেশি সময় মোবাইলে ব্যয় করে, যার বড় অংশই বিনোদনমূলক কনটেন্ট। এত পরিমাণ স্ক্রিন টাইম তাদের শেখার ক্ষমতাকেই ধ্বংস করছে।

তৃতীয়ত, বিদ্যালয় ব্যবস্থার গুণগত সংকট এই অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করছে। আজও আমাদের অনেক স্কুলে শিক্ষা মানে মুখস্থবিদ্যা। শিক্ষকরা ক্লাসে সৃজনশীলতা জাগানোর পরিবর্তে পরীক্ষার নম্বর পেতে সাজেশননির্ভর পাঠ দিচ্ছেন। ফলে শিক্ষার্থীরা পড়াকে ভালোবাসে না, তারা পড়াকে ভয় পায়। সেই ভয় থেকেই জন্ম নিচ্ছে বিমুখতা, অলসতা ও আত্মবিশ্বাসহীনতা।

চতুর্থত, সমাজের মানসিক রূপান্তর। এক সময় পড়াশোনাকে ঘিরে গ্রামে গড়ে উঠত একধরনের ইতিবাচক প্রতিযোগিতা। কে কতটা পড়েছে, কে কার সাজেশন নিয়েছে; এসব নিয়ে চুলছেঁড়া বিশ্লেষণ চলত। এখন সেই প্রতিযোগিতা স্থান নিয়েছে স্টাইল, বাইক, মোবাইল ব্র্যান্ড আর রিলসের ভিউ সংখ্যায়। শিক্ষাকে কেউ আর সম্মানের প্রতীক হিসেবে দেখে না। শিক্ষকরা যাঁরা একসময় সমাজে সর্বাধিক শ্রদ্ধার আসনে ছিলেন, এখন তাঁদের সম্মানও দ্রুত হারাচ্ছেন;কখনও সামাজিক মাধ্যমের কটুক্তিতে, কখনও অযথা অন্য অভিযোগে।

এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার; এ সংকট কেবল শিক্ষার নয়, এটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের সংকট।

তবু আশা ফুরিয়ে যায়নি। সমাধান খুঁজতে হলে শুরু করতে হবে পরিবার থেকেই। সন্ধ্যার পর ঘরে এক ঘণ্টা তব্দীরব অধ্যয়ন সময়দ চালু করা যেতে পারে, যেখানে মা-বাবা ও সন্তান একসঙ্গে বই খুলে বসবে; যে যার মতো পড়বে। এতে শিশুর মনে পড়াশোনাকে নিয়ম নয়, অভ্যাস হিসেবে গেঁথে দেওয়া সম্ভব। পাশাপাশি পাড়ায় বা গ্রামে তস্টাডি সার্কেলদ চালু করা যেতে পারে; যেমন একসময় সন্ধ্যার পড়ার দল থাকত, এখন আধুনিকভাবে তা পুনরুজ্জীবিত হতে পারে।

বিদ্যালয়েও বদল আনতে হবে। শিক্ষককে শুধু পাঠদান নয়, উদ্দীপনা জাগানো শিক্ষক হতে হবে। শ্রেণিকক্ষে বিতর্ক, প্রশ্নোত্তর, প্রকল্পভিত্তিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার সঙ্গে যদি আনন্দ ও সৃজনশীলতা যোগ হয়, তবে তারা আবার বইয়ের গন্ধে ফিরবে।

প্রযুক্তিকেও এখানে শত্রু নয়, সহচর হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। যদি মোবাইল তাদের মনোযোগ কেড়ে নিতে পারে, তবে সেই মোবাইলই আবার তাদের শেখার সঙ্গী হতে পারে; শিক্ষামূলক ভিডিও, অনলাইন ক্যুইজ, পাঠ-ভিত্তিক অ্যাপ ইত্যাদি ব্যবহার করে পড়াশোনার আকর্ষণ ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ। পড়াশোনার উদ্দেশ্য শুধু নম্বর নয়;চিন্তা, যুক্তি, সততা ও মানবিকতা গড়ে তোলা। মা-বাবা-শিক্ষক যদি আবার সন্তানকে বলেন, তুই মানুষ হবি জ্ঞানের আলোয়,দ তাহলে হয়তো সেই সন্ধ্যার আওয়াজ আবার ফিরে আসবে।

আজ গ্রামের আকাশে যে নীরবতা নেমে এসেছে, তা কেবল শব্দের অভাব নয়; এটি এক জাতির আত্মপরিচয়ের সংকেত। কারণ শিক্ষা হারালে মানুষ হারায়, মানুষ হারালে সমাজও অচেনা হয়ে যায়। এক সময় যে গ্রামগুলো জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে প্রজন্ম তৈরি করেছিল, সেই গ্রামগুলো যদি এখন নীরব থাকে, তবে জাতির ভবিষ্যৎও নীরব হয়ে যাবে। হয়তো এখনই সময় নিজেদের দিকে তাকানোর। মা-বাবা যদি একবার বলেন তচলো, বই পড়িদ;শিক্ষক যদি একটু সময় দেন অতিরিক্ত একটি প্রশ্নের উত্তর বুঝিয়ে দিতে; আর সমাজ যদি সম্মান ফেরায় শিক্ষাকে, তবে এই অন্ধকারের পরও নতুন আলো ফুটতে বাধ্য।

হায়রে, এখন গ্রামে-গঞ্জে, শহর শহরতলীতে সকাল সন্ধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে বই পড়ার সেই আওয়াজ; কিন্তু যদি আমরা চাই, সেই আওয়াজ আবার ফিরতে পারে। শুধু প্রয়োজন একসঙ্গে উদ্যোগ, আগ্রহ আর সচেতনতার। কারণ শিক্ষার আলোর চেয়ে উজ্জ্বল কোনও প্রদীপ পৃথিবীতে নেই।

নারী দিবসের সন্ধিক্ষণে প্রকাশ্য হোক আধুনিকতার সংজ্ঞায় আড়ালে রাখা প্রকৃত নারীত্বের সংকট

শুভজিৎ বসাক

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস; অধিকার আদায়ের লড়াইয়ের এক ঐতিহাসিক দিন। ১৯০৮ সালে নিউ ইয়র্কের রাস্তায় ১৫০০০ শ্রমজীবী নারীর পদযাত্রা থেকে শুরু হওয়া এই আন্দোলন একবিংশ শতাব্দীতে এসে এক নতুন ও জটিল মোড় নিয়েছে। যেখানে ইতিহাস সমগ্র নারী জাতিকে শিখিয়েছিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি, সেখানে বর্তমান প্রেক্ষাপটে 'নারীত্ব' এবং 'মাতৃত্ব' নিয়ে তৈরি হয়েছে গভীর মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব। পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় ১২ মিলিয়নেরও বেশি কিশোরী (১৫-১৯ বছর বয়সী) গর্ভধারণ করে, যার একটি বড় অংশ ঘটে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। তবে এই সংকট কেবল অনুন্নত দেশেই সীমাবদ্ধ নয়; উন্নত দেশগুলোতেও এর হার উল্লেখযোগ্য বাড়ছে। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১০০০ জন কিশোরীর মধ্যে প্রায় ১৫ জন মা হওয়ার পথে পা বাড়ায়। যদিও গত এক দশকে উন্নত দেশগুলোতে এই হার প্রায় ৪০ শতাংশ কমেছে, তবুও সামাজিক মাধ্যমে 'গ্ল্যামারাইজড' মাতৃত্বের প্রভাবে কিছু নির্দিষ্ট মহলে এই ব্যাধি আবারও মাথাচাড়া দিচ্ছে। এটি একটি উদ্বেগজনক সত্য যে, বর্তমান সময়ে কিশোরীদের মধ্যে মা হওয়ার যে এক ধরণের ঝোঁক দেখা দিচ্ছে, তার মূলে রয়েছে তথ্যের বিকৃতি এবং অপরিণত আবেগ।

এই সংকটের অন্যতম কারিগর হলো হাতে থাকা স্মার্টফোনের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার। প্রযুক্তির এই অন্ধকার দিকটি কিশোর-কিশোরীদের মনস্তত্ত্বে এক গভীর ক্ষত তৈরি করছে। সামাজিক মাধ্যমে চটুল রিলস এবং বিভিন্ন সংবেদনশীল ভিডিওর সহজলভ্যতা কেবল তাদের নৈতিক অবক্ষয় ঘটাচ্ছে না, বরং তাদের শরীরে অকাল হরমোনাল পরিবর্তনের প্রভাব ফেলছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায়, অতিমাত্রায় স্ক্রিন টাইম এবং উত্তেজক দৃশ্য মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসকে প্রভাবিত করে, যা শরীরে ইস্ট্রোজেন ও অন্যান্য হরমোনের ভারসাম্য বিঘ্নিত করতে পারে। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই বয়ঃসন্ধির আগেই শরীর জৈবিক চাহিদার প্রতি অতি-সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই ডিজিটাল আসক্তি তাদের শেখাচ্ছে মা হওয়া মানেই হয়তো কেবল সুন্দর ছবি পোস্ট করা। কিন্তু তারা অনুধাবন করতে পারছে না যে, গর্ভধারণের জন্য শারীরিকভাবে সক্ষম হওয়া আর সন্তান পালনের জন্য মানসিকভাবে 'মা' হয়ে ওঠা দুটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২০ শতাংশ কম বয়সী মা প্রসব-পরবর্তী বিষণ্নতা বা পোস্ট-পার্টাম ডিপ্রেশনে ভোগেন, যা তাদের ব্যক্তিত্বকে চিরতরে ক্ষতিগ্রস্ত করে। যখন তারা টের পায় যে মা হওয়া এক বিশাল ত্যাগ ও ধৈর্যের পরীক্ষা, ততক্ষণে তাদের শিক্ষা, ক্যারিয়ার এবং নিজস্ব সত্তা হারিয়ে যায়। এই সংকট উত্তরণে পারিবারিক শিক্ষা এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা আজ অপরিহার্য, যাতে কিশোরীরা আবেগের বশবর্তী না হয়ে জীবনের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য ও স্বনির্ভরতার গুরুত্ব বুঝতে আর জানতে পারে।

প্রকৃত নারী স্বাধীনতার আদর্শ হওয়া উচিত ছিল সেসব সফল নারীরা, যারা মেধা, শ্রম এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা দিয়ে বিশ্ব জয় করেছেন। যারা চিকিৎসাবিজ্ঞান, মহাকাশ গবেষণা বা উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করেছেন, তারাই হওয়া উচিত ছিল আজকের প্রজন্মের আইডল। প্রকৃত আধুনিকতা নিহিত থাকে নারীর শিক্ষা, ধৈর্য এবং আত্মনির্ভরশীলতার মধ্যে, যা তাকে সমাজে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে, কেবল সস্তা প্রচারের আলোয় নয়।

একইসাথে, বর্তমান সমাজের এক বিরাট অংশ মনে করছেন যে নারী স্বাধীনতার সংজ্ঞা আজ ভুল পথে চালিত হচ্ছে। অনেকের কাছেই এখন স্বাধীনতার অর্থ দাঁড়িয়েছে প্রকাশ্যে অবাধ খোলামেলা পোশাক পরা কিংবা গভীর রাত অবধি মদ্যপ পার্টিতে মত্ত থাকা। তবে বিভিন্ন সমীক্ষা মতে, গত এক দশকে শহরাঞ্চলে এই ধরনের 'লাইফস্টাইল চয়েস' প্রায় ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু তার সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে মানসিক অস্থিরতা। আজকের অনেক নারীর মধ্যে নিজেকে সব জায়গায় জাহির করার এক প্রবল প্রবণতা প্রকট হয়ে উঠছে, যা অনেক সময় প্রকৃত যোগ্যতার চেয়েও বড় হয়ে দেখা দেয়। এই 'অ্যাটেনশন সিকিং' বা নিজেকে জাহির করার মানসিকতা তাদের এতটাই সংবেদনশীল করে তুলছে যে, তারা নিজের অসাফল্য বা কোনো গঠনমূলক সমালোচনা সইতে পারছে না, ভেবে বসে আত্মসম্মানে ঘা দেওয়া হয়। সামান্য ব্যর্থতা বা নেতিবাচক মতামতের মুখোমুখি হলেই তারা উগ্র বা বিরূপ মনোভাব পোষণ করছে, যা তাদের সামাজিকভাবে আরও বিপথগামী করে তুলছে। এই অসহিষ্ণুতা ও অসংলগ্ন জীবনযাপনের ফলে পারিবারিক কাঠামো আজ ক্রমশঃ ক্ষতির মুখোমুখি হচ্ছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত কয়েক বছরে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের হার প্রায় ১৫ থেকে ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শহরাঞ্চলে ডিভোর্সের হার বেড়েছে প্রায় ৩৫ শতাংশ। সুস্থ সম্পর্কের দায়বদ্ধতার চেয়ে তাৎক্ষণিক চাহিদাকে প্রাধান্য দেওয়ার এই মানসিকতা একটি নৈতিক শূন্যতা তৈরি করছে।

অথচ প্রকৃত নারী স্বাধীনতার আদর্শ হওয়া উচিত ছিল সেসব সফল নারীরা, যারা মেধা, শ্রম এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা দিয়ে বিশ্ব জয় করেছেন। যারা চিকিৎসাবিজ্ঞান, মহাকাশ গবেষণা বা উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করেছেন, তারাই হওয়া উচিত ছিল আজকের প্রজন্মের আইডল। প্রকৃত আধুনিকতা নিহিত থাকে নারীর শিক্ষা, ধৈর্য এবং আত্মনির্ভরশীলতার মধ্যে, যা তাকে সমাজে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে, কেবল সস্তা প্রচারের আলোয় নয়।

অন্যদিকে, কর্মক্ষেত্রে নারী অধিকারের দোহাই দিয়ে এক শ্রেণির মহিলার অনৈতিক সুবিধা নেওয়ার প্রবণতা সামগ্রিক নারী আন্দোলনের মর্যাদাকে ম্লান করে দিচ্ছে। সমীক্ষা অনুযায়ী, অনেক কর্পোরেট ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যোগ্য পুরুষ সহকর্মী থাকা সত্ত্বেও কিছু মহিলা কেবল লিঙ্গ পরিচয়ের অপব্যবহার করে বা চাটুকারিতার মাধ্যমে কাজের ভার কমিয়ে নেয় অথবা বাড়তি সুবিধা আদায় করে। এটি কেবল লিঙ্গ বৈষম্যেরই নামান্তর নয়, বরং এটি সেই সব যোগ্য ও পরিশ্রমী নারীদের জন্য এক নেতিবাচক বার্তা, যারা নিজেদের মেধা ও পরিশ্রমে স্থান করে নিয়েছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, যেখানে কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বেতনের বৈষম্য এখনও প্রায় ১৬ থেকে ২০ শতাংশ, সেখানে এই ধরনের 'শর্টকাট' মানসিকতা প্রকৃত সমঅধিকারের লড়াইকে কয়েক দশক পিছিয়ে দেয়। যোগ্য পুরুষদের বঞ্চিত করে সুবিধা নেওয়ার এই কৌশল আদতে নারী সমাজের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিকে বিষিয়ে তুলছে, যা আজকের নারী দিবসের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত।

প্রকৃত নারী দিবস পালন তখনই সার্থক হবে, যখন আধুনিকতা মানে কেবল বাহ্যিক লৌকিকতা নয়, বরং সুশিক্ষা, স্বনির্ভরতা, সঠিক বোঝাপড়া এবং মানসিক দৃঢ়তাকে বোঝাবে। কিশোরীরা যখন বুঝবে যে মাতৃত্ব কোনো শখের বিষয় নয় বরং একটি বিশাল দায়িত্ব যা সঠিক সময়ের অপেক্ষা রাখে, তখনই তারা প্রকৃত উন্নয়নের অংশীদার হতে পারবে। কর্মক্ষেত্রে নারীত্বের দোহাই দিয়ে সুবিধা নেওয়া নয়, বরং যোগ্যতার ভিত্তিতে নিজের স্থান অর্জন করাই হবে প্রকৃত নারীত্বের পরিচয়। নারীদের ধারণায় আসা প্রয়োজন যে, শরীরবৃত্তীয় বা হঠকারী মানসিক পরিবর্তন, প্রযুক্তির প্রলোভন যেন তাদের বিবেকের চেয়ে বড় না হয়ে ওঠে। আধুনিক নারীত্ব হোক মেধার, ধৈর্যের এবং প্রকৃত নৈতিকতার সম্মেলন।।

কালে কালে কলকাতা
আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর

ডাঃ শামসুল হক

আকাশ থেকে উড়ন্ত পাখির মতো নীচে নেমে আসা এবং মাটির বুকে দেহ ছুঁইয়ে একেবারে স্থির হয়ে যাওয়া, সেইসময় সত্যিই একটা দর্শণীয় ব্যাপার ছিল বৈ কি। আর কলকাতার উৎসাহী মানুষজনকে সেই দৃশ্য উপভোগ করার তাগিদেই তখন কলকাতা র শেষ প্রান্তে বেছে নেওয়া হয়েছিল বন জঙ্গলে ঘেরা মাঝারি আকারেরই একটা জায়গাকে। দেখতে দেখতে সেই স্থানটাই এখন বিশাল আকার নিয়ে সমগ্র বিশ্ববাসীকেই তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

সেটা ১৯২৪ সালের কথা। তারপর দেখতে দেখতে পার হয়ে গেছে অনেকগুলো বছর। গত বছরই শতবর্ষের টোকাঠ ও পার করে দিয়েছে বিশ্বের ব্যস্ততম বিমানবন্দর কলকাতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। সেইসময়ের ছোট্ট সেই বিমান ক্ষেত্রটা অবশ্য এই নামেই পরিচিত ছিল না। স্থাপনের সময় তার পরিচিত নাম ছিল কলকাতা এরোড্রাম। ১৯২৪ সালের প্রথমের দিকে তার স্থাপনার পর সেই বছরের ই নভেম্বর মাসের ১৮ তারিখে সুদূর আমষ্টারড্রাম থেকে একটা বিমান এসে নেমেছিল কলকাতার মাটিতে । সেইসময় কে. এল . এল বিমান সংস্থা ডাকোটা - ৩ নম্বর আমষ্টারড্রাম - বাতভিয়া (বর্তমান নাম জাকার্তা) রুটের প্রতিনিধি হিসেবে অবতরণ করেছিল এখানে । তখন অবশ্য সেখানে ছিল না আলোর কোন ব্যবস্থাও । তাই রাতের সেই অতিথিকে অন্ধকারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য জ্বালানো হয়েছিল গাছের শুকনো পাতা, ঘাস ইত্যাদি সামগ্রীকে শুকনো কাপড়ে জড়িয়ে তৈরি করা বিশেষ ধরণের মশালের সাহায্যে ।

সত্যিই সেটা একটা ইতিহাসও বটে। সেদিনের সেই দুর্লভ দৃশ্যের সাক্ষী থাকা মানুষজনদের মধ্যে নিশ্চয়ই আজ আর কেউ বেঁচে নেই । কিন্তু সেদিনের সেই ঘটনার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে চরম বিস্ময়কর একটা স্মৃতিও । সেটা ভেবে আমরা সকলে ভীষণ পুলকিতও হয়ে উঠি। আবার ভাবতেও বসি আকাশ পাতাল অনেক কিছুই। প্রায় সাড়ে ষোলশ একর জমির উপর স্থাপিত আজকের এই ঝাঁ চকচকে বিমানবন্দরের মোহময় সেই রূপটাকে দেখলে মনে পড়ে যায় তার অনেক পুরাতন ইতিহাস ও । যেন একটা রূপকথার ই গল্প। তাই পুরাতন সেই স্মৃতিটাকে রূপকথার কাল্পনিক একটা কাহিনী ভাবলেও ভুল হবে না।

দমদমের রয়্যাল আর্টিলারির পাশে অবস্থিত একটা খোলা মাঠকেই তখন বেছে নেওয়া হয়েছিল সমস্ত উড়ানের উপরে ওঠা বা নামারই জন্য। তার আগে ১৯২২ সালে তৎকালীন বাংলার গভর্নর স্যার ট্যানারি জ্যাকসন সাহেবের তৎপরতায় উদ্বোধন করা হয় ক্যালকাটা অ্যারোড্রাম বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবের। তারপর তৈরি হয় কলকাতা এরোড্রাম। আর সেটাই হল কলকাতা বিমানবন্দরের পুরাতন নাম।

তারপর নিজস্ব গতিতেই চলতে থাকে সেখানকার কাজকর্ম। ১৯৩০ সালে তাকে ব্যবহারের উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলা হয় এবং সারা বছর ধরে চলতে থাকে বিমান ওঠানামার কাজ। পরে সেখানে অন্যান্য বিমান সংস্থাও বানিজ্যিক ভাবে সেটা ব্যবহার করতে শুরু করে। আর সেইসময় আকাশ থেকে একটা বিমান নামলে সেখানে যেমন বসে যেত মানুষের মেলা , ঠিক তেমনই ওঠার সময় ও জমে যেত ভীড় এবং তাঁদের সাধের সেই উড়ান আকাশে ডানা মেলার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত অধীর আগ্রহে অপেক্ষাও করতেন।

তারপর বেশ চলছিল কলকাতা বিমানবন্দরের নিজস্ব দিনরাত্রি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বদলে যায় তার অবয়ব এবং বাড়তে থাকে তার গুরুত্বও । ১৯৩৯ সালে শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। আর শেষ হয়েছিল ১৯৪৫ সালে । অর্থাৎ টানা ছয় বছর ধরে চলেছিল সেই যুদ্ধ। ১৯৪২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আর্মি এয়ার ফোর্সের সপ্তম বোম্বারমেন্ট গ্রুপ বার্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধের অভিপ্রায় নিয়েই এই বিমান বন্দরটা ব্যবহারের অনুমতি পায় এবং নিজের মতো করে ব্যবহার করতেও দেওয়া হয়েছিল । আর তারপর ই গুরুত্ব বেড়ে যায় সেই বিমান ক্ষেত্রটির ও ।

একটা সময় থেমে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও। অত এব সংগ্রাম থেমে গেলে বন্ধ হয়ে যায় যুদ্ধ বিমানের অনবরত আনাগোনাও । কিন্তু বন্ধ হয়ে যায়নি তার বানিজ্যিক কাজকর্ম। বরং সেটা আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং বাড়তে থাকে সেখানকার যাত্রীবাহী বিমান এবং সেইসঙ্গে যাত্রী সংখ্যাও ।

সেইসময়ই আবার ব্রিটিশ ওভারসিজ এয়ার ওয়েজ কর্পোরেশনের কর্মকর্তারা লণ্ডন থেকে চালু করেন কলকাতা রুটের জেট চালিত বিমান। আর সেটাই হল বিশ্বের প্রথম জেট চালিত যাত্রী পরিবহনও। তারপর ১৯৬৪ সালে কলকাতা দিল্লি রুটে চালু হয় প্রথম ভারতীয় অন্তর্দেশীয় জেট পরিষেবাও।

নয়ের দশকে ভারতীয় বিমান পরিবহন শিল্পের জগতে জেট এয়ারওয়েজ এবং এয়ার সাহারার মতো প্রথম সারির বিমান সংস্থাগুলো বিমান পরিষেবা চালু করলে কলকাতা বিমানবন্দরের গুরুত্ব বেড়ে যায় আরও বহুগুণ। পাশাপাশি বাড়তে থাকে যাত্রী সংখ্যা এবং অতি অবশ্যই তারপর বাড়তে থাকে তার বানিজ্যিক গুরুত্বও।

একশো বছর আগে অর্থাৎ ১৯২৪ সালে উদ্বোধনের সময় এই বিমানবন্দরের পরিচিত নামটি ছিল কলকাতা এরোড্রাম। পরে সেটার নামকরণ হয় কলকাতা বিমানবন্দর। ১৯৯৫ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনের নির্ভীক সৈনিক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সম্মানার্থে তার নতুন নামকরণ হয় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। সেটাও আমাদের কাছে একটা গর্বের বিষয় তো নিঃশ্চয়ই।

ঐতিহ্যবাহী সেই বিমানবন্দর অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে অতিক্রম করেছে শতবর্ষের টোকাঠও। সেই ঘটনাও আমাদের ভীষণভাবে পুলকিত করেছে। আবার আগামী দিনে আমাদের সাধের সেই উড়ান ক্ষেত্রে নতুন নতুন আরও কত চমক দেখাবে সেটা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষাও করব আমরা।